কৃষিই সমৃদ্ধি

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

কৃষি মন্ত্রণালয়

www.moa.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)	সভাপতি
অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ)	সদস্য
অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা)	সদস্য
যুগ্ম সচিব (উপকরণ)	সদস্য
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)	সদস্য
যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা)	সদস্য
পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস	সদস্য
উপসচিব (প্রশাসন-৪)	সদস্য
উপসচিব (গবেষণা-১)	সদস্য
উপসচিব (সম্প্রসারণ-১)	সদস্য
উপসচিব (উপকরণ-২)	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

১৪ অক্টোবর ২০১৯

মুদ্রণে

কৃষি তথ্য সার্ভিস

প্রকাশনায়

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কৃষি ও কৃষক বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি।
– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আমরা আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু আমাদের এখন সব পণ্যে
ভ্যালু অ্যাড করতে হবে, প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে হবে।
– শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শুরু থেকে কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। রূপকল্প-২০২১ এর ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। এ জন্য আমাদের লক্ষ্য প্রচলিত কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর। এ লক্ষ্য অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

কৃষি ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ দারিদ্র্যবিমোচন এবং দেশের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করাই কৃষি মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিজ্ঞানীগণ নিরলস কাজ করে উচ্চফলনশীল, খরাসহিষ্ণু/লবণাক্ততাসহিষ্ণু, স্বল্পকালীন আহরণযোগ্য ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও এ ধারা অব্যাহত আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কৃষি পুনর্বাসন ও কৃষি প্রণোদনা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বিনামূল্যে বিভিন্ন ফসলের বীজ ও রাসায়নিক সার সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া সরকার সারে ভর্তুকি দিচ্ছে। ফলে কৃষকগণ স্বল্পমূল্যে সার ক্রয় করতে পারছে।

আমি আশা করি এ বার্ষিক প্রতিবেদনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রমের একটি চিত্র পাওয়া যাবে। এ সংকলন থেকে আমাদের কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীগণ নিজেদের আরও সমৃদ্ধ করে আগামীতে কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অন্যতম চালিকাশক্তি হলো কৃষি। জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে কৃষিই মূল ভূমিকা পালন করছে। খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের কৃষি এখন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে সমৃদ্ধ। এর পেছনে রয়েছে সরকার গৃহীত সময়োপযোগী নীতি, কর্মপরিকল্পনা, পদক্ষেপ ও এর বাস্তবায়ন। কৃষক-কৃষিজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াস, কৃষি বিজ্ঞানীদের নিরলস শ্রম এবং সরকারের সঠিক নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষি ক্ষেত্রে এ সফলতা বাংলাদেশকে বিশ্বপরিমণ্ডলে নতুন মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে কৃষি উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে এবং টেকসই করতে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। নিত্যনতুন লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ও ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন এবং এর বিস্তার, নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তির প্রসার, ভূউপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান, কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, ই-কৃষির প্রসার এবং কৃষিজীবীদের দক্ষতা উন্নয়নসহ কার্যকর নীতি ও কৌশল কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া সারে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে কৃষকগণ স্বল্পমূল্যে সার ক্রয়ে সক্ষম হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের এসব কার্যক্রম দেশের কৃষির ও অর্থনীতির উন্নয়নে তথা উন্নত বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রকাশিত এ প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন গবেষণা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিবেদনটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং সুধীজন কৃষি সংশ্লিষ্ট জ্ঞানে আরও সমৃদ্ধ হবে। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

(মোঃ নাসিরুজ্জামান)

সূচিপত্র

১.	কৃষি মন্ত্রণালয়	০১
২.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২৭
৩.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন	৪৬
৪.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	৮৮
৫.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৯৬
৬.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০৮
৭.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১২০
৮.	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	১২৭
৯.	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৩৬
১০.	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	১৪৩
১১.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	১৫১
১২.	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১৬১
১৩.	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১৬৮
১৪.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১৭৫
১৫.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	১৮২
১৬.	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি	১৯১
১৭.	কৃষি তথ্য সার্ভিস	১৯৮
১৮.	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	২০৪
১৯.	হর্টেক্স ফাউন্ডেশন	২০৯
২০.	কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন	২১৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে অধীনস্থ ১৮টি দপ্তর/সংস্থা এবং ০২টি ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এ মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তর/সংস্থা/ফাউন্ডেশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যক্রম এবং অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এ নির্বাহী সারসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

কৃষির উন্নয়নের সাথে দেশের সার্বিক উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে। এ দর্শন সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেই স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। বর্তমান সরকারও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাতসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ, শস্য বহুমুখীকরণ, আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে কৃষি উৎপাদনের ধারা ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্য (চাল, গম ও ভুট্টা) উৎপাদন হয়েছে ৪৩২.১১৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে চাল ৩৭৩.৬৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১১.৪৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ৪৬.৯৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এ সময়ে শাকসবজি ১৭২.৪৭২ লক্ষ মেট্রিক টন, আলু ১০৯.৪৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন, ডালজাতীয় ফসল ৯.৩৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন, তেলজাতীয় ফসল ১০.৬৪২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মসলাজাতীয় ফসল ৩৭.৬৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে সবজি উৎপাদনে ৩য়, ধান উৎপাদনে ৪র্থ, আম উৎপাদনে ৭ম, আলু উৎপাদনে ৮ম এবং পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম স্থান অর্জন করেছে।

আবহমানকাল থেকে কৃষি আমাদের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি এবং আমাদের জীবন জীবিকার প্রধান মাধ্যম। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি স্বাধীনতা-উত্তর দেশ পুনর্গঠনে কৃষির উন্নয়নে গভীরভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য কৃষিবান্ধব বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কৃষির ৩টি মুখ্য উপকরণ মানসম্পন্ন বীজ, সুষম সার ও সেচ সুবিধা সঠিক সময়ে সুলভ মূল্যে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং দেশের কৃষির উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির অপরিহার্যতা প্রমাণ করতে সচেষ্টা রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক ২৪টি প্রকল্প ও ২০টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৫৮০.৭৫ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৫৭৭.৯৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৫২%। কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১৭৩.৮৫ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৭৩.৫৫ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৮৩%। বিএডিসি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ডাল ও তেলবীজ, পাটবীজ ও সবজিবীজসহ বিভিন্ন ফসলের প্রায় ১.৪০ লক্ষ মে.টন বীজ উৎপাদন এবং প্রায় ১.৩৮ লক্ষ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। একই সময়ে উদ্যান জাতীয় ফসলের ৩৩৫.৫০ লক্ষ চারা, গুটি/কলম, ৩.১৩ লক্ষ মে.টন শাক-সবজি ও ফল উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসি জাতীয় সবজি মেলা-২০১৯ এ প্রথম পুরস্কার, জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা-২০১৯ এ প্রথম পুরস্কার, জাতীয় ফল প্রদর্শনী মেলা-২০১৯ এ দ্বিতীয় পুরস্কার, জাতীয় বীজ মেলায়-২০১৯ এ প্রথম পুরস্কার এবং জাতীয় বৃক্ষ মেলা-২০১৯ এ প্রথম পুরস্কার অর্জন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। বর্তমানে বিএডিসির আলুবীজ হিমাগারের ধারণক্ষমতা ৪৫,৫০০ মে.টনে উন্নীত করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে ৬টি বীজ গুদাম এবং ১০টি ট্রানজিট বীজ গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিএডিসি কর্তৃক ২১,৫০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, ৫৬০ কিমি. খাল পুনঃখনন/সংস্কার, ৫৩০ কি.মি ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ০২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ (০১টি চলমান), ০১টি হাইড্রোলিক এলিভেটেড ড্যাম নির্মাণ, ৭৫টি সৌরশক্তিচালিত সেচপাম্প স্থাপন, ২৫টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল, ৪৮০টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসি ১১.৬০ লক্ষ মে.টন নন-নাইট্রোজেনাস সার আমদানি এবং ১১.০৬ লক্ষ মে.টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করেছে। আলোচ্য অর্থবছরে বিএডিসির ১,৮৬৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ, ৫৫৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ এবং ১১৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)-এর তত্ত্বাবধানে Project Implementation Unit, BARC, NATP-2 এর আওতায় ১৯০টি Competitive Research Grant (CRG) উপপ্রকল্প বিভিন্ন নার্স প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। নার্স প্রতিষ্ঠান ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় বিএআরসি কর্তৃক ১৭টি ফসলের ক্রপ জোনিং ম্যাপ তৈরির পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের ক্রপ জোনিং ম্যাপ তৈরির লক্ষ্যে ৩০০টি উপজেলায় ক্রপ জোনিং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন। মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধিতে গ্রেড ১-৯ পর্যন্ত পদে কর্মরত বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাগণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ৯৮০ জন, বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ৬ জন, ইনহাউজ প্রশিক্ষণে ১৩৩ জনসহ মোট ১১১৯ জন অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া গ্রেড ১১-২০ নং পদে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্য হতে ১৪০ জন অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও ৩৫৩ জন ইনহাউজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। বিজ্ঞানীদের উচ্চশিক্ষা কর্মসূচিতে বর্তমানে ১১টি পিএইচডি প্রোগ্রাম চলমান আছে। তাছাড়াও নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য Project Implementation Unit, BARC, NATP-2 এর আওতায় ১৪০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম দেশে এবং বিদেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিএআরসি ডেল্টা প্ল্যান ও জাতীয় কৃষিনীতি-২০১৮ প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোড ম্যাপ ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ বাস্তবায়নে Action Plan তৈরি করা হয়েছে। AFACI প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফসল ও প্রাণিসম্পদের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যায়ন ও সংরক্ষণ এবং ফল-সবজির নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি হস্তান্তর, গমের ৫টি জাতের (বারি গম-২৫, ২৬,২৮, ২৯, ৩০) মানসম্পন্ন বীজ বরেন্দ্র এলাকা- রাজশাহী এবং ভোলায় কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত 'সম্পূরক কৃষি শিক্ষা বই' প্রকাশে বিএআরসি কর্তৃক সমন্বয় করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা (CGIAR, AFACI, BIMSTEC) ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০টি ফসলের হাইব্রিডসহ ২৫টি উচ্চফলনশীল জাত এবং ২৪টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ৮৫ জন নতুন জনবল নিয়োগ এবং ৫১ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ২৭৭৪ জনকে দেশে এবং ২৭ জনকে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ৫৬ জনকে পিএইচডি, ১ জনকে পোস্ট ডক্টরাল এবং ২ জনকে

এমএস উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বিএআরআই আশাবাদী যে, সকল প্রশিক্ষিত জনবল এবং প্রযুক্তিসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, কৃষকের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন তথা সার্বিকভাবে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বোনা আউশে ১টি (ব্রি ধান৮৩), রোপা আউশে ২টি (ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫), আমন মৌসুমের উপযোগী ১টি (ব্রি ধান৮৭) এবং বোরো মৌসুমের উপযোগী ৩টি (ব্রি ধান৮১, ব্রি ধান৮৪, ব্রি ধান৮৬) ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে ব্রি কর্তৃক সৌরচালিত আলোর ফাঁদ উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় ৮টি প্রস্তাবিত জাতের পরীক্ষা এবং ৩১টি অগ্রগামি সারির উপযোগিতা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। সর্বমোট ৭৩৪টি প্রদর্শনী ও ৮২টি মাঠ দিবস বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ৪৮,০০০ কৃষককে ব্রি উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। যার মধ্য থেকে প্রায় ১২,০০০ কৃষক ব্রি উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত নিজে চাষ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ৫টি নতুন জাত (বিনাধান-২১, বিনাধান-২২, বিনাচীনাবাদাম-১০, বিনাসয়াবিন-৬ ও বিনাহলুদ-১) এবং ৫টি ননকমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। বিনা উদ্ভাবিত ১৮টি বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ১২৮.১১ মে.টন বীজ উৎপাদন ও ১২৭.০০ মে.টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৪৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ১৯০০টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। তিন হাজার আটচল্লিশ (৩০৪৮) জন কৃষক এবং ডিএই, বিএডিসি, কৃষি সাংবাদিক ও এনজিও এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার শীর্ষক ৫০০০ কপি লিফলেট মুদ্রণ করা হয়েছে। ৩১টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৬০৯টি মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আঁশ ও বীজ ফসলের মোট ১১১টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। অতি অল্প সময়ে পাট ফসল কর্তনের জন্য বিজেআরআই কর্তৃক 'বিজেআরআই মাল্টিফাংশন জুট হার্ভেস্টার' উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং পানি স্বল্প এলাকায় পাটের রিবনিং করার জন্য 'অটো-জুট পাওয়ার রিবনার' উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এর আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। নতুন পাট পণ্য উৎপাদন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে ৩৮টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে। Warp এ cotton এবং weft এ পাটের সুতা ব্যবহার করে জুট-কটন ইউনিয়ন ফেব্রিক তৈরি করে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূল্য সংযোজিত পণ্য প্রস্তুত করে বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হচ্ছে। 'পাট ও পাটজাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর' প্রকল্পের আওতায় গবেষণার মাধ্যমে ৪টি অগ্রবর্তী প্রজনন লাইন পাওয়া গেছে-যা থেকে উচ্চ লবণাক্তযুক্ত (14 dS/m) জমিতে চাষাবাদযোগ্য লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে একটি প্রজনন লাইন (C-12221)-কে ইতোমধ্যে DUS (Distinctness, Uniformity, Stability) Test-এর জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে জমা দেয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় চাষাবাদের জন্য উক্ত প্রজনন লাইন থেকে কাংখিত মানসম্পন্ন উচ্চ লবণাক্ততাসহিষ্ণু একটি জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে। পাটের জিনোম গবেষণার তথ্য কাজে লাগিয়ে ইতোমধ্যে তোষা পাটের উচ্চফলনশীল ২টি অগ্রবর্তী প্রজনন লাইন (রবি-১ ও রবি-২) এবং দেশি পাটের উচ্চফলনশীল ২টি অগ্রবর্তী প্রজনন লাইন (শশী-১, শশী-২) উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত লাইনগুলো জাত হিসেবে অবমুক্ত করার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিজেআরআই-এর বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপকেন্দ্রে মাঠ পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে মূল্যায়নে খুবই আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত লাইনগুলোর আঁশের মান অত্যন্ত উন্নত এবং বর্তমানে মাঠপর্যায়ে চাষাবাদকৃত জাতগুলো হতে ১০-১৫% ফলন বেশি। তন্মধ্যে রবি-১ নামের একটি অগ্রবর্তী প্রজনন লাইনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৮তম সভায় 'বিজেআরআই তোষাপাট-৮' হিসেবে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। যা প্রচলিত জাতের চেয়ে শতকরা ১০-১৫ ভাগ বেশি ফলন দেয় এবং এর আঁশের মানও ভালো। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাটের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত প্রযুক্তি এবং পাটের কৃষি প্রযুক্তি জনপ্রিয় ও হস্তান্তর করার লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের সাথে ৫টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা বাণিজ্যিকভাবে পাটপণ্য উৎপাদনে এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষে বোরণ সারের মাত্রা, এয়ারউইগ (*Forficula auricularia*) পোকা প্রতিপালন পদ্ধতি ও মাঠে অবমুক্তকরণ, ব্রাকন হেবিটর (*Bracon hebetor*) পোকা প্রতিপালন পদ্ধতি ও মাঠে অবমুক্তকরণ, বিএসআরআই উদ্ভাবিত উন্নত সুগারবিট স্লাইসার ও আখ চাষে রাসায়নিক আগাছা ব্যবস্থাপনা। এছাড়া বিএসআরআই এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির অর্থায়নে উন্নত পদ্ধতিতে চিনিফসল চাষাবাদ বিষয়ক ৩৩৫টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ১,৫০০টি তালের চারা, ৬,৫০০টি খেজুরের চারা ও ৬,৫০০টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। উপরন্তু মাঠ দিবস, সেমিনার/ওয়ার্কশপ, কৃষি কর্মকর্তা/কর্মী প্রশিক্ষণ ও চাষি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) দেশের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষক সেবার মাধ্যমে দেশের কৃষি খাতকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিতে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের সকল উপজেলার মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে এক বিশাল তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করেছে এসআরডিআই। অনলাইন সার সুপারিশমালা এদেশের ডিজিটাইজেশনের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। তাছাড়া অফলাইন ডিজিটাল সার সুপারিশ কর্মসূচির মাধ্যমেও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কৃষকদের ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করছে। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে সুষম সার প্রয়োগে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উপরন্তু সমস্যাযুক্ত মাটি অর্থাৎ লবণাক্ত ও অম্লীয় মাটি এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মাটির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ প্রতিষ্ঠান দেশের আপামর কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করবে এবং দেশের মাটি সুরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলার বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে (লবণাক্ত, খরা, চর, বরেন্দ্র ও পাহাড়ি অঞ্চল) তুলা চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে সিবি-১৭ নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত ও ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ মৌসুমে ৪৪১৮৫ হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ১,৭১,৪৭০ বেল আঁশতুলা উৎপাদিত হয়েছে। উক্ত মৌসুমে মোট ১৫৯ মে.টন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং তা চাষিদের

মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আধুনিক তুলা চাষ প্রযুক্তির উপর ৭০০০০ জন তুলা চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬টি সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আঁশতুলার গুণগত মানের পরীক্ষাগার এবং বায়োটেকনোলজি গবেষণাগার নতুন যন্ত্রপাতি দ্বারা আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলায় সেচ কার্যক্রমসহ সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বরেন্দ্র অঞ্চলের জনসাধারণের উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণসহ কার্যক্রম আরো বেগবান করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পুষ্টি সম্পর্কিত বৈশ্বিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে নিরলসভাবে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ সংশ্লিষ্ট ১৫টি গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে। চলতি অর্থবছরে (২০১৮-১৯) ১৮ হাজার ০২ জন ব্যক্তিকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়ক ৪০টি সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে, বাংলাদেশ বেতারে প্রচার করা হয়েছে ৫২টি বেতার কথিকা। 'পুষ্টি সম্মেলন' নামে একটি অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতার জন্য 'আমার পুষ্টি' নামে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমভিত্তিক মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে। ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ০৪ বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠ্যক্রম প্রণয়নে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ১১৮টি নতুন উদ্ভাবিত সারির DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) test এবং ২৬টি VCU (Value for Cultivation and Uses) test সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS,VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১২টি জাত NSB কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়। এ সময়ে ৩৯,৫০০ হেক্টর জমির মাঠ প্রত্যয়ন দেয়া হয় এবং মোট প্রত্যয়িত বীজের পরিমাণ ১,৬০৬২৯ মে. টন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ২৮,৭২২টি প্রজনন, ৯৯,৪৮৯টি প্রাক-ভিত্তি, ৫৯,৩৫,৭৮৪টি ভিত্তি ও ৯১,২৩,২৮৭টি প্রত্যায়িতসহ মোট ১,৫১,৮৭,২৮২টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে। এ সময়ে মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ২৭০৬টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের ২৩টি বিষয়ে ৩২ ব্যাচে মোট ৮৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪০ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ৩টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের আওতাভুক্ত ৮০ জন বিজ্ঞানীকে ২ ব্যাচে ৪ (চার) মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। স্পন্সর্ড প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়, ডিএই, ব্রি, বিএআরসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ১৫ ব্যাচে মোট ৩৮৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নাটায় চলমান 'জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকাজ সম্পাদিত হয়েছে এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও নাটার খামার উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক কৃষিকথা পত্রিকার ৮.৭৫ লক্ষ কপি, মাসিক সম্প্রসারণ বার্তার ১৮ হাজার কপি, কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট, ফোল্ডার ইত্যাদির প্রায় ৮.৪৪ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক সংশ্লিষ্ট ১২টি ভিডিও ফিল্ম এবং ২৭টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া ৯৫০টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তিনির্ভর ২৫টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক তৈরি, 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের ৩৩৬ পর্ব সম্প্রচার সহায়তা এবং' বাংলার কৃষি' অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬৫ পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে প্রায় ২২০০ জনকে (কৃষক ও সম্প্রসারণকর্মী) কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের জন্য যৌক্তিক মূল্যে কৃষি পণ্যপ্রাপ্তি এবং কৃষি ব্যবসায়ীদের উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের বিভিন্ন বাজার তথ্য সংশ্লিষ্ট ৩০২৩টি বুলেটিন, ১৬১৪০টি বাজার মূল্য, ২৪১টি প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করেছে। এছাড়াও শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ৪২৮৪০ কুইন্টাল শস্য জমার বিপরীতে ৪.৩৪ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান ও ২১১৯ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কৃষি পণ্যের জোগান ও বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখা, পরিকল্পিত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসার, দলভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান ও বিপণন সম্প্রসারণে গবেষণা, ফসলের সংগ্রোহত্তর অপচয় হ্রাস এবং কৃষক ও ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গমের ১টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। গম ও ভুট্টার ৪৫০০টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া রোগবালাই ব্যবস্থাপনার উপর ১টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ ও এনজিও কর্মী এবং কৃষকসহ মোট ৩৬৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ৯০৪ জনকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া ২৫টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে ২৬৫০ জন কৃষককে গম ও ভুট্টার আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ৪টি প্রকাশনা এবং ১১০০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। গম ও ভুট্টার ১০৩ মেট্রিক টন ব্রিডার ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ করা হয়েছে। এ সময়ে ১ জন পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন ও ৮ জন বিজ্ঞানী বিদেশে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়

www.moa.gov.bd

ফসল খাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ লাভজনক, টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা বজায় রাখা, বিভিন্ন ফসলের উন্নত এবং প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, নতুন শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন, পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি আবিষ্কার, ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ট্রান্সজেনিক ফসল (Genetically Modified Organism) উৎপাদন ইত্যাদি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমিতে অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষিজাত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের প্রয়োজনে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণসহ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন, প্রধান কার্যাবলি, সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যপরিধি ইত্যাদিসহ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সার্বিক অগ্রগতি এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা ক্রমান্বয়ে দেয়া হলো–

রূপকল্প (Vision)

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

প্রধান কার্যাবলি

- কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম;
- কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ;
- বীজ উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যয়ন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ;
- মৃত্তিকা জরিপ, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা ও সুপারিশ প্রণয়ন;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন;
- কৃষিতে সহায়তা ও পুনর্বাসন;
- কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
- ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রম;
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা।

সাংগঠনিক কাঠামো

কৃষি মন্ত্রণালয় ৯টি অনুবিভাগ নিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে প্রশাসন, পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন, সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ (নবসৃষ্ট), শৃঙ্খলা ও আইন (নবসৃষ্ট), সম্প্রসারণ, গবেষণা, নিরীক্ষা, পরিকল্পনা এবং বীজ অনুবিভাগ। অনুবিভাগসমূহের অধীনে ১৭টি অধিশাখা ও ৪১টি শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ২৮৭ জন (প্রথম শ্রেণী ৮৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি ৬৪ জন, তৃতীয় শ্রেণি ৮০ জন ও চতুর্থ শ্রেণি ৫৮ জন)।

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

- কৃষিনীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি পণ্যের বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
- কৃষিনীতির বাস্তবায়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর বাস্তবায়ন তদারকি;
- কৃষি উপকরণ ও উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) বিতরণ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্য বিপণনের তদারকি;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তার জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও দাতাসংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
- উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি, চার্টার, প্রটোকল ইত্যাদি বাস্তবায়ন ও তদারকি।

জনবল

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী গ্রেডভিত্তিক জনবল নিম্নরূপ–

ক্র. নং	পদের নাম	গ্রেড নং	জনবল		
			অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	সচিব	গ্রেড-১	০১	০১	–
২.	অতিরিক্ত সচিব	গ্রেড-২	০৩	০৫	-২
৩.	মহাপরিচালক	গ্রেড-৩	০১	০১	–
৪.	যুগ্ম সচিব	গ্রেড-৩	০৪	১১	-৭
৫.	যুগ্ম প্রধান	গ্রেড-৩	০১	০১	–
৬.	উপসচিব	গ্রেড-৫	১২	১৫	-৩
৭.	উপপ্রধান/উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ)	গ্রেড-৫	০৪	০৩	১
৮.	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ	গ্রেড-৫	০১	০১	–
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	গ্রেড-৫	০১	–	০১
১০.	প্রোগ্রামার	গ্রেড-৬	০১	–	০১
১১.	কৃষি অর্থনীতিবিদ	গ্রেড-৬	০১	০১	–
১২.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	গ্রেড-৬/৯	২৯	১০	১৯
১৩.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	গ্রেড-৬/৯	১৩	০৭	০৬
১৪.	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	গ্রেড-৯	০২	০২	–
১৫.	গবেষণা কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	০৩	০৩	০
১৬.	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	০১	০১	–
১৭.	পরিদর্শন কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	০১	০১	–
১৮.	সহকারী প্রোগ্রামার	গ্রেড-৯	০৩	০৩	-
১৯.	মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	গ্রেড-৯	০১	–	০১
২০.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	গ্রেড-৯	০১	০১	–
২১.	লাইব্রেরিয়ান	গ্রেড-৯	০১	০১	-
২২.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	৩১	২৮	০৩
২৩.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	২৫	২২	০৩
২৪.	গবেষণা অনুসন্ধানী	গ্রেড-১০	০৬	০৩	০৩
২৫.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	০১	০১	-
২৬.	প্রটোকল অফিসার	গ্রেড-১০	০১	–	০১
২৭.	হিসাবরক্ষক	গ্রেড-১২	০১	০১	-
২৮.	সরেজমিন তদন্তকারী	গ্রেড-১২	১০	০৭	০৩
২৯.	পরিসংখ্যান সহকারী	গ্রেড-১৩	০২	০২	-
৩০.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	গ্রেড-১৩	২৭	০৯	১৮
৩১.	কম্পিউটার অপারেটর	গ্রেড-১৩	১২	০৪	০৮
৩২.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	গ্রেড-১৬	১৬	০৬	১০
৩৩.	ক্যাটালগার	গ্রেড-১৬	০১	–	০১
৩৪.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	গ্রেড-১৬	০৪	–	০৪
৩৫.	গাড়িচালক	গ্রেড-১৬	০৩	০২	০১
৩৬.	ক্যাশিয়ার	গ্রেড-১৪	০১	–	০১
৩৭.	ক্যাশ সরকার	গ্রেড-১৮	০১	–	০১
৩৮.	ফটোকপি অপারেটর	গ্রেড-১৮	০২	০২	–
৩৯.	দপ্তরি	গ্রেড-১৯	০২	০২	-
৪০.	অফিস সহায়ক	গ্রেড-২০	৫৬	৩১	২৫
	সর্বমোট		২৮৭	১৮৮	৯৯

বিভিন্ন অনুবিভাগের জনবল ও কর্মপরিধি

প্রশাসন ও উপকরণ অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্ম সচিব ৫ জন, উপসচিব ৭ জন, উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ) ১ জন, সহকারী সচিব ২ জন, কৃষি অর্থনীতিবিদ ১ জন, সহকারী প্রোগ্রামার ৩ জন, লাইব্রেরিয়ান ১ জন, গবেষণা কর্মকর্তা ৩ জন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১ জন, পরিদর্শন কর্মকর্তা ১ জন এবং হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- মন্ত্রণালয়ের সাধারণ প্রশাসন;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা;
- প্রটোকল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় সংসদে ভাষণের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় সংসদে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারবিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন;
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সাধন;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ;
- অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনা;
- বার্ষিক ও অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরি;
- সার ও বালাইনাশক সম্পর্কিত আইন, নীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং সংশোধন;
- নতুন সারের মান নির্ধারণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান;
- সার সংগ্রহ, বিপণন, বিতরণ ও মূল্য পরিস্থিতি এবং উৎপাদন মনিটরিং;
- সারের জন্য উন্নয়ন সহায়তা ব্যবস্থাপনা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য প্রণীত কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ছাড়;
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় কার্যাবলি সম্পাদন;
- বিএডিসি এবং বিএমডিএ সংক্রান্ত কার্যাবলি সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড কো-অর্ডিনেশন (পিপিসি) অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্মসচিব ২ জন, উপসচিব ৩ জন, সহকারী সচিব ১ জন এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান ৩ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- জাতীয় কৃষিনীতি ও কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য প্রণয়ন;
- জাতীয় কৃষিনীতির আওতায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
- বীজনীতি এবং নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতিসমূহে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কৃষিবিষয়ক কার্যাবলির সমন্বয় পর্যালোচনা;
- জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত কৃষিবিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং পর্যালোচনায় কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- খাদ্যশস্য, অন্যান্য ফসল এবং উদ্যান ফসলের উৎপাদন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে কৃষিবিষয়ক সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- Paris Consortium এর জন্য কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাসংস্থা দেশ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্য প্রণয়ন;
- কৃষি সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন খাতের নীতিসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয়;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সংশ্লিষ্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত/প্রণীতব্য নীতিমালার ওপর সুপারিশ প্রদান।

সম্প্রসারণ অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্ম সচিব ১ জন, উপসচিব ২ জন ও সিনিয়র সহকারী সচিব ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বিসিএস (কৃষি) ডিএই অংশ, বিসিএস (কৃষি) এসআরডিআই অংশ এবং বিসিএস (কৃষি) বিপণন অংশের ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রশাসনিক/আর্থিক কার্যাদি সম্পাদন;
- ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ, জাতীয় ফল প্রদর্শনী, জাতীয় মৌ মেলা, জাতীয় সবজি মেলা এবং জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা আয়োজনসহ কৃষি বিষয়ক অন্যান্য মেলার আয়োজন;
- জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহীত কৃষিবিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন ফসলের লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্তকরণ
- কৃষিপণ্য রপ্তানিকল্পে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

গবেষণা অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্ম সচিব ১ জন, উপসচিব ৩ জন এবং সহকারী সচিব ১ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (নার্স) ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিচালক, পরিচালক, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্য-পরিচালক নিয়োগ;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ এবং জনবল নিয়োগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম।

নিরীক্ষা অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে অতিরিক্ত সচিব ১ জন, যুগ্ম সচিব ১ জন এবং সহকারী সচিব ৩ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অধীন সব দপ্তর সংস্থার আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির ওপর অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে যুগ্মপ্রধান ১ জন, উপপ্রধান ২ জন ও সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান ৬ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পুনঃমূল্যায়ন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ও সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- জিওবি এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন;
- মাসিক উন্নয়ন প্রকল্প পর্যালোচনা সভা আয়োজন;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের ওপর কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদান;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন, অনুমোদন ও অবমুক্তকরণ ইত্যাদি।

বীজ অনুবিভাগ

জনবল

এ অনুবিভাগে মহাপরিচালক ১ জন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ ১ জন ও সহকারী বীজতত্ত্ববিদ ২ জন কর্মরত রয়েছেন।

কর্মপরিধি

- বীজ সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
- বীজ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা;
- জাতীয় বীজ বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত অবমুক্তকরণ ও অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত নিবন্ধন;
- বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন;
- নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজ আমদানি ও রপ্তানি অনুমোদন;
- বীজ শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউস	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	৩	২২	৪১	-	৬৬
২	গ্রেড ১০	৭	২	৫৩*	৪৩	১০৫
৩	গ্রেড ১১-২০	১৭	-	৭০*	৬৪	১৫১
	মোট	২৭	২৪	১৬৪*	১০৭	৩২২

*একই কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	গ্রেড ১-৯	৫	৪	৩৪	৪৩
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
মোট		৫	৪	৩৪	৪৩

উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৭২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৭২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ১৮০৬.৮৯ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৪৪৮.৩৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৫৮.৫০ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে অর্থ ব্যয় হয়েছে ১৭৭৫.৭৮ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ৯৮.৩০ শতাংশ, এর মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ৯৫.২৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নরূপ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয় (জুন ২০১৯ পর্যন্ত) সংক্রান্ত তথ্য (হিসাব কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ			ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০১৮-১৯	৭২	১৮০৬.৮৯	১৪৪৮.৩৯	৩৫৮.৫০	১৭৭৫.৭৮ (৯৮.৩০%)	১৪৩৪.২৮ (৯৯.০৩%)	৩৪১.৫০ (৯৫.২৬%)

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংস্থাওয়ারি আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের হিসাব জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি (কোটি টাকায়)

ক্র. নং	সংস্থার নাম	বরাদ্দ			অবমুক্ত (বরাদ্দের %)			ব্যয় (বরাদ্দের %)		
		মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ
১.	ডিএই	৭১৩.১০	৪৬৩.৬৩	২৪৯.৪৭	৭০৯.৪৯	৪৬৪.০০	২৪৫.৪৯	৬৯৬.২৮	৪৫৬.৯৯	২৩৯.২৯
					৯৯%	১০০%	৯৮%	৯৮%	৯৯%	৯৬%
২.	বিএডিসি	৫৮০.৬৮	৫৭২.৬৭	৮.০১	৫৮০.৬৮	৫৭২.৬৭	৮.০১	৫৭৭.৯৮	৫৬৯.৯৭	৮.০১
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
৩.	বিএআরআই	৬৩.০০	৬২.৬৭	০.৩৩	৬৩.০০	৬২.৬৭	০.৩৩	৬২.৯৯	৬২.৬৬	০.৩৩
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
৪.	বিএমডিএ	৫১.০৭	৫১.০৭	০.০০	৫১.০৭	৫১.০৭	০.০০	৫১.০৩	৫১.০৩	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
৫.	ডিএএম	১১.৩২	৬.৮২	৪.৫০	১১.৩২	৬.৮২	৪.৫০	৮.৫৫	৬.৪৫	২.১০
					১০০%	১০০%	০%	৭৬%	৯৫%	০%
৬.	বিএআরসি	৭৬.৪৩	০.৯৯	৭৫.৪৪	৭৬.৪৩	০.৯৯	৭৫.৪৪	৭৫.১০	০.৯৬	৭৪.১৪
					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%	৯৭%	৯৮%
৭.	এসআরডিআই	১৮.৬১	১৮.৬১	০.০০	১৮.৬১	১৮.৬১	০.০০	১৮.৫৮	১৮.৫৮	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
৮.	বিজেআরআই	২২.০৮	২২.০৮	০.০০	২২.০৮	২২.০৮	০.০০	২১.৫৩	২১.৫৩	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	৯৮%	৯৮%	০%
৯.	বিএসআরআই	৯.৬৮	৯.৬৮	০.০০	৯.৬৮	৯.৬৮	০.০০	৯.৬৭	৯.৬৭	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
১০.	বিআরআরআই	৭০.০০	৭০.০০	০.০০	৭০.০০	৭০.০০	০.০০	৬৯.৯৯	৬৯.৯৯	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
১১.	এলজিইডি (সহযোগী সংস্থা)	২৩.৫৭	১১.১৫	১২.৪২	২১.৫০	১১.১৫	১০.৩৫	২১.৩১	১০.৯৬	১০.৩৫
					৯১%	১০০%	৮৩%	৯০%	৯৮%	৮৩%
১২.	সিডিবি	১৩.৫৫	১৩.৫৫	০.০০	১৩.৫৫	১৩.৫৫	০.০০	১১.৬৮	১১.৬৮	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	৮৬%	৮৬%	০%
১৩.	বারটান	১১৪.২৮	১১৪.২৮	০.০০	১১৪.২৮	১১৪.২৮	০.০০	১১৪.০৭	১১৪.০৭	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	১০০%	১০০%	০%
১৪.	নাটা	১৪.৮৩	১৪.৮৩	০.০০	১৪.৮৩	১৪.৮৩	০.০০	১৪.৬৩	১৪.৬৩	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	৯৯%	৯৯%	০%
১৫.	এআইএস	১৫.২০	১৫.২০	০.০০	১৫.২০	১৫.২০	০.০০	১৪.৭৩	১৪.৭৩	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	৯৭%	৯৭%	০%
১৬.	এসসিএ	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.৪৯	০.৪৯	০.০০
					১০০%	১০০%	০%	৯৮%	৯৮%	০%
১৭.	অন্যান্য এনএটিপি-পিএমইউ অঙ্গ	৮.৯৯	০.৬৬	৮.৩৩	৭.৮১	০.৫৩	৭.২৮	৭.৬৬	০.৩৮	৭.২৮
					৮৭%	৮০%	৮৭%	৮৫%	৫৮%	৮৭%
সর্বমোট		১৮০৬.৮৯	১৪৪৮.৩৯	৩৫৮.৫০	১৭৯৯.৫৩	১৪৪৮.১৩	৩৫১.৪০	১৭৭৫.৭৮	১৪৩৪.২৮	৩৪১.৫০
					১০০%	১০০%	৯৮%	৯৮.৩০%	৯৯.০৩%	৯৫.২৬%

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা (হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি		জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
কৃষি মন্ত্রণালয় (১টি)							
০১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম ২য় পর্যায় [(এনএটিপি-২) অক্টোবর, ২০১৫-সেপ্টেম্বর, ২০২১)]	১০২৯১৪.০০	২৩৭৬৮.০০	২৩৩৬৮.৭১ (৯৮.৩২%)	-	৪২৪৩৭.২৮ (৪১%)	-
	(ক) পিএমইউ অঙ্গ	৯৯৮৬.০০	৮৯৯.০০	৭৬৫.৭৬ (৮৫.১৮%)	৮৯%	১৪৫৬.৮৭ (১৫%)	২৩%
	(খ) বিএআরসি অঙ্গ	৪০২৭৩.০০	৭৬৪৩.০০	৭৫০৯.৫২ (৯৮.২৫%)	৯৯%	১১৮৫৮.০৯ (৩০%)	৩৯%
	(গ) ডিএই অঙ্গ	৫২৬৫৫.০০	১৫২২৬.০০	১৫০৯৩.৪৩(৯৯.১৩%)	১০০%	২৯১২২.৩২ (৫৫%)	৬০%
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (২৩টি)							
০২	বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারি সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৯) [ডিএই]	১৮৩২০.১৩	৩৪৪৫.০০	৩৩২১.৫১ (৯৬.৪২%)	১০০%	১৮১০১.৪১ (৯৯%)	১০০%
০৩	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০১৯) [লিড এজেন্সি ডিএই]	১৫০৯৯.০০	৩২০২.০০	২৯৮৫.৫৫ (৯৩.২৪%)	-	১২৮৫৩.০১ (৮৫.১২%)	-

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি		জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
	(ক) ডিএই অঙ্গ	৭৫১১.০০	৮৬৮.০০	৮৬২.১৮ (৯৯.৩৩%)	১০০%	৬২৮০.৮৩ (৮৪%)	১০০%
	(খ) এলজিইডি অঙ্গ	৭৫৮৮.০০	২৩৩৪.০০	২১২৩.৩৭ (৯১%)	৯০%	৬৫৭২.১৮ (৯৭%)	৯৭%
০৪	ব্লুগোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প [ডিএই অঙ্গ] (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৩-ডিসেম্বর/২০২০ [ডিএই]	১৬২৭.৭০	২৭০.০০	২৬৭.৫২ (৯৯.০৮%)	১০০%	১৩৯৯.৪০ (৮৬%)	৮৭%
০৫	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০১৯) [ডিএই]	৩৩৯৪৩.৯৬	৭৮২২.০০	৭৭৯৮.৭৮ (৯৯.৭%)	১০০%	৩৩৭৭৮.৬৮ (৯৯.৫১%)	১০০%
০৬	খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(জুলাই/২০১৩ জুন/২০২০) [ডিএই]	৬৮৯৩.০০	১৫৪৩.০০	১৫৩৯.৯০ (৯৯.৮০%)	১০০%	৪৯৪১.৬৬ (৭২%)	৮৫%
০৭	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৩-ডিসেম্বর, ২০১৮) [ডিএই]	৩৫৭৯৯.১৩	৩১৯২.০০	৩১৮৭.১৯ (৯৯.৮৫%)	১০০%	৩৪৩৪২.৩২ (৯৬%)	১০০%
০৮	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই/২০১৪-জুন/২০২০) [লিড এজেন্সি: ডিএই]	১০৭০০.০০	২৪০০.০০	২৩৮৮.১৪ (৯৯.৫১%)	-	৯৭৯৩.৭৪ (৯২%)	-
	ডিএই অঙ্গ	৯৭২৮.০০	২২০০.০০	২১৮৯.০১ (৯৯.৫০%)	১০০%	৯০৪৩.৮৮ (৯৩%)	৯৪%
	বারটান অঙ্গ	৯৭২.০০	২০০.০০	১৯৯.১৩ (৯৯.৫৭%)	১০০%	৭৪৯.৮৬ (৭৭.১৫%)	৭৮%
০৯	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৫-জুন, ২০১৯) [লিড এজেন্সি: ডিএই]	৭৪৭১.৮৩	২২৫৮.০০	২১৬৮.৯৯ (৯৬.০৭%)	-	৭৩৪৪.৭৯ (৯৮.৩০)	
	ডিএই অঙ্গ	৫৫১৯.১০	১৬২৫.০০	১৫৬১.৫৮ (৯৬.০৫%)	১০০%	৫৪১৭.৮০ (৯৯%)	১০০%
	বিএডিসি অঙ্গ	৫৭৭.৭৩	৫৮.০০	৩৫.২৫ (৬১%)	৯০%	৫৫৪.৯৯ (৯৬%)	৯৭%
	ডিএমএ অঙ্গ	১৩৭৫.০০	৫৭৫.০০	৫৭২.১৬ (৯৯.৫৪%)	১০০%	১৩৭২.০০ (৯৯.৭৮%)	১০০%
১০	বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২১) [ডিএই]	২৯৯২৩.০০	৭২৫০.০০	৭১৮১.৩৯ (৯৯.০৫%)	১০০%	২১৫১৯.৪৮ (৭২%)	৭৬%
১১	ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) (১ম সংশোধিত), জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৯ [ডিএই]	৫০৭৭.০০	২৪০০.০০	২৩৯৯.০২ (৯৯.৯৬%)	১০০%	৩৭৭২.৫৯ (৭৪%)	৭৫%
১২	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ জুন, ২০২২) [ডিএই]	১৬৫২৫.৯২	৪৩৩০.০০	৪৩২২.৮৬ (৯৯.৮৪%)	৯০%	৫৭৬১.২২ (৩৫%)	৪০%

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি		জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১৩	সৌরশক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২২) [ডিএই]	৬৫৭০.৩৬	৯৮৭.০০	৯২০.৪৬ (৯৩%)	৯৫%	১১৯১.৫৬ (১৮%)	১৯%
১৪	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ - ডিসেম্বর, ২০২২) [ডিএই]	৩১৪২৯.০০	৭২৬২.০০	৭২৪৭.১৬ (৯৯.৮০%)	১০০%	৭২৪৭.১৬ (২৩%)	২৫%
১৫	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২৩) [ডিএই]	৪৭৯৮.৭৩	৭৬৯.০০	৭৫৭.৫২ (৯৮.৫১%)	১০০%	৭৫৭.৫২ (১৬%)	১৬%
১৬	নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২১) [লিড এজেন্সি ডিএই]	১৮৫৪.৩০	৪৭৫.০০	৪৭৩.২৪ (৯৯.৬৩%)	-	৪৭৩.২৪ (২৫.৫২)	-
	ডিএই অঙ্গ	৯৩০.১৮	২৩০.০০	২২৮.৯০ (৯৯.৫২%)	১০০%	২২৮.৯০ (২৫%)	২৫%
	এসআরডিআই অঙ্গ	৯২৪.১২	২৪৫.০০	২৪৪.৩৪ (৯৯.৭৩%)	১০০%	২৪৪.৩৪ (২৬%)	২৭%
১৭	গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প [লিড এজেন্সি: ডিএই]	৮২৬৪.৯১	৮২৬.০০	৮২৪.১০ (৯৯.৭৭%)	-	৮২৪.১০ (১০%)	-
	ডিএই অঙ্গ	৬৩৪০.৭৯	৬২০.০০	৬১৮.৩০ (৯৯.৭৩%)	১০০%	৬১৮.৩০ (১০%)	১০%
	এসআরডিআই অঙ্গ	১৯২৪.১২	২০৬.০০	২০৫.৮০ (৯৯.৯০)	১০০%	২০৫.৮০ (১১%)	১৫%
১৮	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২০) [ডিএই]	২৩৬০.৯৯	৮০৪.০০	৭৯৩.৬৭ (৯৮.৭২%)	১০০%	৭৯৩.৬৭ (৩৪%)	৩২%
১৯	নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২৩) [ডিএই]	৬৯৪৩.১৭	৬৩০.০০	৬০৩.৩৯ (৯৫.৭৮%)	১০০%	৬০৩.৩৬ (৯%)	৯%
২০	বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২৩) [ডিএই]	১১১৯১.৩০	৬৫৯.০০	৬১৬.৩৩ (৯৩.৫৩%)	১০০%	৬১৬.৩৩ (৬%)	৬%
২১	পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [ডিএই]	১৭২১৩.০০	৫৭৬.০০	৫৬৩.৭৫(৯৭.৮৭%)	৯৯%	৫৬৯.৭৫ (৩%)	৪%
২২	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচার কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৪) [লিড এজেন্সি ডিএই]	৭৮০৩৩.০০	৩৫১৬.০০	২৩৪৪.০১ (৬৬.৬৭%)	-	২৩৪৪.০১ (৩%)	-
	(ক) ডিএই অঙ্গ	২৩৩৪৮.০০	১৭৩৫.০০	৮৩৬.৪৫ (৪৮.২১%)	৮৫%	৮৩৬.৪৫ (৪%)	৪%
	(খ) বিএআরআই অঙ্গ	১৪৫৮.০০	৪৩.০০	৪৩.০০ (১০০%)	১০০%	৪৩.০০ (৩%)	৫%
	(গ) ডিএএম অঙ্গ	২০২১১.০০	৫২৫.০০	২৫৬.৮৪ (৪৮.৯২%)	৫০%	২৫৬.৮৪ (১%)	৫%
	(ঘ) বিএডিসি অঙ্গ	৩৩০১৬.০০	১২১৩.০০	১২০৭.৭২ (৯৯.৫৬%)	১০০%	১২০৭.৭২ (৪%)	৫%

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি		জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
২৩	রংপুর বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮-জুন. ২০২১) [লিড এজেন্সি: ডিএই]	৩২১০২.৮২	২০৫.০০	১৮৭.০৩ (৯১.২৩%)	-	১৮৭.০৩ (৩.৭০%)	
	ডিএই অঙ্গ	১১৩২২.৯২	১৮২.০০	১৭৯.২৫ (৯৮.৪৯%)	১০০%	১৭৯.২৫ (২%)	২%
	এলজিইডি অঙ্গ	২০৭৭৯.৯০	২৩.০০	৭.৭৮ (৩৪%)	৩৫%	৭.৭৮ (০.০৪%)	১%
২৪	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প [ডিএই]		৩৪৮.০০	২৫৩.১৪ (৭২.৭৪%)	৭৩%	২৫৩.১৪ (২%)	৩%
বিএডিসি (২২টি)							
২৫	বিএডিসির বিদ্যমান বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৫-জুন, ২০১৯) [বিএডিসি]	২৩১৮৮.৫৫	৪৪৭২.০০	৪৪২৭.৭৯ (৯৯.০১%)	৯৯%	২৩১২৪.৫৭ (১০০%)	৯৯%
২৬	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০) [বিএডিসি]	৩১১৮০.৬৭	৬৫০০.০০	৬৪৯৮.৭৯ (৯৯.৯৮%)	১০০%	২৫৮৭৩.২৪ (৮৩%)	৮৭%
২৭	ডাল ও তেলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০) [বিএডিসি]	১৫৪৬৪.১৪	৪০০০.০০	৩৯৮৮.৬৪ (৯৯.৭২%)	১০০%	১২৪৬৪.৯৩ (৭৩%)	৮৭%
২৮	বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২২) [বিএডিসি]	১০৩৫৭.৩৫	২৭৯২.০০	২৭৮৩.৯৬ (৯৯.৭১%)	১০০%	৩৩১৪.৪৪ (৩২%)	৩৫%
২৯	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরো চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (জুলাই/১৮-জুন/২৩) [বিএডিসি]	২৮৫.০০	২০৬.০০	২০৫.৯৩ (৯৯.৯৭%)	১০০%	২৭৭.৯০ (৯৮%)	১০০%
৩০	বিএডিসির সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৮-জুন/২৩) [বিএডিসি]	৩৯৬০.০০	২৫১.০০	২৫০.৬৯ (৯৯.৮৮%)	১০০%	২৫০.৬৯ (৭%)	৬%
৩১	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদনে জোনের চুক্তিবদ্ধ, চাষি পুনর্বাসন এর বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সবিধা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প (অক্টোবর/১৮-ডিসেম্বর/২০) [বিএডিসি]	১১৩৪.০০	১৪৮.০০	১৪৭.৯৭ (৯৯.৯৮%)	১০০%	১৪৭.৯৭ (১৩%)	১৩%

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি		জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৩২	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৪-জুন, ২০১৯) [বিএডিসি]	১৫৬৯৩.৪৫	৩৯৭৯.০০	৩৯৫১.১১ (৯৯.২৯%)	১০০%	১৫৬৬৪.৩৪(১০০%)	১০০%
৩৩	বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৫-জুন, ২০১৯) [বিএডিসি]	১০১১৮.০০	২২১৭.০০	২২০৭.৫৯ (৯৯.৫৮)	১০০%	১০১০০.৪৫ (৮৭%)	৯২%
৩৪	ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০) [বিএডিসি]	১৩৫৩৭.২৪	২৮০০.০০	২৭৭৮.৮৪ (৯৯.২৪%)	১০০%	১১৭৭৫.৫৭ (৮৭%)	৯০%
৩৫	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প (৫ম পর্যায়) (জুলাই/ ২০১৫-জুন/ ২০২০) [বিএডিসি]	২৩৬১.৫২	৫৪৩.০০	৫৪২.৬১ (৯৯.৯৩%)	১০০%	১৯৯১.১৯ (৮৪%)	৯০%
৩৬	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০২০) [বিএডিসি]	১৭২০০.০০	২০০০.০০	১৯৯৯.২৫ (৯৯.৯৬%)	১০০%	৮৯৭৯.৫৮ (৫২%)	৬০%
৩৭	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশন প্রকল্প (জুলাই/২০১৭-জুন/২০২১) [বিএডিসি]	৫৪৭৪.৪৯	১৫৫০.০০	১৫৪৫.১১ (৯৯.৬৮%)	১০০%	২৪৪২.৮৩ (৪৫%)	৬০%
৩৮	বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭- জুন, ২০২১) [বিএডিসি]	৮৯৯৩.৯৭	৩৭৩৬.০০	৩৭৩৬.০০ (১০০%)	১০০%	৪৩৫৫.২৩ (৪৮%)	৪৫%
৩৯	বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭জুন, ২০২১) [বিএডিসি]	১২৬৯৭.৫৪	৫০০০.০০	৪৯৯৭.২৩ (৯৯.৯৪%)	১০০%	৫৬৪৫.৫৫ (৪৪%)	৪৬%
৪০	নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৭- ডিসেম্বর, ২০২১) [বিএডিসি]	১৪৩৭০.৬৬	৪৫০৬.০০	৪৫০৫.৭১ (৯৯.৯৯%)	১০০%	৫১৮৯.০০ (৩৬%)	৩৬%
৪১	লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলায় সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ সম্প্রসারণ মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮-জুন/২০২০) [বিএডিসি]	২৫৮৫.৯৫	১০৩৫.০০	১০৩৪.৬৫ (৯৯.৯৭%)	১০০%	১৩০৪.৩৫ (৫০%)	৫০%
৪২	রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২২) [বিএডিসি]	১৪০৭৭.৮৩	৩৬৮৩.০০	৩৬৮৩.০০ (১০০%)	১০০%	৪১০৮.১৬ (২৯%)	৩২%

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি		জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৪৩	ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ জুন, ২০২২) [বিএডিসি]	১৩৯০০.৫০	৪১৬০.০০	৪১৫৫.১৪ (৯৯.৮৮%)	১০০%	৪৫৩৪.৯৪ (৩৩%)	৩৫%
৪৪	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) এর অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৮-জুন/২৩) [বিএডিসি]	১৯৪৮৪.০০	১৭৪১.০০	১৭৪১.০০ (১০০%)	১০০%	১৭৪১.০০ (৯%)	৯%
৪৫	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন (অক্টোবর/১৮-জুন/২৩) [বিএডিসি]	৮২৬৩.০৬	৭৭৮.০০	৭০৫.৩৪ (৯০.৬৭%)	৯৯%	৭০৫.৩৪ (৯%)	১০%
৪৬	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর/১৮-ডিসেম্বর/২২) [বিএডিসি]	১৩৬৭২.৫০	৭০০.০০	৬৬৮.২৪ (৯৫.৪৬%)	১০০%	৬৬৮.২৪ (৫%)	৫%
বারি (০৮টি)							
৪৭	বাংলাদেশ তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল/২০১৬- জুন/২০২১) [বারি]	২৩৬৯.৫৯	২৯৬.০০	২৯৬.০০ (১০০%)	১০০%	২৯৫.৩৮ (১০০%)	১০০%
৪৮	গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই/২০১৫-জুন/২০২০) [বারি]	২৩৩২.৭৫	৩১৫.০০	৩১৫.০০ (১০০%)	১০০%	৩১৫.০০ (১০০%)	১০০%
৪৯	উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প (এপ্রিল/২০১৬-জুন/২০২১) [বারি]	৭০৫৫.৫২	১৪১৯.০০	১৪১৯.০০ (১০০%)	১০০%	১৪১৯.০০ (১০০%)	১০০%
৫০	ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২) [লিড এজেন্সি: বারি]		১৬১৩.০০				
	বারি অঙ্গ	৩৬৫১.৬৫	১১৫১.০০	১১৫১.০০ (১০০%)	১০০%	১১১৯.০০ (৯৭%)	৯৭%
	ডিএই অঙ্গ		৪৬২.০০	৪৬১.৪৫ (৯৯.৮৮%)	১০০%	৭০৮.০৭ (২৭%)	২৭%
৫১	বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২১) [লিড এজেন্সি: বারি]		১১২৪.০০				
	বারি অঙ্গ	২০৮৫.০০	৮২৪.০০	৮২৪.০০ (১০০%)	১০০%	৮২৪.০০ (১০০%)	১০০%
	ডিএই অঙ্গ	৯০৪.০০	২৫৭.০০	২৫২.৭৫ (৯৮.৩৫%)	১০০%	৩১৭.৫৩(৩৫%)	৩৬%

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি		জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৫২	বাংলাদেশে মসলাজাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ জুন, ২০২২) [বিএআরআই]	৯৪০০.০০	২০৮০.০০	২০৮০.০০ (১০০%)	১০০%	২১৫৫.০০ (২৩%)	২৫%
৫৩	গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআইয়ের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০১৮-জুন/২০২৩) [বারি]	১৫৭০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০ (১০০%)	১০০%	১৩০.০০ (৮%)	১০০%
৫৪	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ (জুলাই/১৮-জুন/২৩) [বারি]	৩৭২৭.৫২	৪২.০০	৪২.০০ (১০০%)	১০০%	৪২.০০ (১১%)	১০০%
ব্রি (০১টি)							
৫৫	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৬-জুন, ২০২০) [ব্রি]	২৪০৮৫.০০	৭০০০.০০	৬৯৯৯.৪৫ (৯৯.৯৯%)	১০০%	১৬৯৯২.২৭ (৭১%)	৭৭%
বিজেআরআই (০৩টি)							
৫৬	পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর/২০১০-জুন/২০১৯) [বিজেআরআই]	১১৮২০.০০	৭১৫.০০	৬৮০.৮২ (৯৫.২২%)	৯৮%	১১৪৪২.৮১২ (৯৭%)	১০০%
৫৭	বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ (অক্টোবর, ২০১৭-জুন, ২০২১ [বিজেআরআই]	২০৭৯.০০	১০৬০.০০	১০৩৯.৪৫ (৯৮.০৪%)	৯৯%	১০৫৪.৩৯ (৫১%)	৫৫%
৫৮	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/১৮-জুন/২১) [বিজেআরআই]	৩১০৫.০০	৪৩৩.০০	৪৩০.৩৯ (৯৯.৪০%)	১০০%	৪৩০.৩৯ (১৪%)	২০%
বারটান (০১টি)							
৫৯	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৩-জুন, ২০২০) [বারটান]	৩৫৪১২.৪৮	১১২২৮.০০	১১২০৭.০০ (৯৯.৮১%)	১০০%	২৬১৯৯.৮৬(৭৪%)	৮২%
এসআরডিআই (০১টি)							
৬০	মৃত্তিকা গবেষণা ও গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (এসআরএসআ-রএফ) (জানুয়ারি, ২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২২) [এসআরডিআই]	৬৩০৮.০০	১৪১০.০০	১৪০৮.৩২ (৯৯.৮৮%)	১০০%	২৭১৬.৬৩ (৪৩%)	৫৫%

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি		জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
বিএসআরআই (০১টি)							
৬১	বিএসআরআই এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (বিশেষ সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন,২০২০) [বিএসআরআই]	৬৬৮২.২৬	৯৬৮.০০	৯৬৭.৬১ (৯৯.৯৬%)	১০০%	৫৩৫৪.৪৪ (৮০%)	৮৫%
কৃষি তথ্য সার্ভিস (০১টি)							
৬২	কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি, ২০১৮-জুন, ২০২০) [এআইএস]	৬৮৭১.০০	১৫২০.০০	১৪৭৩.৩০ (৯৬.৯৩%)	১০০%	১৪৮৫.৩০ (২২%)	২৮%
বিএমডিএ (০৫টি)							
৬৩	শস্য উৎপাদনে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০) [বিএমডিএ]	১০৪৬.০০	২৩৮.০০	২৩৭.৭০ (৯৯.৮৭%)	১০০%	৯৯৭.৫০ (৯৫.৩৬)	৯৬%
৬৪	নওগাঁ জেলায় ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৫-জুন/২০১৯) [বিএমডিএ]	৭৯১৩.০০	১২৯৭.০০	১২৯৪.৬৯ (১০০%)	৯৯.৮২%	৭৮৯৪.৬০ (১০০%)	১০০%
৬৫	ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ জুন, ২০১৯) [বিএমডিএ]	১৩৬১৬.০০	১৮৪৭.০০	১৮৪৫.৫৪ (৯৯.৯২%)	১০০%	১৩৫১০.৫২ (৯৯%)	১০০%
৬৬	বরেন্দ্র এলাকায় পাতকুয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০)	৪৭৪৪.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০ (১০০%)	১০০%	২৯৪৬.১৫ (৫৫%)	৬২%
৬৭	রাজশাহী বিভাগের বাঘ, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা এবং ভূউপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্প (অক্টোবর/১৮-ডিসেম্বর/২০) [বিএমডিএ]	২৫৬১.০০	৪২৫.০০	৪২৫.০০ (১০০%)	১০০%	৪২৫.০০ (১৭%)	১৭%
তুলা উন্নয়ন বোর্ড (০১টি)							
৬৮	সম্প্রসারিত তুলা চাষ (ফেজ-১) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪-জুন, ২০১৯) [সিডিবি] (মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত)	১২০৭৫.০০	১৩৫৫.০০	১১৬৭.৯৫ (৮৬.২০%)	৯৭%	৮২২৭.৩৮ (৬৮%)	৮৬%
নাটা (০১টি)							
৬৯	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ (অক্টোবর, ২০১৫- জুন, ২০২০) [নাটা]	৪৮২৭.০০	১৪৮৩.০০	১৪৬৩.৫৯ (৯৮.৭০%)	৯৯%	৩০৯৪.০৩ (৬৪%)	৭৫%

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি		জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (০১টি)							
৭০	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ (জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩) [এসসিএ]	৭৮৩৮.০০	৫০.০০	৪৮.৫০ (৯৭.০০%)	১০০%	৪৮.৫০ (০.৬২%)	১৫%
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (০১টি)							
৭১	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহণ সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/১৮-জুন/২১) [ডিএএম]	৪৯৮৯.০০	৩২.০০	২৬.০০ (৮১%)	৮১.২৫%	২৬.০০ (০.৫২%)	২%
ডিএই (অন্য মন্ত্রণালয়ের অঙ্গ প্রকল্প) (০১টি)							
৭২	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬- জুন, ২০২১) [ডিএই]	১১৯১৮.০৮	৫৬১৮.০০	৫৫৭১.৩৬ (৯৯.১৭%)	১০০%	৬৩২৮.১৪ (৫৩%)	৬০%

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সমাপ্ত প্রকল্প তালিকা

সেক্টর: কৃষি, সাব সেক্টর: ফসল+সেচ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারি সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই'২০১২ - জুন'২০১৯) (ফসল)	কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর
২	বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৩- জুন, ২০১৯) (ফসল)	
	(ক) ডিএই অঙ্গ	
	(খ) এলজিইডি অঙ্গ	
৩	খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি-২য় পর্যায় প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই/ ২০১৩ জুন/ ২০১৯) (ফসল)	
৪	সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অঙ্গ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি (১ম সংশোধিত) (জলাই, ২০১৩-ডিসেম্বর, ২০১৮) (ফসল)	
৫	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (মার্চ ২০১৫/ জুন, ২০১৯ (ফসল)	
	(ক) ডিএই অঙ্গ	
	(খ) বিএডিসি অঙ্গ	
	(গ) ডিএএম অঙ্গ	
৬.	সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৪-জুন, ২০১৯) (সেচ)	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)
৭.	চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরো চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (মার্চ, ২০১৮ হতে নভেম্বর, ২০১৮) (ফসল)	
৮.	ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০১৯) (সেচ)	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)
৯.	নওগাঁ জেলায় ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প। (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) (সেচ)	

২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের তালিকা

নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	টাকা	টাকাংশ	
১।	নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২০)	কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	২৩৬১.০০	২৩৬১.০০	-	বাংলাদেশ সরকার
২।	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)		৪৭৯৯.০০	৪৭৯৯.০০	-	
৩।	নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) শীর্ষক প্রকল্প (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২১)		১৮৫৪.০০	১৮৫৪.০০	-	
	ক) ডিএই অঙ্গ		৯৩০.০০	৯৩০.০০	-	
	খ) এসআরডিআই) অঙ্গ		৯২৪.০০	৯২৪.০০	-	
৪।	বরিশাল,পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা,মাদারীপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)		১১১৯১.০০	১১১৯১.০০	-	
৫।	নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)		৬৯৪৩.০০	৬৯৪৩.০০	-	
৬।	গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)		৮২৬৬.০০	৮২৬৬.০০	-	
	ক) ডিএই অঙ্গ		৬৩৪২.০০	৬৩৪২.০০	-	
	খ) এসআরডিআই) অঙ্গ		১৯২৪.০০	১৯২৪.০০	-	
৭।	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৪)		৭৮০৩৩.০০	২৩৫১৩.০০	৫৪৫২০.০০	বাংলাদেশ সরকার ও ইফাদ
	ক) ডিএই অঙ্গ		২৩৩৪৮.০০	৭৬৯৯.০০	১৫৬৪৯.০০	
	খ) বিএডিসি অঙ্গ		৩৩০১৬.০০	১০৭৫৯.০০	২২২৫৭.০০	
	গ) বারি অঙ্গ		১৪৫৮.০০	৪২৭.০০	১০৩১.০০	
	ঘ) ডিএএম অঙ্গ		২০২১১.০০	৪৬২৮.০০	১৫৫৮৩.০০	
৮।	পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন শীর্ষক প্রকল্প। (০১-১০-২০১৮ হতে ৩১-১২-২০২২)		১৭২১৩.০০	১৭২১৩.০০	-	বাংলাদেশ সরকার
৯।	রংপুর বিভাগ ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)	কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর (ডিএই)	৩২১২২.০০	৬২২৬.০০	২৫৮৯৬.০০	বাংলাদেশ সরকার ও আইডিবি
	ক) ডিএই অঙ্গ		১১৩২৩.০০	২৫৪৮.০০	৮৭৭৫.০০	
	খ) এলজিইডি অঙ্গ		২০৭৯৯.০০	৩৬৭৮.০০	১৭১২১.০০	
১০।	লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)		১২৬৪৪.০০	১২৬৪৪.০০	-	বাংলাদেশ সরকার
১১।	প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)		২৬৯৫৬.০০	২৬৯৫৬.০০	-	

১২।	কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)		১৫৬৩২.০০	১৫৬৩২.০০	-	
১৩।	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২১)		১১৭৫৭.০০	১১৭৫৭.০০	-	
১৪।	বিএডিসির সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)	৩৯৬০.০০	৩৯৬০.০০	-	বাংলাদেশ সরকার
১৫।	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজআলু সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রকল্প। (০১-১০-২০১৮ হতে ৩১-১২-২০২০)		১১৩৪.০০	১১৩৪.০০	-	
১৬।	বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (০১-১০-২০১৮ হতে ৩১-১২-২০২২)		১৩৬৭৩.০০	১৩৬৭৩.০০	-	
১৭।	সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (০১-১০-২০১৮ হতে ৩১-১২-২০২৩)		৮২৬৩.০০	৮২৬৩.০০	-	
১৮।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)		১৯৪৮৪.০০	১৯৪৮৪.০০	-	
১৯।	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২১)	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআর-আই)	৩১০৫.০০	৩১০৫.০০	-	বাংলাদেশ সরকার
২০।	গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)	১৫৭০০.০০	১৫৭০০.০০	-	
২১।	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প (জুলাই-২০১৮ - জুন/২০২৩)		৩৭২৭.০০	৩৭২৭.০০	-	
২২।	রাজশাহী জেলার বাঘা, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূউপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প। (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০20)	বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)	২৫৬১.০০	২৫৬১.০০	-	
২৩।	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৩)	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (এসসিএ)	৭৮৩৮.০০	৭৮৩৮.০০	-	
২৪।	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)	৪৯৮৯.০০	৪৯৮৯.০০	-	

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়

বিবরণ	২০১৮-১৯ (অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়)		
	সংশোধিত বাজেট	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার
১	২	৩	৪
ক. সচিবালয়			
১. মোট সাধারণ কার্যক্রম	২৯৪৬.৯৬	২০৭৮.৪০	৭০.৫৩
২. বিশেষ কার্যক্রম			
কৃষি ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা	৮০০০০০.০০	৭৬৯৩৪৭.৮৪	৯৬.১৭
কৃষি গবেষণা কর্মসূচি	১২০০.০০	১২০০.০০	১০০.০০
কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা	১২০০০.০০	১১৯৯৯.৬৬	১০০.০০
পরীক্ষা ব্যয় ব্যবস্থাপনা	২৩৭.০৬	২৯২.৭১	১২৩.৪৮
উন্নয়ন মেলা	৫০.০০	৪৬.৭০	৯৩.৪০
প্রদর্শনী এবং অ্যাডপশন	৬০০০.০০	৬০০০.০০	১০০.০০
কৃষি মেলা ও প্রদর্শনী	৫৫০.০০	৫৩৬.৪৮	৯৭.৫৪
মোট বিশেষ কার্যক্রম	৮২০০৩৭.০৬	৭৮৯৪২৩.৩৯	৯৬.২৭
৩.সহায়তা কার্যক্রম			
খ.স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান			
১.বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন	৫৪৭৬৫.২৭	৫৪৫৭১.৩৬	৯৯.৬৫
২. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	২৫৩২০.৬৯	২৫২২৪.৩৪	৯৯.৬২
৩. বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩১১৯.৭৩	৩১১৮.২৩	৯৯.৯৫
৪. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	৪৫১২.৬৫	৪৬১১.৩৩	১০২.১৯
৫. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	২৮৭৮.০৫	২৭৩৯.০৯	৯৫.১৭
৬. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০৫৭৬.৬৬	১০৫৫৪.১৬	৯৯.৭৯
৭. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৪১৫৭.৫০	৩৮৪৫.৫০	৯২.৫০
৮. বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৬২২.৮০	১৩৪২.৯১	৮২.৭৫
৯.বারটান	১৫৫৮.০১	১২৬১.৫৩	৮০.৯৭
১০. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	২০৯.৯০	১৩৫.০৪	৬৪.৩৪
মোট সহায়তা কার্যক্রম	১০৮৭২১.২৬	১০৭২৬৮.৪৫	৯৮.৬৬
সর্বমোট সচিবালয়	৯৩১৭০৫.২৮	৮৯৮৭৭০.২৪	৯৬.৪৭
গ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর			
১. প্রধান কার্যালয়			
১.১ সাধারণ কার্যক্রম	৭৯২২.৪৯	৬১৭২.৪৬	৭৭.৯১
১.২ বিশেষ কার্যক্রম (পরীক্ষা ব্যয় ব্যবস্থাপনা)	৩০১.৮০	৩০১.০০	৯৯.৭৩
মোট প্রধান কার্যালয়	৮২২৪.২৯	৬১৭২.৪৬	৭৫.০৫
২. অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়সমূহ	১৯১১.২১	১৫৬৮.৬২	৮২.০৭
৩. উপপরিচালকের কার্যালয়সমূহ	৮১৬৮.৫৭	৬৯৯২.৬৪	৮৫.৬০
৪. উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়সমূহ	১০৫৩৩২.৮৪	৮৯৭৫৯.৩৪	৮৫.২১
৫. মেট্রোপলিটন থানা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ	১৪০২.৭৯	১২৪৮.০২	৮৮.৯৭

বিবরণ	২০১৮-১৯ (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)		
	সংশোধিত বাজেট	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার
১	২	৩	৪
৬. হর্টিকালচার সেন্টারসমূহ	৮৪৮৯.৬৮	৫৮৯০.৭৯	৬৯.৩৯
৭. উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধক কেন্দ্রসমূহ	১৬৬১.০৭	১০৪৪.৮৮	৬২.৯০
৮. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ	৪২৯০.৮৪	৩৫৫৫.০১	৮২.৮৫
মোট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৩৯৪৮১.২৯	১১৬২৩১.৭৬	৮৩.৩৩
ঘ. বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি			
১. প্রধান কার্যালয়			
১.১ সাধারণ কার্যক্রম	৯৭৪.০৪	৯৭৪.৭৮	১০০.০৮
১.২ বিশেষ কার্যক্রম (পরীক্ষা ব্যয় ব্যবস্থাপনা)	১৫.০০	১.৮৫	১২.৩৫
মোট প্রধান কার্যালয়	৯৮৯.০৪	৯৭৬.৬৪	৯৮.৭৫
২. আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও ৩. বীজ পরীক্ষাগারসমূহ	৩৭১.৪৫	৩৫৪.৭৮	৯৫.৫১
৪. জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসসমূহ	১৫০৫.৪৬	১৫১৫.০৭	১০০.৬৪
মোট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	২৮৬৫.৯৫	২৮৪৬.৪৯	৯৯.৩২
ঙ. তুলা উন্নয়ন বোর্ড			
১.০ তুলা উন্নয়ন বোর্ড			
১.১ সাধারণ কার্যক্রম	৫০৮.৮১	৪৮৬.৪৩	৯৫.৬০
১.২ বিশেষ কার্যক্রম (পরীক্ষা ব্যয় ব্যবস্থাপনা)	১১২.৩৫	১১২.৩৪	৯৯.৯৯
মোট তুলা উন্নয়ন বোর্ড (প্রধান কার্যালয়)	৬২১.১৬	৫৯৮.৭৭	৯৬.৪০
২. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	৩০৮.৮৪	২৪৫.১৪	৭৯.৩৭
৩. জোনাল কার্যালয়	২৭৯৩.১৩	২৪২৫.১৬	৮৬.৮৩
৪. তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামারসমূহ	১২১০.৬৫	৯৪৭.২০	৭৮.২৪
মোট তুলা উন্নয়ন বোর্ড	৪৯৩৩.৭৮	৪২১৬.২৭	৮৫.৪৬
চ. কৃষি তথ্য সার্ভিস			
১.০ প্রধান কার্যালয়			
১.১ সাধারণ কার্যক্রম	১৪০১.১৭	১৩১৭.২৪	৯৪.০১
১.২ বিশেষ কার্যক্রম (পরীক্ষা ব্যয় ব্যবস্থাপনা)	১৪.০০	০.০০	০.০০
মোট প্রধান কার্যালয়	১৪১৫.১৭	১৩১৭.২৪	৯৩.০৮
২. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	৫৬৯.৮১	৫৩৬.৪৫	৯৪.১৫
মোট কৃষি তথ্য সার্ভিস	১৯৮৪.৯৮	১৮৫৩.৬৯	৯৩.৩৯
ছ. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর			
১. প্রধান কার্যালয়	৭২২.১৬	৭১১.৪৬	৯৮.৫২
২. বিভাগীয় কৃষি বিপণন কার্যালয়সমূহ	৪২৪.৭৭	৩৮৭.৩৪	৯১.১৯
৩. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	১৭৫.৩৪	১৬৭.৯১	৯৫.৭৬
৪. জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহ	১২১৯.৭৪	১২০৩.৬৩	৯৮.৬৮
৫. উপজেলা মার্কেটিং অফিসসমূহ	৩০.৩৫	২৬.৯৬	৮৮.৮৪

বিবরণ	২০১৮-১৯ (অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়)		
	সংশোধিত বাজেট	৪র্থ প্রান্তিক পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার
১	২	৩	৪
৬. আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ	৩২.৪৬	২৯.৭২	৯১.৫৬
মোট কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	২৬০৪.৮২	২৫২৭.০২	৯৭.০১
জ. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট			
১. প্রধান কার্যালয়	১৭৪০.৮৫	১৫২৪.৪৮	৮৭.৫৭
২. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	৪৮৬.৩০	৪৫৭.৬১	৯৪.১০
৩. জেলা কার্যালয়সমূহ	৭৫০.৪৫	৭৩৫.০৯	৯৭.৯৫
৪. কেন্দ্রীয় গবেষণাগারসমূহ	১৫২.৭৮	১৫১.০৪	৯৮.৮৬
৫. আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহ	৯৬৪.০৯	৯৪২.৫৪	৯৭.৭৬
মোট মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	৪০৯৪.৪৭	৩৮১০.৭৬	৯৩.০৭
ঝ. মোট জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	১০০৩.৭৮	৮৩৬.৬২	৮৩.৩৫
মোট দপ্তর	১৫৬৯৬৯.০৭	১৩২৩২২.৬১	৮৪.৩০
সর্বমোট কৃষি মন্ত্রণালয় (নিজস্ব আয় ব্যতীত)	১০৮৮৬৭৪.৩৫	১০৩১০৯২.৮৫	৯৪.৭১

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি

ক্র: নং	দপ্তর/সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরের উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯ (৫-৮)
১.	কৃষি মন্ত্রণালয় (সচিবালয় অংশ)	৪	৪	৮	২০.৩১৫৮	৬	০	৮
২.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন	৯০৯০	৩১১	৯৪০১	৩৫৭৫২২.১২	৮৮৫৭	৫৮৫	৮৮১৬
৩.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	৮৯৬	১৭২	১০৬৮	১৫৬৬৩.০০	৮৩৯	১৫৩	৯১৫
৪.	বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯	১৩	৩২	৭৫৩.৪৬	৩২	৩	২৯
৫.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	৬০	০	৬০	২০৩৪.৯৭	৬০	৩০	৩০
৬.	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯	২৩	৪২	৯৬৪.৮৫	৪২	২৬	১৬
৭.	বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৩৬	১৫	৫১	৪০৮.৭৮	৫১	১২	৩৯
৮.	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৩	৭	২০	৪১০.৭৫	২০	৩	১৭
৯.	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	১২	২১	৩৩	১৬৩৭.১৬	৩৩	৯	২৪
১০.	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল	১৬	০	১৬	৭৪.৫০	১৬	১	১৫
১১.	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১২	৭	১৯	৮৭৭.২৮	১৯	৪	১৫
১২.	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	১৩	০	১৩	৫৪.৮৮	১৩	৫	৮
১৩.	কৃষি তথ্য সার্ভিস	৯	১৩	২২	৭৭১.৩৯	১১	৪	১৮
১৪.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	২০	০	২০	৮৬.১৭	২০	০	২০
১৫.	বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	৩২৪	০	৩২৪	৩৭৬৮২.৪০	৩২৪	১২৭	১৯৭
১৬.	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)	৬	২৬	৩২	১৯.৭৮	৩২	০	৩২
১৭.	হর্টেক্স ফাউন্ডেশন	৩	০	৩	৫.১০	৩	০	৩
১৮.	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট	৮	২৩	৩১	১০৮৫.৬৭	২৭	২	২৯
১৯.	জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	১	০	১	০.০০৯৮	১	০	১
	মোট	১০৫৬১	৬৩৫	১১১৯৬	৪২০০৭২.৫৮৫৬	১০৪০৬	৯৬৪	১০২৩২

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও মজুদ তথ্য

ক্র : নং	সারের নাম	উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	আমদানি (লক্ষ মে.টন)	বিক্রয়/ব্যবহার (লক্ষ মে.টন)	সমাপনী মজুদ লক্ষ মে.টন)
১	ইউরিয়া	৭.৮৩	২০.৪৫	২৫.৯৪	৯.৯৫
২	টিএসপি	০.৯৭	৫.৮৪	৭.৮১	২.৩০
৩	ডিএপি	০.২৪	৮.০৩	৭.৬৩	২.৮৪
৪	এমওপি		৭.৯৩	৭.২৪	২.৭১

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কার্যক্রম

বিবরণ	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	জেলার সংখ্যা	উপকারভোগী কৃষক সংখ্যা
চলতি রোপা আমন/২০১৮-১৯ মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা তৈরি, নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজ বিতরণ এবং নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজতলা তৈরি, চারা উত্তোলন ও বিতরণের নিমিত্ত অর্থ ছাড়ের মঞ্জুরি।	১০৭.২১২৫০	৪৬	৬,১০৫
খরিফ-২/২০১৮-১৯ মৌসুমে মাসকলাই, রবি/২০১৮-১৯ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, চীনাবাদাম, ফেলন, খেসারি, বিটি বেগুন, বোরো, শীতকালীন মুগ ও পরবর্তী খরিফ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীণ মুগ ও গ্রীষ্মকালীণ তিল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার (ডিএপি ও এমওপি) সরবরাহ করার জন্য কৃষি প্রণোদনা প্রদানে অর্থ ছাড়ের মঞ্জুরি।	৭৯৯৯.৮২৪৯৫	৬১	৭,২২,৪৭০
২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা ও পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক সরবরাহকৃত মাষকলাই ও গম বীজের বকেয়া মূল্য বাবদ ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনের মঞ্জুরি	১৩৭.৬৫০০০	২৪	-
উফশী আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাবদ অর্থ ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলন সংক্রান্ত	৩৭৫৫.৩০৭৫০	৬৪	৪,২৯,১৭৮
মোট =	১১৯৯৯.৯৯৪৯৫	-	-

২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য মেলা

- ২৪-২৬ জানুয়ারি ২০১৯ মেয়াদে কেআইবি কমপ্লেক্সে জাতীয় সবজি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৫-২৭ এপ্রিল ২০১৯ মেয়াদে কেআইবি কমপ্লেক্সে জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
- ১০-১২ মার্চ ২০১৯ মেয়াদে আ. কা. মু গিয়াস উদ্দিন মিল্কী অডিটোরিয়ামে জাতীয় মৌ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৬-১৮ অক্টোবর ২০১৮ মেয়াদে বিশ্বখাদ্য দিবস পালনের পাশাপাশি আ. কা. মু গিয়াস উদ্দিন মিল্কী অডিটোরিয়ামে জাতীয় খাদ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রণীত আইন, বিধি ও নীতিমালা

১। বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮
২। কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮
৩। সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০১৮
৪। উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯
৫। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন আইন, ২০১৮

৬। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮
৭। কৃষি কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯
৮। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৮
৯। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮
১০। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৯
১১। জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৮। জাতীয় কৃষিনীতি-২০১৮-এর মূল লক্ষ্য হলো নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি এবং টেকসই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন।

মহান জাতীয় সংসদের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরিত আইন

১। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৯

বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়নের চলমান কার্যক্রম

১। বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১৯
২। বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) বিধিমালা, ২০১৯
৩। সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) বিধিমালা, ২০১৯
৪। বীজ বিধিমালা, ২০১৯
৫। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৯।
৬। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৯।
৭। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৯।
৮। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৯।
৯। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৯
১০। জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০১৯
১১। সার পরিদর্শন ম্যানুয়েল
১২। ম্যানুয়েল ফর ফার্টিলাইজার এনালাইসিস
১৩। 'জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা-২০১৯' চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান;

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নীতি সংশ্লিষ্ট সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

(১) 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচন নীতিমালা, ২০১৯' চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান;
(২) হাওড় অঞ্চলে কৃষি বীমা চালুকরণের বিষয়ে পর্যালোচনা ব্রিফ প্রণয়ন;
(৩) বায়োসেফটি বিষয়ে ২৪টি প্রতিবেদন বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
(৪) গোল্ডেন রাইস, জিংক সমৃদ্ধ রাইচ, বিটি বেগুন প্রভৃতি বায়োটেক বিষয়ে জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠান/অনুমোদন/প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চলমান;
(৫) বায়োটেকনোলজি অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৮ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চলমান;
(৬) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমের তালিকা প্রণয়ন চলমান;
(৭) কৃষি ঋণ কৃষকের দোরগোড়ায় সম্প্রসারণের জন্য পর্যালোচনা ব্রিফ প্রণয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;
(৮) কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরিতব্য প্রস্তাবনা প্রণয়ন চলমান;
(৯) কৃষি খাতের কর্মসূচি সম্পর্কে একটি অবস্থানপত্র (status paper) প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান; এবং
(১০) কৃষি ক্ষেত্রে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বিষয়ে অবস্থানপত্র (status paper) প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।
(১১) জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা (২০১৬-২০২৫) বাস্তবায়ন।
(১২) কৃষক পর্যায়ে ধান-চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান সংগ্রহ/প্রক্রিয়াকরণ, মিলারদের মাধ্যমে ক্রাশিং ও সংরক্ষণ এবং চাল রপ্তানির বিষয়ে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

- ২২-১০-২০১৮ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মরত কৃষি ডিপ্লোমাধারী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমান পদের বেতন গ্রেড-১১ থেকে গ্রেড-১০ এ উন্নীতকরণ করা হয়।

-১৫০টি পিকআপ ১৫০টি উপজেলা কৃষি অফিসে ব্যবহারের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের টিওন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়।

- কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলে অন্তর্ভুক্তকরণ

- নবসৃষ্ট প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ময়মনসিংহ বিভাগে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ৮টি নতুন পদ সৃজন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় এ আইনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে মন্ত্রণালয়ে ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সচিবালয়ে ৫০ (পঞ্চাশ) জন ব্যক্তি তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তন্মধ্যে ৪৮ (আটচল্লিশ) জনকে তথ্য দেওয়া হয়েছে এবং ০২ জনকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্যপত্র দেয়া হলেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করেননি। এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে ০১ (এক) জন ব্যক্তি আপিল আবেদন করেন। তার আপিল আবেদনটি আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খারিজ হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত

মন্ত্রণালয়ের এবং দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকাণ্ডে পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও ফরম্যাট অনুসারে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার উপকমিটি এবং দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত নৈতিকতা কমিটি জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। একইভাবে দপ্তর/সংস্থা জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার ৩৯টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৩৯টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরেরর (জুলাই/১৮-জুন/১৯) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা, শুদ্ধাচার উপকমিটি ও নৈতিকতা কমিটি এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ে মোট ১২টি অভিযোগ দাখিল হয়েছিল। এর মধ্যে ১২টি অভিযোগই অনলাইনে দাখিল করা হয়, কোন অভিযোগই দরখাস্তের মাধ্যমে করা হয়নি। দাখিলকৃত ১২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করে অভিযোগকারীদের অবহিত করা হয়েছে।

ইনোভেশন উদ্যোগ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা উদ্ভাবিত ইনোভেশন উদ্যোগসমূহের মধ্যে ৩টি উদ্যোগকে বাছাই করে দেশব্যাপী ব্যবহার করা হচ্ছে। এ উদ্যোগসমূহ হচ্ছেঃ

-কৃষকের জানালা;

-কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা;

-বালাইনাশক নির্দেশিকা।

তাছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরও ৪টি উদ্যোগ বাছাই করে দেশব্যাপী ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

- বীজতুলা বিক্রয়ে ই-সেবা;

- পোকা দমনে পরিবেশবান্ধব ইয়েলো স্টিকি কার্ডের ব্যবহার;

- নগর কৃষি;

- ডিজিটাল কৃষি ক্যালেন্ডার।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় উল্লেখযোগ্য অর্জন

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ৮০ জন কর্মকর্তা খাদ্য নিরাপত্তা, সীড সিস্টেম, ভ্যালু এডিসন, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, টেকসই কৃষি, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কৃষি হেরিটেজ সিস্টেম, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, আইপিএম, উপকূলীয়

কৃষি, হাইব্রিড ফসল উৎপাদন, কৃষি শুমারি, জেনেটিক রিসোর্স, পিআইএস, জলবায়ুর পরিবর্তন, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা প্রভৃতি বিষয়ের উপর সভা/সম্মেলন/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/সিম্পোজিয়াম/ভ্রমণ/সেশনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের জ্ঞান দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও কৃষি ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক প্রায় ২৫টি মতামত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়সহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বছরে সম্পাদিত/স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- Extension of CABI Plant wise Partnership Agreement বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) CAB International, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।

- FAO এর সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মধ্যে মোট দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ভুটান এবং ব্রুনাই সাথে কৃষিক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

- ১৮-২০ নভেম্বর ২০১৮ আম্মান, জর্ডান-এ Joint Agricultural Working Group (JAWG) এর এক সভায় বাংলাদেশ-জর্ডানের মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতা Asian Food & Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) এর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষি বিজ্ঞানীদের সক্ষমতা অর্জন/মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

- ২৪-২৭ জুন ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশে ৪র্থ সার্ক কৃষিমন্ত্রী পর্যায়ের সভা, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সভা, 'কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন' বিষয়ক কারিগরি কমিটির (TC-ARD) সভা এবং মাল্টিস্টেকহোল্ডার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, সচিবসহ ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনের মাধ্যমে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট Thimpu Statement on Agriculture and Rural Development-এর বিষয়ে সদস্য দেশগুলো একমত হয়েছে।

- ২৮-৩০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি. ইন্দোনেশিয়ায় UN-ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) এর আওতায় ১৯টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বর্ণিত কর্মসূচির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে।

- বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া সমঝোতা স্মারকের আলোকে কম্বোডিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, কমিটি গঠন ও নীতিমালার চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নের প্রক্রিয়া চলমান।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম নিয়মিত অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) গৃহীত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে এর বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজিস) এর বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাকে অবহিত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট গোল-২ (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) এর টার্গেট ২.১, ২.৩, ২.৪, ২.৫, ২.ক এবং ৬.৪ অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে একটি কমর্পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (M & E Framework) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম কর্তৃক প্রণীত এসডিজি ট্র্যাকার সিস্টেমে ডাটা প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা হতে তথ্যাদি নিয়মিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

০২। 'সমৃদ্ধ কৃষির অগ্রযাত্রায় সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং এসডিজি বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে;

০৩। দেশের চরম দারিদ্র্য, উচ্চ অপুষ্টির হার বিদ্যমান এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চরম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে কৃষি কার্যক্রম সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

০৪। জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন সংক্রান্ত কার্যাবলী এবং Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)এর বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

০৫। 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫ (সংশোধিত)', 'পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ (সংশোধনী), 'জাতীয় বন নীতি-২০১৬ (খসড়া)'এর বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রদান করা হয়েছে;

০৬। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ০২টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত

মন্ত্রণালয়ের কর্মসম্পদন ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ফলাফল অর্জনে কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি করা হয়ে থাকে। গত ০৪ জুলাই ২০১৮ খ্রি. তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এছাড়া গত ১২ জুন ২০১৮ খ্রি. তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যে

২৯টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৫২টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। এছাড়া চুক্তি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে ২২টি কার্যক্রমের বিপরীতে ৪০টি কর্মসম্পাদন সূচক ছিল। বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকসমূহের বিপরীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের (জুলাই/১৮-জুন/১৯) অর্জন মূল্যায়ন করে যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এপিএ প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করছে। দপ্তর/সংস্থা এপিএ টিম ও বিশেষজ্ঞ পুল এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন। ফলশ্রুতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়কে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননাপত্র প্রদান করেছে।

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ তে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৫০টি জেলায় পুরস্কার অর্জন

সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪-৬ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলায় কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর/সংস্থা একযোগে অংশগ্রহণ করে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্টলসমূহ ৬৪ জেলার মধ্যে ৫০টি জেলায় পুরস্কৃত হয়। তন্মধ্যে-৩৪টি জেলায় ১ম স্থান, ১১টি জেলায় ২য় স্থান এবং ৫টি জেলায় ৩য় স্থান অধিকার করে।

১ম স্থান অধিকারকারী জেলাসমূহ হচ্ছে : মেহেরপুর, নরসিংদী, গাজীপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, নড়াইল, মাগুরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরিশাল, বরগুনা, হবিগঞ্জ, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম;

২য় স্থান অধিকারী জেলাসমূহ হচ্ছে: টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, ফেনী, নোয়াখালী, কক্সবাজার, পাবনা, বগুড়া, সিলেট, ঠাকুরগাঁও ও রংপুর; এবং ৩য় স্থান অধিকারী জেলাসমূহ হচ্ছে: ঢাকা, জামালপুর, নওগাঁ, চুয়াডাঙ্গা ও ভোলা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা-২০১৯

জাতীয় ফল মেলা-২০১৯

কৃষিভিত্তিক মিডিয়া সংলাপ

মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সভায় মাননীয় মন্ত্রী

জাতীয় বীজ মেলা-২০১৯

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

বারি'র স্টল পরিদর্শনে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী

কৃষি সচিব কর্তৃক ব্রি'র বীজ বর্ধন কার্যক্রম পরিদর্শন

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা

ভাসমান চারা বিক্রি

টাঙ্গাইলের মধুপুর বীজ উৎপাদন খামার

যশোরের ঝিকরগাছায় নেট হাউসে উৎপাদিত জারবেরা ফুল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

www.dae.gov.bd

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাপ্তি অর্ধশতাব্দীর মতো হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারে কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কোন কৃষি বিজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ কৃষি কলেজ থেকে পাস করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়, পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসলভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকাণ্ড মাঠপর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ (ইএন্ডএম), ডিএ (জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত "প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টিএন্ডভি)" পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করছে। পরিকল্পিত এবং অংশীদারিত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইপি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

রূপকল্প (Vision)

ফসলের টেকসই ও লাভজনক কৃষি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. কৃষিজ উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
৩. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
৪. কৃষিপণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৫. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. কার্য পদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
২. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৪. দক্ষতার ও নৈতিকতার উন্নয়ন; এবং
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

কার্যাবলি

- কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষি উপকরণের (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবং কীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির মাননিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈবসারের (কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, সবুজসার) উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;

- পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূউপরিস্থ পানির (Surface Water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ;
- কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন ও নিরাপদ উৎপাদনক্ষম কৃষির জন্য IPM/ICM দল গঠন;
- কৃষি উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
- উদ্যান ফসল সম্প্রসারণে ফল ও সবজির চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরণ, উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণে মাননিয়ন্ত্রণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে যে বিরূপ প্রভাব তা মোকাবিলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ও ঘাতসহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ, কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান, দুর্যোগ মোকাবিলা ও কৃষি পুনর্বাসন;
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি বিতরণ।

জনবল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন মহাপরিচালক। দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি ব্লক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত রয়েছে। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টার ও একটি মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট রয়েছে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬,০৪২। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ৩৭৬ জন কর্মকর্তা ও ৩৩ জন কর্মচারী পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৯৮ জন ও কর্মচারী ৮৭২ জন। নিম্নে গ্রেড অনুযায়ী ছকে প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিবরণ প্রদান করা হলো–

জনবল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	১	১	০
২.	গ্রেড ২	৮	৮	০
৩.	গ্রেড ৩	৪৫	৪৪	১
৪.	গ্রেড ৪	-	-	-
৫.	গ্রেড ৫	৩১২	৩০৮	৪
৬.	গ্রেড ৬	১২৫৩	৮৪৮	৪০৫
৭.	গ্রেড ৭	-	-	-
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	১২৯৮	৭৭৪	৫২৪
১০.	গ্রেড ১০	৫৪৭	৩৫৮	১৮৯
১১.	গ্রেড ১১	১৪৯০১	১১৯৫১	২৯৫০
১২.	গ্রেড ১২	৬	৬	০
১৩.	গ্রেড ১৩	৩৪৩	৫৮	২৮৫
১৪.	গ্রেড ১৪	৮৩০	৩৭০	৪৬০
১৫.	গ্রেড ১৫	১	১	০
১৬.	গ্রেড ১৬	১৯২০	১০০৯	৯১১
১৭.	গ্রেড ১৭	১৯	১৯	০
১৮.	গ্রেড ১৮	৫০২	২৭৩	২২৯
১৯.	গ্রেড ১৯	১৭	১৭	০
২০.	গ্রেড ২০	৩৭১১	২৭৭১	৯৪০
২১.	আউট সোর্সিং	৩২৮	০	৩২৮
	মোট	২৬০৪২	১৮৮১৬	৭২২৬

মানবসম্পদ উন্নয়ন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে ৬৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৫২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ৪ বছরমেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৮টি সরকারি এটিআই ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৯২৭ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের তথ্য প্রদান করা হল :

প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১০৭৯৮	-	-	৮২৫	১১৬২৩
২.	গ্রেড ১০	২২৬৪৮	-	-	-	২২৬৪৮
৩.	গ্রেড ১১-২০	৬৯৫	-	৭৮	-	৭৭৩
	মোট	৩৪১৪১	-	৭৮	৮২৫	৩৫০৪৪

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৯	৫	২২২	২৩৬
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	৯	৫	২২২	২৩৬

প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্র. নং	ফসলের নাম	২০১৮-১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন)	২০১৮-১৯ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)
১.	ক) আউশ	২৭.০২	২৯.২০২
	খ) আমন	১৪১.৩৪০	১৪০.৫৪৯
	গ) বোরো	১৯৬.২৩০	২০৩.৮৮৫
	মোট চাল	৩৬৪.৫৯	৩৭৩.৬৩৬
২.	গম	১২.৮৭	১১.৪৮৪
৩.	ভুট্টা	৩৮.২৭৪	৪৬.৯৯৩
৪.	আলু	৯৯.৯৬০	১০৯.৪৯৪
৫.	মিষ্টিআলু	৮.০২৩৮	৭.০১৩৭৫
৬.	পাট (লক্ষ বেল)	৮৮.৪০০	৭৪.৩৯৭৩
৭.	সবজি	১৬৪.৫৯	১৭২.৪৭২
৮.	সরিষা	৭.৩৫	৬.৮৩৩
৯.	চীনাবাদাম	১.৬৮	১.৫৭৬
১০.	তিসি	০.০৫১	০.০২৭
১১.	তিল	০.৯৩	০.৭৫৬
১২.	সয়াবিন	১.৪৪	১.৪১৮
১৩.	সূর্যমুখী	০.০৬৫	০.০৩
	মোট তেল	১১.৫২	১০.৬৪২

ক্র. নং	ফসল	২০১৮-১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিক টন)	২০১৮-১৯ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)
১৪.	মসুর	৩.৫১	২.৫১৮
১৫.	ছোলা	০.০৮২	০.০৫১৯৭
১৬.	মুগ	৩.০০	২.৭৮
১৭.	মাসকলাই	০.৮৭	০.৩২৪
১৮.	খেসারি	৩.৭০৫	২.৯৮৫
১৯.	মটর	০.১৩	০.১৪৫৫
২০.	অড়হড়	০.০০৫৬	০.০০৬২৯
২১.	ফেলন	০.৭৮	০.৫৬০
	মোট ডাল	১২.০৯	৯.৩৭৫
২২.	পেঁয়াজ	২৩.৭৬	২৩.৩০৫
২৩.	রসুন	৭.১৩	৬.১৩
২৪.	ধনিয়া	০.৬১	০.৫৬৩
২৫.	মরিচ	৩.১৩	৩.৭৬৪
২৬.	আদা	২.৩৪	১.৯২৯
২৭.	হলুদ	১.৬৮	১.৮২৬
২৮.	কালিজিরা	০.১৯	০.১৩৫
	মোট মসলা	৩৮.৮৩	৩৭.৬৫৪

পাটের উৎপাদন লক্ষ বেল।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

খাদ্যশস্য উৎপাদন

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল- ৩৭৩.৬৩৬+গম- ১১.৪৮৪+ভুট্টা- ৪৬.৯৯৩) উৎপাদন হয়েছে ৪৩২.১১৩ লক্ষ মে.টন, ডালজাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ৯.৩৭৫ লক্ষ মে.টন, তেলজাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ১০.৬৪২ লক্ষ মে.টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ১০৯.৪৯৪ লক্ষ মে.টন, মসলাজাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ৩৭.৬৫৪ লক্ষ মে.টন এবং পাট উৎপাদন হয়েছে ৭৪.৩৯৭৩ লক্ষ বেল।

প্রণোদনা পুনর্বাসন কার্যক্রম

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রোপা আমন মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা তৈরি নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজ বিতরণ এবং নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজতলা তৈরি, চারা উত্তোলন ও বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ৪৬টি জেলায় ৬,১০৫ জন কৃষকের মধ্যে ১০৭.২১২৫০ লক্ষ টাকা প্রণোদনা-পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৬৪টি জেলায় ৭২২৪৭০ জন কৃষকের মধ্যে ৭৯৯৯.৮২৪৯০ লক্ষ টাকা কৃষি প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খরিফ-১ মৌসুমে আউশ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৬৪টি জেলায় ৪২৯১৭৮ জন কৃষকের মধ্যে ৩৭৫৫.৩০৭৫ লক্ষ টাকা কৃষি প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বরাদ্দকৃত ৭৯৯৯.৮২৪৯ লক্ষ টাকার মধ্যে মাসকলাই বাবদ অব্যয়িত অর্থ দিয়ে মাসকলাই এর পরিবর্তে আউশ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২৯টি জেলায় ৩০০৪৮ জন কৃষকের মধ্যে ২৬২.৯২৩০ লক্ষ টাকা কৃষি প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।

রাজস্ব খাতে প্রদর্শনী

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রবি, খরিফ-১ ও খরিফ-২ মৌসুমে রাজস্ব অর্থের আওতায় আউশ ধান, রোপা আমন, বোরো ধান, ভুট্টা (হাইব্রিড), বার্লি, চীনাবাদাম, গ্রীষ্মকালীন মুগ, ফ্রেঞ্চ বীন, বিটি বেগুন, পেঁয়াজ, কালোজিরা, মিষ্টিআলু, পানিকচু, কুমড়াজাতীয় ফসলের সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, ভার্মি কম্পোস্ট, সবুজ সার হিসেবে ধৈঞ্চা আবাদ প্রদর্শনী এবং ধান ফসলের জমিতে আলোক ফাঁদ স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় ৩৫৩৫৬৫ জন কৃষকের মাঝে ৫৯৩৯.৫১৪৫০ টাকা ব্যয়ে ৮০৩৪০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

সারজাতীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদারকরণ

- বিগত জুন/২০১৯ খ্রি : পর্যন্ত 'সার আমদানি ও বাজারজাতকরণ' নিবন্ধন ৩১৫টি,' সার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' নিবন্ধন ১৯টি, 'সার সংরক্ষণ, বিতরণ/বিপণন নিবন্ধন' ৬৫টি প্রদান করা হয়েছে।
- এছাড়াও দেশে উৎপাদিত জৈবসার বাজারজাতকরণে ৮টি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন করা হয়েছে।

উদ্যান ফসলের সম্প্রসারণ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ১৯৭৩১৮৪টি ফলের চারা, ৮৩১৯৫৫টি ফলের কলম, ৩৩২৬৮৯টি মসলার চারা, ৩৬৭৪৩৩৪টি গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ৬২৭২৩টি ঔষধি চারা, ৮৬৫৮৪টি নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া সবজি বীজসহ অন্যান্য (মসলা, কন্দাল, লিগিউম, ফলজ ও ফুল) বীজের মোট উৎপাদন হয়েছে ১০২৭ কেজি এবং মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক মাশরুম স্পুন উৎপাদিত হয়েছে ৩৪০১৩ কেজি।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফল-সবজির চারা/কলমসহ বিভিন্ন বীজ ও অন্যান্য চারা/কলম ও দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের মাধ্যমে মোট রাজস্ব আয় অর্জিত হয়েছে ৪,৭১,৪৭,৫৭৪ টাকা। যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে গৃহীত কার্যক্রম

- সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মী কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ (আলোক ফাঁদ, হলুদ/সাদা ফাঁদ, ফেরোমন ফাঁদ), পার্চিং, প্যাকিং, ব্যাগিং কৌশল ব্যবহার করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন কার্যক্রম

- উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৩, ব্রিধান-৫৪, ব্রিধান-৬১, বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-১০ সম্প্রসারণ, বন্যাপ্রবণ এলাকায় ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৫২ এবং খরা এলাকায় বিনা ধান-৭ ও ব্রিধান-৩৩, ব্রিধান-৩৯, ব্রিধান-৫৬, ব্রিধান-৫৭, কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ ও সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- গমের তাপসহিষ্ণু জাত বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-৩০ এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত বারি গম -২৫ সম্প্রসারণের ফলে গমের একরপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ করে সবজি ও মসলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে যা world heritage হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

- দেশের ৫১টি জেলার কৃষকদের মাঝে কৃষিযন্ত্র ক্রয়ে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) প্রদান করা হয়েছে।
- হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার কৃষক/কৃষকদলকে কৃষিযন্ত্র ক্রয়ে ৭০% এবং অন্যান্য এলাকার কৃষক/কৃষকদলকে কৃষিযন্ত্র ক্রয়ে ৫০% হারে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় পাওয়ার থ্রেসার- ১,০৪৫টি, রিপার- ১৭৬৯টি, ফুটপাম্প- ১০০টি, সিডার- ৩৬১টি, কম্বাইন হারভেস্টার- ৭৬৯টি এবং রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার- ১১৪টি বিতরণ করা হয়েছে।

ই-কৃষি সম্প্রসারণ

- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং' কৃষকবন্ধু' ফোন সেবার মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য প্রদান চলমান আছে।।
- মাঠপর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের উদ্ভাবিত- ২৭টি উদ্ভাবন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষি বায়োস্কোপ ও কৃষি বাতায়ন।

উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন ফি, আমদানি লাইসেন্স, ফরমূলেশন লাইসেন্স, হোলসেল লাইসেন্স, রিপ্যাকিং লাইসেন্স, বাজারজাতকরণ লাইসেন্স, পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স ফি, কীটনাশক পরীক্ষা ফি, রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ মোট ৩,৯২,৮৯,৮৪২/- রাজস্ব আয় হয়েছে। যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির জন্য আমদানি অনুমতিপত্র (Impor : Permit) প্রদান ও রপ্তানির জন্য উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদপত্র (Phytosanetary Certificate) প্রদান বাবদ মোট আমদানি ও রপ্তানি আয় হয়েছে ৬৭,৯৭,১৬,৪৫৮/-টাকা। যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

- মানসম্পন্ন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২৭৭টি উদ্যান ফসল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।

নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচন

- বিভিন্ন প্রকল্প এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারের প্রায় ৩০% নারীকে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করেছে।

কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

- কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা- ২,০৫,৯৯,৮৬৯ জন তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের সংখ্যা- ১,৯২,৩৪,৬৩৯ জন এবং মহিলা কৃষকের সংখ্যা- ১৩,৬৫,২৩০ জন এবং ১০ টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ১,০৭,৩৬,৬৩৫টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ১,০১,০৯,৭৪৪টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ৬,২৬,৮৯১টি। বর্তমানে সচল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ৯৫,৮১,০৬৪টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ৯০,৫৩,৩৯৬টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংখ্যা- ৫,২৭,৬৬৮টি।

কৃষক/কৃষাণী প্রশিক্ষণ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫,৬২,৫৭৫ জন কৃষক ও ২,১৮,৭১৯ জন কৃষাণীসহ মোট ৭,৮১,২৯৪ জন কৃষককে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

- প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‍্যালি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- সেচের পানি অপচয় রোধে ক্রমান্বয়ে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য সেচসহায়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- দুর্যোগবিষয়ক যাবতীয় তথ্য এবং দিকনির্দেশনা ডিএইর ওয়েব সাইটে মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের জনবল এবং কৃষকদের অবহিত করা।
- মাঠপর্যায়ে সার সরবরাহ ও বিতরণ পরিস্থিতি মনিটরিং জোরদার এবং সুষম সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।
- উচ্চমূল্যের ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে ফসলের বহুমুখিতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া।
- নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM), সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (IFMC) এর মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সংগঠন তৈরির কাজে উৎসাহিত করা।
- অধিকতর ক্ষতিকারক বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন এবং কম ক্ষতিকর ও পরিবেশবান্ধব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদান উৎসাহিত করা।
- দেশ-বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ফল ও সবজির জাতগুলো সংগ্রহ করে, সেজাতগুলো এদেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগিতা যাচাই করে উপযোগী জাতসমূহ দ্বারা মাতৃবাগান সৃজন করা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (আগাম, নাবি) বিভিন্ন ফলের গাছ মাতৃগাছ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সায়ন চারা কলম তৈরি করে ওই সব জাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা।

উন্নয়ন প্রকল্প

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কৃষি বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণ, চাষিপর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা, ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, খামার যান্ত্রিকীকরণ, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনে পুষ্টি উন্নয়ন, সম্মন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য দূরিকরণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপখাওয়ানোর নিমিত্ত ২৭টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান/বাস্তবায়িত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৭টি প্রকল্পের মোট আরএডিপিতে বরাদ্দ ৭১৩.১০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ৬৯৬.২৮ কোটি টাকা।

১. ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলাজি প্রোগ্রাম -২য় পর্যায় (এনএটিপি-২)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রধান প্রধান ফসলের (ধান, গম, আলু, টমেটো ও কলা ইত্যাদি) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। সিআইজি গঠন ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, মানসম্পন্ন ফলের চারা/কলম উৎপাদন। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিস্তার ও গ্রহণে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা এবং কৃষকের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ফসল কর্তনোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস। ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান/নবগঠিত কৃষক গ্রুপ ও প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (PO)-সমূহের স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : অক্টোবর/১৫-সেপ্টেম্বর/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫২৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলা ও ২৭১৫টি ইউনিয়ন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৫২২৬.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ১৫০৯৩.৪৩ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: জাতীয় প্রশিক্ষণ ৮৪০১৯০ জনদিন, মাঠ দিবস ৬১৫৪টি, এক্সপোজার ভিজিট ২৭০জন, কৃষক প্রশিক্ষণ ৮২০১৮০ জনদিন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ১৭২০ জনদিন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৮৫৮০ জনদিন, বিদেশ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ ১৩ ব্যাচ, মাঠ দিবস ১৫৯৯৬টি, প্রদর্শনী স্থাপন ৪৮১৭০টি, জাতীয় কর্মশালা ১টি।

২. বাংলাদেশ ফাইটোস্যানিটেরি সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য : বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষা করার জন্য আমদানিকৃত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের সাথে পরিবাহিত হয়ে যাতে বিদেশি পোকামাকড় ও রোগবালাই প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধান (IPPC Ges WTO-SPS Agreement) অনুসরণপূর্বক বিদেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম গতিশীল ও বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১২ -জুন/১৯

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮৩২০.১৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ১৩টি জেলার ১৫টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৩৩২১.৫১ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, বিদেশ প্রশিক্ষণ ১০ জন, বিদেশ শিক্ষা সফর ১০ জন, সেমিনার/ওয়ার্কশপ ৪টি।

৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অঙ্গ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এলাকাভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, শস্য উৎপাদন নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। সবজি বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চাষি পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরীকরণ। জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা। দলভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষকের সক্ষমতা বাড়ানো। খামার যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিক কলাকৌশলের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ। গ্রামীণ ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩ -জুন/১৯

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৫১১.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৮৬২.১৭৬ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প দক্ষিণ-পশ্চিমের ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলায় পতিত জমির সদ্ব্যবহার, নতুন লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত, ফসল আবাদ ও চাষাবাদের নতুন কৌশল ব্যবহার করে আবাদি এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। কৃষক প্রশিক্ষণ ৮৭০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ১০০৪টি, প্লানিং অ্যাকটিভিটি ওয়ার্কশপ ১টি, রিভিউ ওয়ার্কশপ ৯টি, মটিভেশনাল ট্যুর ১২টি, পাওয়ার থ্রেসার ৪৯৫টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৭ ব্যাচ, কৃষি মেলা ৬টি।

৪. ব্লুগোল্ড কর্মসূচির আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প, ডিএই অঙ্গ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানো।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি/১৩-ডিসেম্বর/২০

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৯৫.৭৫ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৪টি জেলার ২৫টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৭০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ২৬৭.৫১৮ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী ১৫০টি, মেলা ২টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১টি, কর্মশালা ১২টি, এসএএও প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ।

৫। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্যায়

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পশুশক্তি ও মারাত্মক শ্রমিক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে কৃষকপর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা। খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-জুন/১৯

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৩৯৪৩.৯৬ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৭৮২২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৭৭৯৮.৭৮ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : মেকানিক প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, কর্মশালা ১টি, কৃষি মেলা ১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ১৯টি, প্রদর্শনী ১৫৫৪টি, যান্ত্রিকী খামার প্রদর্শনী ৭টি।

৬. উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রাতিষ্ঠানিক কৃষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের পরিকল্পিত, বাস্তবধর্মী ও হাতেকলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ কর্মীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি গবেষণালব্ধ ফলাফল ও মাঠপর্যায়ের ফলাফলের মধ্যে ফলন পার্থক্য কমানো।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি/১৮-ডিসেম্বর/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩১৪২৯.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের সকল জেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৭২৬২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৭২৪৭.১৬০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বিদেশ শিক্ষা সফর ৩ ব্যাচ, কৃষক প্রশিক্ষণ ২২১৭ ব্যাচ, কর্মশালা ৩টি, মাঠ দিবস ৫০টি, ব্লক প্রদর্শনী ৩১৮টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় ৫৫টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৮ ব্যাচ ও এসএএও প্রশিক্ষণ ৮ ব্যাচ।

৭. বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি, সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ সেবা ও মানব সম্পদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সকল শ্রেণির কৃষক পরিবারের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ পদ্ধতির সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রকল্প কার্যক্রমে ৩০% মহিলা সম্পৃক্তকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৭৯৮.৭৩ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : যশোর অঞ্চলের ৬টি জেলা ও ৩১টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৭৬৯.০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৭৫৭.৫২৪ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ ১৮৬ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ, বৈদেশিক শিক্ষা সফর ৯ জন, মাঠ দিবস ২০০টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৩টি, কৃষি মেলা ৬টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ১টি, প্রদর্শনী ১৯৩৮টি।

৮. খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মাঠপর্যায়ে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানির অপচয় কমিয়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমানো। সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী, চালক বা মেরামতকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৩-জুন/২০

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৮৯৩.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৪৫টি জেলার ১৩৪টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৫৪৩.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ১৫৩৯.৯০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ ৪১৩ ব্যাচে ১২৩৯০ জন, গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচে ৩০০ জন, কারিগরি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচে ৬০ জন, শিক্ষাসফর (বৈদেশিক) ১ ব্যাচ, পানি ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী ২৯৫২টি, মাঠ দিবস ৪১৩টি, কৃষক মাঠ স্কুল ১২৩টি, সেচনালা নির্মাণ ১২৩টি।

৯. নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিদ্যমান বাড়ির ছাদ, স্কুল কলেজ প্রাঙ্গণের অনাবাদি জায়গা এবং সহজলভ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার এর মাধ্যমে নগর কৃষি উন্নয়ন, পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং সবুজায়ন, সর্বোপরি নগর পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৩০.১৮ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ঢাকা জেলার মেট্রোপলিটান কৃষি অফিস ৬টি ও সাভার পৌরসভা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৩০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ২২৮.৯০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রশিক্ষণ ১৯ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৩২৩টি, সেচ অবকাঠামো ২০০টি।

১০. গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, উপযুক্ত শস্য জাত, মানসম্পন্ন বীজ, যথাযথ মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, জৈবসার ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি ফসলের গড় ফলন পার্থক্য হ্রাস, আয়বর্ধক কাজে ৫% মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৩৪০.৭৯ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৫টি জেলার সকল উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৬২০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৬১৮.৩০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ ১৯৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ, প্রদর্শনী ১৯৮৯টি, মাঠ দিবস ৭৮টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ১টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ৩টি।

১১. নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ উদ্যান ফসল উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও মূল্য সংযোজন, দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্যবিমোচন, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২০

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৩৬০.৯৯ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৮০৪.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৭৯৩.৬৭ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ ১২০২ জন, প্রদর্শনী ২৫৫২টি, মাঠ দিবস ১৯৮টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ, কর্মচারী প্রশিক্ষণ ৪০ ব্যাচ, আঞ্চলিক কর্মশালা ৩টি।

১২. নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রমাণিত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, মাঠপর্যায়ের কার্যকরী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য কৃষি কর্মী ও কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমে মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৯৪৩.১৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৫টি জেলার সকল উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৬৩০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৬০৩.৩৯ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী ২৯৯৮টি, মাঠ দিবস ১০০টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৪২টি, যানবাহন ক্রয় ৩টি।

১৩. সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০ % বৃদ্ধি। (২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষক গ্রুপ গঠন ও বিদ্যমান কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যে ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। (৩) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৪- জুন/২০।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৭২৮.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২২০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ২১৮৯.০১ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী ৩৬৩৭টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৩৯৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ, কর্মচারী প্রশিক্ষণ ৪৪ ব্যাচ, কর্মশালা ১০টি, মেলা ১১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৩৪ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ বিদেশ ২ ব্যাচ, রিপার ৪৭৬টি, সিড ড্রায়ার ১৮৪টি।

১৪. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে অনাবাদি কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উন্নত জাত, মানসম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিভিত্তিক পরিচর্যা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলন ব্যবধান কমানো।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : মার্চ/১৫- জুন/১৯

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৫১৯.১০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৪টি জেলার ৩০টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৬২৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ১৫৬১.৫৪ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: মাঠ দিবস ৬১টি, কৃষি মেলা ৩০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ১৫৪০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ১ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৩৮০৩টি, সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ ৯টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৪০টি, এক্সপোজার ভিজিট ১ ব্যাচ।

১৫. বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১) দেশের ৩টি পাহাড়ি জেলাসহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চার পাশের জমিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখা। (২) দেশীয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্লাস্টার/ক্লাবভিত্তিক উৎপাদন বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং প্রস্তাবিত নতুন হর্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন ও নতুন জাতের চারা/কলম উৎপাদন বৃদ্ধি। (৩) প্রদর্শনী ও অন্যান্য টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ চাষিপর্যায়ে সম্প্রসারণ করা। (৪) নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৫- জুন/২১।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৯৯২৩.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৪৮টি জেলার ৩৮৮টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৭২৫০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৭১৮১.৩৯ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ ৪টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ১৪৯৩ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৯৭২৮টি, এসএএও প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৮ ব্যাচ, বিদেশ শিক্ষা সফর ৪ ব্যাচ, মোটরসাইকেল ক্রয় ১০টি, স্পিড বোট ক্রয় ১টি, পাওয়ারটিলার ৪০টি, ভূমি ক্রয়।

১৬. ইউনিয়ন পর্যায় কৃষকসেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সাফল্যজনকভাবে ফসল উৎপাদন ও কৃষকের দোরগোড়ায় আধুনিক সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এসএএওদের জন্য ২৪টি অফিস-কাম-রেসিডেন্স, ইনপুট স্টোরেজ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ, অফিস চত্বরে মাতৃবাগান স্থাপন, দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালীন জরুরি আশ্রয় সুবিধা প্রদান।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৬-জুন/১৯।

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫০৭৭.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২১টি জেলার ২৪টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ২৩৯৯.০২ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : যন্ত্রপাতি ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, ভবন নির্মাণ, বৈদ্যুতিক স্থাপনা, ভূমি ডেভেলপমেন্ট।

১৭। কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ইউনিয়নভিত্তিক বীজ এসএমই স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে উন্নত বীজ নিশ্চিতকরণ। উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ডাল, তেল ও মসলা আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়। মৌ চাষের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সুষমমাত্রায় ডাল, তেল ও মসলা সরবরাহ করে মানব স্বাস্থ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করা। উন্নতমানের বীজ ব্যবস্থাপনায় ও মৌ চাষে মহিলাদের অংশগ্রহণে গ্রামিণ দারিদ্র্য হ্রাস। শস্যবিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা ফসল অন্তর্ভুক্ত

করে পানি সাশ্রয় ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭ -জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬৫২৫.৯২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের সকল জেলার সকল উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪৩৩০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৪৩২২.৮৬ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: বীজ উৎপাদন ব্লক ৮১৮৯টি, মাঠ দিবস ৩০৫৫টি, ওজন মেশিন ৩০৫৭টি, সেলাই মেশিন ৩০৫৭টি, কর্মশালা ১৪টি, বীজ সংরক্ষণ পাত্র ১২২২০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ১৪৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৭৬ ব্যাচ, বীজ প্যাকিং ব্যাগ ১৬৫৫০০টি।

১৮. সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সেচকাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানি তেল/বিদ্যুৎ সাশ্রয় (৯৫-১০০%)। আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা উন্নয়ন। ভূউপরিস্থ পানির ন্যূনতম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহারেও উৎসাহিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সেচ খরচ কমানো। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সচেতন করে তোলা। সমন্বিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৫৭০.৩৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৪১টি জেলার ১০০টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৯২০.৪৬ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: সোলার সেচ প্রদর্শনী ১৭টি, ড্রিপ সেচ প্রদর্শনী ১০০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ১০০ ব্যাচ, মেকানিক প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১০ ব্যাচ, মাঠ দিবস ১৬০টি, ভূগর্ভস্থ সেচনালা ১০০টি।

১৯. ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (ডিএই অঙ্গ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভাসমান কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ভাসমান কৃষির উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তিসমূহের বিস্তার ঘটানো এবং কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করা। ভাসমান কৃষির মাধ্যমে বারি/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সবজি ও মসলা ফসলের আধুনিক জাতের বিস্তার ঘটানো। জলমগ্ন অবস্থায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে বহুমুখীকরণ এবং ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজি ও মসলা চাষে ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎসাহিত করা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কৃষি কাজে নিয়োজিত করা। চাষকৃত জমির অপ্রতুলতা রয়েছে এমন স্থানে জলমগ্ন জমিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কচুরিপানা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২৪টি জেলার ৪৬টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৪৬২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৪৬১.৪৫ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী ১৩০টি, উপকারভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ৪৮৩৫ জন, মাঠ দিবস ৩১টি, সেক্স ফেরোমন ট্রাপ ৩৭৫০০টি, আকর্ষণ ও মেরে ফেলা ফাঁদ ২৮০০০টি।

২০. বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডিএই অঙ্গ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক ব্যবস্থাপনাসমূহ সম্প্রসারণ করা। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত কার্যকরী প্রযুক্তিসমূহের সম্প্রসারণের জন্য ব্লক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাকরণ। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। রাসায়নিক বালাইনাশকের বিকল্প হিসেবে উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশকসমূহকে মাঠপর্যায়ে সহজলভ্য করা। শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের গুণগতমান ও উৎপাদন বাড়ানোর ও বহির্বিশ্বে রপ্তানি বৃদ্ধির

সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জানুয়ারি/১৮-ডিসেম্বর/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ২৫৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ২৫২.৭৫ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বক প্রদর্শনী ১৩০টি, সেক্স ফেরোমন ট্রাপ ৩৭৫০০, কুমড়া জাতীয় ফসলের জন্য আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্রাপ ২০০০০, ফলের জন্য আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্রাপ ৮০০০, সেক্স ফেরোমন লিউর ৫০০০০টি, মোটর সাইকেল ক্রয় ৫টি।

২১. কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত উন্নতমানের এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য কৃষকের কাছে পৌছানোর এবং এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেয়া এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব সমূহের সাথে কৃষকের খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি প্রচলন করা এবং যথোপযুক্ত তথ্য উপাত্ত প্রণয়ন করা। কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য কৃষি আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি কৃষকের উপযোগী ভাষায় বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণের মাধ্যমে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই১৬-জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৯১৮.০৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৬৪টি জেলার ৪৮৭টি উপজেলা, ৪০৫১টি ইউনিয়ন পরিষদ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৫৬১৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৫৫৭১.৩৬ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ- ৮৪০০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৮৪০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৯০ জন, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ- ২০ জন, আন্তর্জাতিক সেমিনার- ৩জন, এক্সপোজার ভিজিট-১০ জন, জাতীয় কর্মশালা- ০১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ১৪টি, অটোমেটিক রেইনগেজ ক্রয় ও বিতরণ- ৪০৫১টি, কৃষি আবহাওয়া ডিসপ্লে বোর্ড ক্রয় ও বিতরণ- ৪০৫১টি, এগ্রোমেট কিওস্ক ক্রয় ও বিতরণ- ৪৮৭টি, এসএএও দের জন্য ট্যাবলেট-৬৬৬৪টি।

২২. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৩- ডিসেম্বর/১৮

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৫৭৯৯.১৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৬৪টি জেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩১৯২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৩১৮৭.১৯ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক মাঠস্কুল স্থাপন ১৭১০০টি, কৃষক সংগঠন ৮৫৩টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৮৮৪৮৫৫ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১৫০০ জন, জাতীয় সংলাপ ১৮টি, যৌথ মাঠ পরিদর্শন ৮টি।

২৩. বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ, আধুনিক ও এলাকা উপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে ফলনের তারতম্য কমিয়ে এবং কৃষি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উপযোগী ফসল ও জাত সম্প্রসারণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১১৯১.৩০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৬৫৯.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৬১৬.৩৩ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কর্মশালা ২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৩৫৪০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৩৩০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৯০ জন, প্রদর্শনী ৩৫৪০টি, মাঠ দিবস ২৩১টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় ৩টি।

২৪. পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কৃষকের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা, প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণিত আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : অক্টোবর/১৮- জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭২১৩.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ৭৬১টি জেলার ৩১৭টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৫৬৩.২৫ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কর্মশালা ৫টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৩৩০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ-৩৩০ জন,

২৫. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো জলবায়ুর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখীকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২৪

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০৯১৫.১২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : ১১টি জেলার ৩০টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৭৩৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ৮৩৬.৪৫ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী ৩৪০টি, মাঠ দিবস ১০০টি, কর্মশালা ৩টি, গাড়ি ক্রয় ৩টি, মোটরসাইকেল ক্রয় ৬০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১২০ জন।

২৬. রংপুর বিভাগ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যবিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২৩

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৩২২.৯২ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : রংপুর বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ১৮২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ১৭৯.২৫ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক গ্রুপ ফরমেশন ১৫২৮টি, টিওটি প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ,, এসএএও প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, কর্মশালা ২টি।

২৭. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং অবকাঠামো ও সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন কৃষি ডিপ্লোমাধারী এবং অন্যান্য প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮- জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১১৭৫৭.৪৬ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা : সকল কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ : ৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় : ২৫৩.১৪ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ১৬টি এটিআইতে ৩২টি এলইডিটিভি, ৩২টি এয়ারকুলার, প্রকল্প অফিসে ৩টি এয়ার কুলার, ৮টি এটিআইতে ৪০টি স্প্রে মেশিন, ১৬টি এটিআইতে ১৬টি লন মোয়ার, ৪টি এটিআইতে ৪৮টি ফুট পাম্প সরবরাহ করা হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটে কর্মসূচি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১০টি কর্মসূচি চলমান/বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচি গুলো হলোঃ

১. কৃষি বাতায়নে কৃষক তথ্য সন্নিবেশ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : প্রত্যেক কৃষকের ডিজিটাল পরিচিতির মাধ্যমে কৃষকের শ্রেণিবিন্যাস ও ব্যক্তি পর্যায়ে কৃষকভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। শ্রেণিভিত্তিক কৃষকের প্রয়োজনীয় তথ্য বাতায়নে সন্নিবেশ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অগ্রযাত্রায় ডিজিটাল সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের সূচনা করা।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫২১.৫০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৪১.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ২৪১.৫০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষি বাতায়নে কৃষক তথ্য সংগ্রহ, প্রসেস ও সন্নিবেশ।

২. উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : কর্মসূচির আওতাধীন উপজেলাগুলোতে ব্যাপক হারে খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ করা। নারিকেল চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান। নারিকেল ধারণের পর্ব পর্যন্ত আন্তঃফসলের চাষ। বীজ নারিকেলের সারাদেশে সম্প্রসারণ। বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা। চাষিদের কারিগরি জ্ঞান প্রদান।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জানুয়ারি/১৬-ডিসেম্বর/১৮, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯২৫.৭৪ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১০৩.৮৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ১০৩.৮৪ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ ২৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ, বীজ ও উদ্ভিদ (নারিকেল চারা) ৪৭৯২৩টি।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফলদ বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি আনয়ন কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : বিদ্যমান ফল বাগানসমূহকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। ফল বাগান ব্যবস্থাপনায় কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ। কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও যুবকদের কর্সংস্থান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন। পার্বত্য এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১১০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ১১০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ১০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৪০০টি, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ৪০০টি ও অন্যান্য।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নতুন ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮০.৬০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ৬৭.৯৮ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ৩৬ ব্যাচ, প্রদর্শনী ২০০টি।

৫. কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : কর্মসূচি এলাকায় ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৯৪.৫২ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১২৬.৪৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ১২৬.৪৪ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ২১ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ -৪ ব্যাচ, ভুট্টা প্রদর্শনী -১৯০টি, মিষ্টিকুমড়া প্রদর্শনী- ১৯০টি, বাদাম প্রদর্শনী- ২৬০টি, কম্পোস্ট পিট স্থাপন প্রদর্শনী- ২৮০টি, ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী- ৩০৮টি।

৬. মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ফল ও সবজি চাষের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহজলভ্য করা, দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭৫৩.৬৭ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৫৯২.২১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ৫৯২.২১ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী ১৫০টি, জেনারেটর ক্রয় ১টি, প্রশিক্ষণ কাম ডরমিটরি ভবন নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো তৈরি, ভার্মি কম্পোস্ট শেড নির্মাণ, নার্সারি শেড নির্মাণ।

৭. বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসলভিত্তিক শস্যবিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : কর্মসূচি এলাকায় ধানভিত্তিক ফসল বিন্যাসে বছরে ৪টি ফসল আবাদ করে শস্য নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমবর্মান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র্যবিমোচন এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪৩.৬৬ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৯৪.৭০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ১৯৪.৩০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ৩৩ ব্যাচ, রোপা আউশ প্রদর্শনী -২৯০টি, বোরো প্রদর্শনী- ২৫০টি, রোপা আমন প্রদর্শনী- ৫০টি, আলু প্রদর্শনী- ১০০টি, সরিষা প্রদর্শনী- ২৫০টি, মুগ/মসুর প্রদর্শনী- ১৫৭টি, পাট প্রদর্শনী- ৩০টি, পেঁয়াজ প্রদর্শনী- ৪০টি, ভার্মি কম্পোস্ট প্রদর্শনী- ২৭০টি।

৮. নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : পান চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য গুণগতমানসম্পন্ন পান উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সঠিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পান বরোজ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের কৌশলের মাধ্যমে পান চাষকে লাভজনক করা। পানপাতা বাছাই, জীবাণুমুক্তকরণ ও বাজারজাতকরণের নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানচাষির আয় বৃদ্ধিকরণ।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৮০.৫০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৯৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ২৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ১০২ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ - ১২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ - ২৪ ব্যাচ, পান বরোজ স্থাপন প্রদর্শনী- ২৬০টি, চাষি র‌্যালি-২১০টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ৬টি।

৯. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বিলুপ্তপ্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : পরিবর্তিত জলবায়ু ঝুঁকি বিশেষ করে বজ্রপাত মোকাবিলায় উপযোগী বৃক্ষ চাষ সম্প্রসারণ। পতিত জমিতে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে জমির যথাযথ ব্যবহার। গ্রামীণ নারীদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ। ভেষজগুণসম্পন্ন উদ্ভিদের চাষ সম্প্রসারণ।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৭-জুন/২০, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৮২.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ৮২.৫০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: গবেষণা প্রদর্শনী (গুচ্ছাকারে চারা রোপণ) ২৫৭৫টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৪৮ ব্যাচ।

১০. ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছের (অর্জুন,অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্য : ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছের (অর্জুন,অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এসব উদ্ভিদের ভেষজগুণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই/১৮-জুন/২১, মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২১.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় : ২১.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ ৪০ ব্যাচ।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির ধারাকে আরো বেগবান করার জন্য বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নির্দেশনা ও জাতীয় কৃষিনীতি-২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আমার গ্রাম আমার শহর, কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুধামুক্ত দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশের দিকে এগোচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দানাদার (চাল+গম+ভুট্টা) শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪২৩.২৫০ লক্ষ মে.টন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দানাদার (চাল+গম+ভুট্টা) শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪৪৪.৮০৬ লক্ষ মে.টন। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১.৫৫৬ লক্ষ মে.টন। বর্তমানে শস্য নিবিড়তা ১৯২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২১৬% হয়েছে। ভুট্টার আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮২ হাজার হেক্টর। দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অটোমেশনের মাধ্যমে আমদানি অনুমতিপত্র (IP) এবং ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

উপসংহার

- কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বাংলাদেশে একটি সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০১৪ সালে পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় সমগ্র দেশজুড়ে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষিবিষয়ক জ্ঞান ও তথ্যাদি কৃষকের নিকট সরাসরি পৌঁছানো ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যথারীতি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভিশন হলো ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্র্যমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের টেকসই রূপ দিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মাঠ দিবসে ফসল কর্তনে কৃষি সচিব

আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্মশালা-২০১৯

রিপারের মাধ্যমে ফসল কর্তন

বরিশাল জেলায় ভিয়েতনামি খাটোজাতের নারিকেল বাগান প্রদর্শনী

কৃষক পর্যায়ে উন্নয়তমানের সূর্যমুখী বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী

সরিষার খেতে মৌ চাষ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)

www.badc.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাধর্মী করপোরেশন। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে কৃষি উপকরণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিএডিসি গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান এবং মানসম্পন্ন সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট : কৃষকদের নিকট কৃষি উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে এবং দেশের সেচ এলাকা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৫৯ সনের ১৬ জুলাই খাদ্য ও কৃষি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিশন দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানউন্নয়ন এবং কৃষি উপকরণ কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৬১ সনের ১৬ অক্টোবর ৩৭ নং অধ্যাদেশ বলে ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ইপিএডিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) নামে পরিচিত।

রূপকল্প (Vision)

মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ জোগান ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

১. উচ্চফলনশীল মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি;
২. সেচ প্রযুক্তি উন্নয়ন, ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সেচ দক্ষতা ও সেচকৃত এলাকা বৃদ্ধি এবং
৩. কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
২. ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং
৩. নন-নাইট্রোজেনাস সার সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

প্রধান কার্যাবলি

- মানসম্পন্ন ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- নন-নাইট্রোজেনাস সার আমদানি, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- সেচ দক্ষতা, সেচ এলাকা ও আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সুলভ মূল্যে সেচ সুবিধা প্রদান;
- কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি;
- প্রতিকূলতাসহিষ্ণু তথা লবণাক্ততা, খরা ও জলমগ্নতাসহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- উদ্যান ফসল, চারা-কলম, শাকসবজি, ফল উৎপাদন ও সরবরাহ;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের নিকট সহজলভ্যকরণ।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	১	০	০
২.	গ্রেড ২	২১	১০	১১
৩.	গ্রেড ৩	৭	৬	১
৪.	গ্রেড ৪	১০৭	১০৬	১
৫.	গ্রেড ৫	২৫০	২১৭	৩৩
৬.	গ্রেড ৬	৬০	৬০	০
৭.	গ্রেড ৭	০	০	০
৮.	গ্রেড ৮	০	০	০
৯.	গ্রেড ৯	৩৮৯	২৯৬	৯৩
১০.	গ্রেড ১০	৮৬৯	৬০৭	২৬২
১১.	গ্রেড ১১	৯৯২	৩৯৮	৫৯৪
১২.	গ্রেড ১২	৭৮৮	২৮৮	৫০০

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১৩.	গ্রেড ১৩	৫৩৫	৪৮৪	৫১
১৪.	গ্রেড ১৪	৯৮৪	৫১৮	৪৬৬
১৫.	গ্রেড ১৫	৫৯	১৪	৪৫
১৬.	গ্রেড ১৬	৪২	২৫	১৭
১৭.	গ্রেড ১৭	০	০	০
১৮.	গ্রেড ১৮	০	০	০
১৯.	গ্রেড ১৯	১৬৯৭	৫৭৪	১১২৩
২০.	গ্রেড ২০	০	০	০
	মোট	৬৮০০	৩৬০৩	৩১৯৭

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১৯৫ জন	২৫	৫৬৫	-	৭৮৫ জন
২.	গ্রেড ১০	৩২ জন	-	৭১	-	১০৩ জন
৩.	গ্রেড ১১-২০	২৮৫ জন	১	৫২৪	-	৮১০ জন
	মোট	৫১২ জন	২৬	১১৬০	-	১৬৯৮ জন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	০৮	০১	০১	১০
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	০৮	০১	০১	১০

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১	৬	৭	২২
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১	৬	৭	২২

ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য (মে.টন)

ক্র. নং	ফসলের নাম	২০১৮-১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (মেট্রিক টন)	২০১৮-১৯ অর্থবছরের উৎপাদন (মেট্রিক টন)	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিতরণ (মেট্রিক টন)
১.	আউশ	২০২৯.০	২২৩৩.২	৩১০৮.৯৬
২.	আমন	২২১৬৯.০	২১৯২৫.৩	১৭৮০৯.৫৭
৩.	বোরো	৬৪৪৪৭.০	৬৩০৯৭.০	৬২৬৩৫.০৩
৪.	বোরো হাইব্রিড	৮৫৩.০	৮৮৫.৪	৭৯৩.৫৩
	মোট ধান বীজ ঃ	৮৯৪৯৮.০	৮৮১৪১.০	৮৪৩৪৭.১১
৫.	গম	১৫০২৮.৩	১২০০৭.০	১৭৯৫৮.১৬
৬.	ভুট্টা	১১১.০	৮২.০	১৩.৭৮
	মোট দানাশস্য বীজ ঃ	১০৪৬৩৭.৩	১০০২৩০.৭	১০২৩১৯.০৬
৭.	আলু বীজ	৩৫৫১০.৩	৩৪৯৯২.৭	৩১৬৪৯.২৬
৮.	ডাল বীজ	২৩১৩.৫	২২৭৯.৬	২১২৮.৯২
৯.	তেল বীজ	১৬৭৯.২	১৬৩৬.৪	১২১০.৩০
১০.	পাট বীজ	৪৩৭.০	২৯৩.৩	৩৫২.৩৯
১১.	সবজি বীজ	১০২.৬	৮২.৮	৬৭.৭২
১২.	মসলা বীজ	২০৫.০	২০৫.০	১৯৯.৪১
	সর্বমোট	১৪৪৮৮৪.৪	১৩৯৭২০.৬	১৩৭৯২৭.১১

বীজ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ : বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির বীজ ও উদ্যান উইং কর্তৃক ০৮টি প্রকল্প ও ০৭টি বীজ কার্যক্রম ও ০১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিএডিসি কর্তৃক প্রকল্প, বীজ কার্যক্রম ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের সর্বমোট প্রায় ১.৪০ লক্ষ মে.টন বীজ উৎপাদন ও ১.৩৮ লক্ষ মে.টন বীজ কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

বোরো ধান বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ : দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য দানাজাতীয় ফসলের মধ্যে বোরো ধান বীজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বিএডিসি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বমোট ৬২,৬৩৫ মে.টন বোরো ধান বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

সুপার হাইব্রিড বোরো বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ : বিএডিসি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮৮৫ মে.টন SL-8H জাতের সুপার হাইব্রিড বীজ উৎপাদন ও ৭৯৮ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। কৃষকপর্যায়ে বিএডিসির SL-8H জাতের সুপার হাইব্রিড বীজ সরবরাহের ফলে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জাতের সুপার হাইব্রিড ধানের হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ মে.টন।

গম বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ : দেশে গমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২০০৭ মে.টন গম বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং ১৭৯৫৮ মে.টন গম বীজ কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

ডাল ও তেলবীজ উৎপাদন এবং সরবরাহ : দেশের জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণকল্পে বিএডিসি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ডালজাতীয় ২২৭৯ মে.টন ও তেলজাতীয় ১৬৩৬ মে.টন বীজ উৎপাদন এবং ডালজাতীয় ২১২৮ মে.টন ও তেলজাতীয় ১২১০ মে.টন বীজ কৃষকপর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশে ডাল ও তৈলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আলুবীজ উৎপাদন ও সরবরাহ : বিএডিসি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৪,৯৯২ মে.টন আলুবীজ উৎপাদন ও ৩১,৬৪৯ মে.টন আলুবীজ কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। এতে দেশে আলু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য বিএডিসির ৩০টি আলুবীজ হিমাগারের সংরক্ষণ ক্ষমতা ৪৫,৫০০ মে.টন।

উদ্যান সংক্রান্ত কার্যক্রম : বিএডিসি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এগ্রো সার্ভিস সেন্টার শীর্ষক একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় বিএডিসির এগ্রো সার্ভিস সেন্টারের ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৩৫.৫০ লক্ষ চারা ও গুটি/কলম, ৩.১৩ লক্ষ মে.টন শাকসবজি ও ফল উৎপাদন করা হয়েছে। কৃষকপর্যায়ে মানসম্পন্ন উদ্যান ফসলের চারা বিতরণের ফলে দেশব্যাপী উদ্যান ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ফসল সাব-সেক্টরের প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার ও উদ্যান ফসল চাষাবাদ কলাকৌশল বিষয়ে সর্বমোট ৫,৭২০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কৃষকগণ অধিক ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে।

ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম : দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচ ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিএডিসির মাধ্যমে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিএডিসি কর্তৃক সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ উইং এর মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬টি প্রকল্প ও ১২টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রসমূহ নিম্নরূপ:

খাল পুনঃখনন/সংস্কার : বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের আওতায় প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বমোট ৫৬০ কিমি. খাল/নালা পুনঃখনন/সংস্কার করা হয়েছে। উক্ত খাল/নালা পুনঃখনন/সংস্কারের ফলে অতিরিক্ত ১২,৭০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। খাল নালা পুনঃখননের ফলে জলাবদ্ধতা নিরসন ও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভূগর্বস্থ পানির ওপর চাপ হ্রাস পাচ্ছে।

রাবার ড্যাম : পাহাড়ি এলাকায় ঝরনা/পাহাড়ি ছড়া এবং খরস্রোতা নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ করে সারা বছর পানি সংরক্ষণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে সেচ প্রদান করা হয়। বিএডিসি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলায় কৌরাঙ্গীর খালে রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফলে হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলায় ৯০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। এছাড়াও বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ফারি খালে আরেকটি রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম : দেশে প্রথমবারের মত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় ভরাশঙ্খ খালে হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। এতে ১২০০ হেক্টর জমি ফসলের আওতায় আসবে। এছাড়াও কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলায় হারবাংছড়ায় আরেকটি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। উক্ত নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে ৮৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ সেচনালা : সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচের পানির অপচয় রোধকল্পে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৫২২ কিমি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও ৮ কিমি. ভূপরিস্থ সেচনালা সর্বমোট ৫৩০ কিলোমিটার সেচনালা নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছে। এতে প্রায় ১০৭০ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে সেচের পানির অপচয় রোধ করে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সেচ দক্ষতা এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সাশ্রয়ী পানি দিয়ে সেচ এলাকা সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প : সেচকাজে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষমতার ৭৫টি সৌরশক্তিচালিত সেচপাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এতে ২২৫ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে সেচ পাম্প পরিচালনার ফলে দেশের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের পাশাপাশি ডিজেলের ওপর চাপ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

গাইড/ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ : বিএডিসির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বমোট ২৪ কিমি. গাইড/ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণের ফলে ভূমির ক্ষয়রোধসহ জোয়ারের পানি ও বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

সেচ অবকাঠামো : প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে বিএডিসি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বমোট ৪৮০টি সেচ অবকাঠামো (ফুটব্রিজ, ক্যাটল ক্রসিং, বক্স কালভার্ট, পাইপ কালভার্ট, কনডুইট, ফ্লুম, ওয়াটার পাসিং স্ট্রাকচার ইত্যাদি) নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত সেচ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে উৎপাদিত শস্য ও কৃষি যন্ত্রপাতি পরিবহন, সেচ স্কিমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়ণ : বিএডিসির আওতায় প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্ষমতার মোট ৩৭৫টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ৬৯টি, বিভিন্ন ক্ষমতার এলএলপি ২৩১টি ও সোলার পাম্প ৭৫টি) মাঠে ক্ষেত্রায়ণ করা হয়েছে। এতে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে কম খরচে ৭৭৮০ হেক্টর কৃষি জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হয়েছে। ফলে অধিক খাদ্য উৎপাদনে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধি ও সেচ খরচ হ্রাস নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এতে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন : বিএডিসির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৮০টি সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে জ্বালানি খরচ কম হওয়ায় সেচ খরচ হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে কৃষকগণ ফসল উৎপাদন করে অধিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন।

সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল : ফুল, ফল ও সবজি চাষে অপেক্ষাকৃত কম সেচ প্রয়োজন হয়। ফুল, ফল ও সবজি স্কিমে খুব সহজেই সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল ব্যবহার করে সেচ প্রদান করা যেতে পারে। যে সমস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত ভূপরিস্থ পানি নেই, সেই সকল এলাকায় সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণকৃত ডাগওয়েল স্কিমে বৃষ্টির পানি হারভেস্টিং করে ডাগওয়েলে সংরক্ষণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে সর্বমোট ২৫টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৬০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার : ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ক্ষুদ্রসেচ উইং এর আওতায় বাস্তবায়িত 'রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালি উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি' এর মাধ্যমে ৩টি 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি' এর মাধ্যমে ৫টি এবং 'বান্দরবান জেলার সৌরশক্তিচালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি' এর মাধ্যমে ৭টি অর্থাৎ সর্বমোট ১৫টি ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে পাহাড়ি এলাকার মোট ৫০ হেক্টর জমিতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধা দেয়া সম্ভব হয়েছে।

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মনিটরিং এবং সেচযন্ত্র জরিপকরণ : প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক সারা দেশের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি ডাটাবেজ তৈরি এবং ক্ষেত্রায়িত সেচযন্ত্র জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা অতিশীঘ্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হবে। উক্ত প্রকাশনার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সেচ কাজসহ অন্যান্য গবেষণাধর্মী কাজে সঠিক পরিকল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে। উপরিউক্ত কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য সফট্ওয়্যার ও ডাটাবেইজ উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ড্রিপ ইরিগেশন এর মাধ্যমে সেচ প্রদান : সেচের পানি অপচয় রোধকল্পে নতুন নতুন প্রযুক্তি সেচে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফুল, ফল ও সবজি চাষে অপেক্ষাকৃত কম সেচ প্রয়োজন হয়। ফলে ফুল, ফল ও সবজি উৎপাদনকারী স্কিমে খুব সহজেই ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করা যায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ২৯টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। ফলে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে প্রায় ৭৫ হেক্টর জমিতে পানি সাশ্রয়ী ড্রিপ সেচ প্রদান করা হচ্ছে।

স্প্রিংকলার ইরিগেশন এর মাধ্যমে সেচ প্রদান : যেসব ফসলে অপেক্ষাকৃত কম সেচের পানি প্রয়োজন এবং জমি সমতল নয় সেসব ফসলের স্কিমে এই নতুন প্রযুক্তি সহজে ব্যবহার করা যায়। শাকসবজি, মসলাজাতীয় ফসল, ফুল, ফল অথবা গম চাষে সফলতার সাথে স্প্রিংকলার ইরিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করা যায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৪টি স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে।

পানি সাশ্রয়ী সেচ ও পলি হাউস প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি ও ফুল উৎপাদন : পানি সাশ্রয়ী সেচ ও পলি হাউজ প্রযুক্তিতে ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, অতিবেগুনি রশ্মি, ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ হতে রক্ষা করে সারা বছর অর্থাৎ ৩ (তিন) মৌসুমেই নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য সবজি ও ফুল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। উক্ত পলি হাউসে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ফগার ইরিগেশনের মাধ্যমে সবজি ও ফুলের অতি ক্ষুদ্রাকারে (কুয়াশাসদৃশ) সেচ প্রয়োগে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখা হচ্ছে। ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহারে সারা বছর নিরাপদ সবজি ও ফুল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির আওতাধীন 'যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি' এর মাধ্যমে ৫টি ফুল/সবজিপলি হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণকৃত পলি হাউজের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সেচকাজে ব্যবহার এবং প্রয়োজনে ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ করা হচ্ছে। এতে প্রায় ২৫ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

পোর্টেবল/মোভেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা : সাধারণত চরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ সম্ভব হয় না। সে কারণে মাটির ওপর দিয়ে HDP পাইপ দিয়ে সেচের পানি পরিবহন করা হয়। বন্যার সময় HDP পাইপ অপসারণ করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া যায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির আওতাধীন 'কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি' এর মাধ্যমে ২০টি প্রদর্শনীতে ৩০,০০০ মিটার পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ করা হয়েছে। যার ফলে প্রায় ২০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হবে।

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জে ও নরসিংদী জেলার পলাশে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের কুলিং কাজে ব্যবহারের জন্য বিপুল পরিমাণ পানি উত্তোলন করা হয় এবং গরম অবস্থায় তা আবার নদীতে নির্গত হয়। তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের এই পানি ঠাণ্ডা করে বিএডিসির নিজস্ব প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী জেলার প্রায় ২২,৭৮৫ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। গ্র্যাভিটেশনাল ফ্লোর মাধ্যমে অধিকাংশ স্থানে সেচ দেয়া হচ্ছে। এতে নামমাত্র মূল্যে কৃষক সেচ সুবিধা পাচ্ছে। অপরদিকে জ্বালানি সাশ্রয় এবং ফসলের উৎপাদন খরচ হ্রাস পাচ্ছে।

ফ্লেক্সিবল হোস পাইপ/ফিতা পাইপ সরবরাহ : সেচযন্ত্রের কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি এবং সেচের পানির অপচয় রোধকল্পে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বমোট ৮৪,৮০০ মি : ফ্লেক্সিবল হোস পাইপ/ফিতা পাইপ সরবরাহ করা হয়েছে। যা সেচকাজে ব্যবহার করে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কৃষকগণও উপকৃত হচ্ছেন।

অবকাঠামো নির্মাণ/সংস্কার : বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ উইং এর আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মেরামত অযোগ্য ০৭টি জরাজীর্ণ অফিস ভবন কনডেম ঘোষণা করে পুনঃনির্মাণ এবং মেরামত/সংস্কারযোগ্য মোট ২১টি ভবন মেরামত/সংস্কার করা হয়েছে। ফলে দাপ্তরিক কাজের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নথি/ফাইলপত্র ও মালামাল সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও সরকারি জমি সুরক্ষার নিমিত্ত মোট ২৪২৫ রা.মি. বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ/সংস্কার করা হয়েছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ : বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির মাধ্যমে পরিচালিত সেচযন্ত্রসমূহ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার, ফসলের নিবিড়তা ও সেচ দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ২৫৯৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এতে কৃষকের সেচ স্কিম ও সেচযন্ত্র পরিচালনায় দক্ষতা বেড়েছে এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

বিএডিসির মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় তিউনিশিয়া ও মরক্কো হতে টিএসপি, মরক্কো ও সৌদি আরব হতে ডিএপি এবং বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে এমওপি সার আমদানি করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির মাধ্যমে টিএসপি ৩.১৫ লক্ষ মে.টন, এমওপি ৪.৭৮ লক্ষ মে.টন ও ডিএপি ৩.৬৭ লক্ষ মে.টন, সর্বমোট ১১.৬০ লক্ষ মে.টন সার আমদানি করা হয়েছে। উক্ত সময়ে টিএসপি ৪.০৫ লক্ষ মে.টন, এমওপি ৪.০৮ লক্ষ মে.টন ও ডিএপি ২.৯৩ লক্ষ মে.টন, সর্বমোট ১১.০৬ লক্ষ মে.টন সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসি ২১টি অঞ্চলের ৪৭টি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সার সংক্রান্ত অর্জন

ক্রমিক নং	আমদানি ও বিতরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানি ও বিতরণ	
		আমদানি (লক্ষ মেট্রিক টন)	বিতরণ (লক্ষ মেট্রিক টন)
১.	টিএসপি	৩.১৫	৪.০৫
২.	এমওপি	৪.৭৮	৪.০৮
৩.	ডিএপি	৩.৬৭	২.৯৩
	মোট	১১.৬০	১১.০৬

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিএডিসির নন-নাইট্রোজেনাস সারের ডিলার ও কৃষক পর্যায়ে ভর্তুকিমূল্য নিম্নরূপ:

সারের নাম	ডিলার পর্যায়ে (টাকা/কেজি)	কৃষক পর্যায়ে (টাকা/কেজি)
টিএসপি	২০.০০	২২.০০
এমওপি	১৩.০০	১৫.০০
ডিএপি	২৩.০০	২৫.০০

বিএডিসি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	অবমুক্ত (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি (%)
২৪	৫৮০.৭৫	৫৮০.৭২	৫৭৭.৯৭	৯৯.৫২%

১. ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প

১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- গুণগত মানসম্পন্ন ১৬,৫০০ মে.টন ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন ও তা কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- ডাল ও তৈল বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়তা করা;
- ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকায়ন করা;
- ডাল ও তৈলবীজের উপর কর্মকর্তা ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- নতুন প্রযুক্তি চালু, পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা।

১.২ প্রকল্প এলাকা : ৭টি বিভাগ, ৪৭টি জেলা, ১৪২টি উপজেলা।

১.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০

১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৫৪৬৪.১৪ লক্ষ টাকা

১.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা

১.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা

১.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৯৮৮.৬৪ লক্ষ টাকা

১.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	২৫০০	৭৫০	৭৫০	১০০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	জন	১০০	৪০	৪০	১০০
ভিত্তি বীজ উৎপাদন	মে. টন	৭১০	১৪৪	১৪৪	১০০
বীজ ক্রয়	মে. টন	১৬৭৯০	৩৭২০	৩৭২০	১০০
বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন (২০০ কেভিএ)	সংখ্যা	৩	১	১	১০০
স্টান্ডবাই জেনারেটর (১০০ কেভিএ)	সংখ্যা	১	১	১	১০০
প্লাস্টিক/কাঠের ডানেজ	সংখ্যা	১০০০	৩১০	৩১০	১০০
অফিস কাম গ্যারেজ	ব. মি.	৭৮০	১৭০	১৭০	১০০
গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কক্ষ	ব. মি.	৭২০	৪১০	৪১০	১০০
বীজ গুদাম নির্মাণ	ব. মি.	১৫৫০	৪০০	৪০০	১০০
ট্রানজিট বীজ গুদামঘর নির্মাণ	ব. মি.	৩৭৫	৩৭৫	৩৭৫	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা. মি.	১৯৮০	৫৮০	৫৮০	১০০

২. ধান, গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প

২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ১,৫০,০০০ মে : টন গুণগত মানসম্পন্ন দানাশস্য বীজ (ধান, গম ও ভুট্টা) উৎপাদন এবং সংগ্রহ,
- সংগৃহীত বীজের মান পরীক্ষা করা এবং সঠিকভাবে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং চাষি পর্যায়ে বিতরণ নিশ্চিত করা;
- বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মাননিয়ন্ত্রণে সেবা প্রদান।

২.২ প্রকল্প এলাকা : ০৬টি বিভাগ, ৩৫টি জেলা, ১৬৬টি উপজেলা।

২.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০

২.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩১১৮০.৬৭ লক্ষ টাকা

২.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা

২.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা

২.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৬৪৯৮.৭৯ লক্ষ টাকা

২.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		
			শতকরা অগ্রগতি (%)	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
ধান, গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ	মে.টন	১৫০০০০	২৯৭৭৪	৩০৬০৯.৯২	১০২
কৃষক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২৬১০	৪২০	৪২০	১০০
জার্মিনেটর	সংখ্যা	১২	৪	৪	১০০
সিড ক্লিনার কাম গ্রেডার	সংখ্যা	১২	৪	৪	১০০
ফিউমিগেশন সিট	সংখ্যা	২৭০	১২০	১২০	১০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	বর্গ মি.	১৫০০	৬০০	৬০০	১০০
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	৭০০০	৩৫৪১	৩৫৪১	১০০
বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	রা. মি.	৪৮০০	১০০০	১০০০	১০০

৩. সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প এলাকায় ও এগ্রোসার্ভিস সেন্টারে অতিরিক্ত ২০০ টন ফল এবং ৪০০ টন সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে ৪০০০ হেক্টর এলাকা বৃদ্ধিকরণ। পাশপাশি প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে ১০ লক্ষ্য উন্নতমানের ফল সবজি চারা, গুটি, কলম ও সবজি বীজ সরবরাহ করা;
- প্রকল্প মেয়াদে ১৬৮০ জন যুবক ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দরিদ্রতা দূরীকরণ;
- কৃষকদের মধ্যে ফল, ফুল, সবজি, অর্কিড, ঔষধি গাছের উন্নত ও উচ্চফলনশীল গ্রাফট, গুটি চারা উৎপাদন এবং বিতরণ;
- টাটকা শাকসবজি, ফল এবং মসলার উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জাতীয় পুষ্টি ঘাটতি হ্রাসকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- প্রকল্প এলাকার কৃষকগণকে বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে অবমুক্তকৃত নতুন উদ্যান জাতীয় ও অন্যান্য ফসলের বিভিন্ন জাতের বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

৩.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ০১টি, ০৩টি জেলা, ০৩টি উপজেলা।

৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : মার্চ ২০১৫ হতে জুন ২০১৯

৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৫৭৭.৩৩ লক্ষ টাকা

৩.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৫৮.০০ লক্ষ টাকা

৩.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৫৬.৪৯ লক্ষ টাকা

৩.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৫.২৫ লক্ষ টাকা

৩.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৩.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষিক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	জন	১৬৮০	৩৩৬	৩৩৬	১০০
এক্সপোজার ভিজিট	জন	২১	১৪	৭	১০০
প্লান্ট মেটেরিয়াল (চারা, কলম/গুটি) বিতরণ	লক্ষ	১০.০০	২	১.৯২	১০০
প্রদর্শনীর জন্য বীজ/কলম/চারা	টি পট	১০০	২০	২০	১০০
সবজি/ফল গাছের চারা, কলম উৎপাদন	থোক	থোক	থোক	থোক	১০০

৪. বিএডিসির বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাদি প্রতিস্থাপন, নবায়ন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ উচ্চফলনশীল ফল ও সবজি চারাসহ ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও তৈল, পাট, আলু এর ২,৪৯,৮০০ মে.টন মানসম্পন্ন বীজের যোগান বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রসমূহের প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান ১০০টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হালনাগাদের মাধ্যমে বীজের বাজারজাতকরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা; এবং
- বেসরকারি পর্যায়ের বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।

৪.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ০৭টি, ৪৩টি জেলা, ৪৩টি উপজেলা।

৪.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯

৪.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৩১৮৮.৫৫ লক্ষ টাকা

৪.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪৪৭২.০০ লক্ষ টাকা

৪.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৪৪৭২.০০ লক্ষ টাকা

৪.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪৪২৭.৭৯ লক্ষ টাকা

৪.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৪.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
যানবাহন, খামার ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি মেরামত	থোক	থোক	থোক	থোক	১০০
বীজ গুদাম মেরামত	সংখ্যা	৮০	৯	৯	১০০
অফিস ভবন মেরামত	সংখ্যা	৩১	৬	৬	১০০
সিড টেস্টিং ল্যাবরেটরি মেরামত	সংখ্যা	১৫	৩	৩	১০০
পরিদর্শন বাংলো মেরামত	সংখ্যা	১৪	২	২	১০০
ট্রাক ক্রয়	সংখ্যা	৫	৫	৫	১০০
ডাবল কেবিন পিকআপ	সংখ্যা	১৫	৭	৭	১০০
অটো হিট সিলার	সংখ্যা	৪০	১০	১০	১০০
অটো সিড প্রসেসিং প্যান্ট	সংখ্যা	১	১	১	৯০
কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	২৬	৬	৬	১০০
ইমপ্লিমেন্ট শেড নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	৭	৭	১০০
অভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তা নির্মাণ	রা. মি.	৬১৬৮	৪১৬৮	৪১৬৮	১০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	সংখ্যা	২১	৩	৩	১০০
অফিস ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	২	২	১০০
ট্রানজিট গোডাউন নির্মাণ	সংখ্যা	২০	৩	৩	১০০
লোডিং আনলোডিং শেড নির্মাণ	সংখ্যা	৩১	১১	১১	১০০
বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	রা.মি.	১১২৬৮	১৩২৯	১৩২৯	১০০

৫. বিএডিসির সবজি বীজ বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বিএআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন;
- কৃষক, বেসরকারি বীজ উৎপাদক ও বীজ ডিলারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর ও
- হাইব্রিড সবজি বীজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো।

৫.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ০৮টি, ২৪টি জেলা, ৯৫টি উপজেলা ও ৯টি সিটি করপোরেশন।

৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩

৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩৯৬০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৫১.০০ লক্ষ টাকা

৫.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৫১.০০ লক্ষ টাকা

৫.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৫০.৬৯ লক্ষ টাকা

৫.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৫.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
প্রশিক্ষণ	জন	৪৬৯৯	৭২৫	৭২৫	১০০
বিভিন্ন জাতের হাইব্রিড সবজি বীজ উৎপাদন (হাইব্রিড টমেটো, হাইব্রিড বেগুন, হাইব্রিড করলা, হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া)	কেজি	৫১১৫	৮৯	৯০	১০১
প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ	কেজি	২৭৩	০.৭৭৬	০.৭৭৬	১০০
ডাবল কেবিন পিকআপ	সংখ্যা	১	১	১	১০০
সাবমার্সিবল নলকূপস্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যসম্পাদন (১ কিউসেক)	সংখ্যা	২	১	১	১০০
ফিল্ড সরঞ্জাম, রোটাভেটর, পাউ, হ্যান্ড ট্রলি, বহনযোগ্য ময়েশ্চার মিটার	সংখ্যা	৩১	৯	৯	১০০

৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন এবং বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রকল্প

৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত চাঁদপুর চুক্তিবদ্ধ বীজআলু উৎপাদন জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষি পুনর্বাসন;
- হিমাগারে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বীজআলু বাছাইকরণ, প্যাকেজিং সুবিধা উন্নতকরণ এবং বীজ শুকানোর জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;
- অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনে উৎপাদিত মানসম্মত বীজআলু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্পন্নের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- চাঁদপুরসহ পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, নোয়াখালী জেলাসমূহের বীজআলুর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উল্লিখিত জোনের বীজআলু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।

৬.২ প্রকল্প এলাকা : বিভাগ ১টি, ২টি জেলা, ০৬টি উপজেলা।

৬.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০

৬.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১১৩৪.০০ লক্ষ টাকা

৬.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৪৮.০০ লক্ষ টাকা

৬.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১৪৮.০০ লক্ষ টাকা

৬.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৪৭.৯৭ লক্ষ টাকা

৬.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৬.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষি পুনর্বাসন	জন	৬৪	৬৪	৬৪	১০০
মোটরসাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	২	২	২	১০০
পাওয়ার স্প্রেয়ার ক্রয়	সংখ্যা	২০	১৩	১৩	১০০
ত্রিপল ক্রয়	সংখ্যা	২০	২০	২০	১০০

৭. চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরোরচরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প

৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বোরোরচরের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি মূল্যায়ন;
- বোরোরচরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপন করা হলে খামারের আওতাধীন চর মেঘনা নদীর প্রবাহের ফলে ক্ষয় বা ভাঙন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না তা নির্ধারণ;
- খামারস্থ সম্ভাব্য ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না;
- বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো যথা বীজ গুদাম, অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সানিংফ্লোর, থ্রেসিং ফ্লোর, হেরিংবন্ড রাস্তা ও গভীর নলকূপ নির্মাণ করা যাবে কি না তা মূল্যায়ন করা।

৭.২ প্রকল্প এলাকা : ১টি বিভাগ, ১টি জেলা, ১টি উপজেলা।

৭.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : মার্চ ২০১৭ হতে নভেম্বর ২০১৮

৭.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৮৪.৯০ লক্ষ টাকা

৭.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২১৩.০০ লক্ষ টাকা

৭.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২১২.৪১ লক্ষ টাকা

৭.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২০৫.৯৩ লক্ষ টাকা

৭.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৭.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই (ছয় মাস)	লক্ষ টাকা	১৯১.৭৮	১৩১.৫৩	১২৯.৭৫	৯৯

৮. বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প

৮.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষক ও সকল ভোক্তা পর্যায়ে গুণগত মানসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ফলমূল, শাকসবজি, ফুল, অর্কিড, শোভাবর্ধনকারী গাছ, ঔষধি গাছ, শাকসবজির উন্নতজাতের চারা, গ্রাফটিং, গুটি-কলম ও বীজ উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদর্শনী পটে প্রদর্শন, উৎপাদন ও বিতরণ;
- বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার চাষি, নার্সারি মালিক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্যান ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের উদ্যা ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবংটিস্যুকালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত মাতৃগুণাগুণ সম্পন্ন উচ্চমূল্যের উদ্যান ফসলের চারা উৎপাদন ও বিতরণ;
- মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিকট ফলমূল, শাকসবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ;
- কৃষি যন্ত্রপাতি, টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি, অফিস ভবন, খামার উন্নয়ন, বিভিন্ন স্থাপনা, যানবাহন ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

৮.২ প্রকল্প এলাকা : ০৫ বিভাগ, ১১টি জেলা, ৬৩টি উপজেলা ও ৪টি সিটি করপোরেশন।

৮.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২

৮.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১০৩৫৭.৩৫ লক্ষ টাকা

৮.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৭৯২.০০ লক্ষ টাকা

৮.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৭৯২.০০ লক্ষ টাকা

৮.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৭৮৩.৯৬ লক্ষ টাকা

৮.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৮.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	জন	২৯০৮০	৩৫২০	৩৫২০	১০০
বায়োটেকনোলজি প্রশিক্ষণ	জন	৪৫	১৫	১৫	১০০
নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের কলাকৌশল প্রশিক্ষণ	জন	৩০০	৭৫	৭৫	১০০
হাইড্রোফোনিক্স/এয়ারফোনিক্স প্রশিক্ষণ	জন	৭৫	৩০	৩০	১০০
স্থানীয় বীজ নারিকেল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৮.১০	১.৯২	১.৯২	১০০
ইনব্রিড ড্রোয়ার্ফ নারিকেল চারা	লক্ষ সংখ্যা	০.০৫	০.০২৫	০.০২৫	১০০
গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা ও ডালিয়ার বিভিন্ন জাত সংগ্রহ	সংখ্যা	৩৭৫	৩৭৫	৩৭৫	১০০
ক্যাকটাস, অর্কিড ও জারবেরা সংগ্রহ	সংখ্যা	৩১০০	২৫৯৭	২৫৯৭	১০০
নিরাপদ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	কেজি	২১০০	৩০০	৩০০	১০০

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সবজি ও মসলার বীজ ক্রয়	কেজি	৮৭০০	৭০০	৭০০	১০০
ফলের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২৯.০০	২.০০	২.০০	১০০
ঔষধি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	২.৩০	০.১০	০.১০	১০০
ফলের গ্রাফট, গুটি উৎপাদনের জন্য প্যান্টিং ম্যাটেরিয়াল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৭.৭০	০.৪০	০.৪০	১০০
ফুল এবং শোভাবর্ধনকারী গাছের কাটিং, বাডিং, গুটি উৎপাদনের জন্য প্ল্যান্টিং ম্যাটেরিয়াল ক্রয়	লক্ষ সংখ্যা	৩.৬০	০.২০	০.২০	১০০
দেশীয় ও বাণিজ্যিক ফলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	১০০	৩০	৩০	১০০
শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজির প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	২৭৫	৮০	৮০	১০০
এক্সোটিক ফলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	৫৫	৯	৯	১০০

৯. ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ-৪র্থ পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎস হিসেবে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির অবস্থা (পরিমাণ ও গুণাগুণ) পর্যবেক্ষণ ও ডাটা সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচের পানির উৎসের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিটি প্রযুক্তির প্রয়োগ;
- ক্ষুদ্রসেচের কাজে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচকৃত এলাকা, সেচ ও উৎপাদন খরচ, উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ইত্যাদি জরিপের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ;
- ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তথ্য পুস্তক, বুলেটিন, সাময়িকী, ট্রেনিং ম্যানুয়্যাল, রিপোর্ট ও প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ কর্মসূচি, প্রকল্প, নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার ও নীতি নির্ধারকগণকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।
- প্রকল্পের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহের বিষয়ে দক্ষতা, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ডাটাকে তথ্যে রূপান্তর করে সামগ্রিক কাজের গতিশীলতা আনয়ন।

৯.২ প্রকল্প এলাকা : ৮ বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ৪৬৩টি উপজেলা।

৯.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১
৯.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৫৪৭৪.৪৯ লক্ষ টাকা
৯.৫	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
৯.৬	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা
৯.৭	২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৫৪৫.১১ লক্ষ টাকা
৯.৮	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৯.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স	সংখ্যা	৪	১	১	১০০
পরীক্ষাগারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি	সেট	৪২	৫	৫	১০০
ফিল্ডকিটের রিএজেন্ট ক্রয়	সেট	৫০	২৫	২৫	১০০
সেচযন্ত্রের সংখ্যা, সেচ এলাকা ও সেচ খরচের উপর সমীক্ষা	জন	৩০০	৩০০	৩০০	১০০
ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য অ্যাকুইফার ম্যাপিং সংক্রান্ত সমীক্ষা	জন	২৩৯	২৩৯	২৩৯	১০০
জিপ	সংখ্যা	১	১	১	১০০
পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি	সেট	৩৩	৭	৭	১০০
ডাটা লগার ক্রয়	সেট	৭০০	২২০	২২০	১০০
কম্পিউটার, ল্যাপটব, ফটোকপিয়ার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ডিজিটাল ডিসপে মনিটর ক্রয়	সেট	১২	৬	৬	১০০
পাইপ, ইউপিভিসি ফিল্টার ও যন্ত্রপতি ক্রয়	সেট	৭০০	২০০	২০০	১০০
ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষণের জন্য নলকূপ	সেট	৩৫০	১৮০	১৮০	১০০
লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণে নলকূপ	সেট	৬০	৮	৮	১০০

১০. নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রতি বছর ১৯০৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯৫২৭৭ মেট্রিক টন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- মেঘনা মোহনার অতিরিক্ত মিষ্টি পানি ব্যবহার করে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও উৎপাদন এর মাধ্যমে অধঃপতিত জমির পুনর্জীবন প্রদান।
- পরিবেশবান্ধব সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সেচের উন্নয়ন।
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে ২০০০ হেক্টর জমি কৃষি উৎপাদনের আওতায় আনয়ন।
- ক্ষুদ্রসেচ সেক্টরের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষক দলভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ।

১০.২ প্রকল্প এলাকা : ১ বিভাগ, ৩টি জেলা, ২০টি উপজেলা।

১০.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১

১০.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৪৩৭০.৬৬ লক্ষ টাকা

১০.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪৫০৬.০০ লক্ষ টাকা

১০.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৪৫০৬.০০ লক্ষ টাকা

১০.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪৫০৫.৭১ লক্ষ টাকা

১০.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১০.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন ও সংস্কার	কিমি.	৪০০	১৩০	১৩০	১০০
১, ২, ৫, ১০ কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপি পাম্প সেট ক্রয়	সেট	১৬৫	১৬০	১৬০	১০০
১, ২, ৫ কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপি পাম্প ক্ষেত্রায়ন	সেট	১৬৫	৫	৫	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ সংগ্রহ	সেট	১৬৫	১০০	১০০	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল সেচপাম্প স্থাপন	সেট	১০	২	২	১০০
১, ২, ৫, ১০ কিউসেক পাম্পের ভূগর্ভস্থ পাইপ					
লাইন নির্মাণ	কিমি.	১৮৭	২৫	২৫	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১২৫	৩৮	৩৮	১০০
সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকীকরণ	সংখ্যা	১৬৫	৩০	৩০	১০০
কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	০২	০১	০১	১০০
কৃষক, ম্যানেজার ও ফিল্ডম্যান প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৪০	০৯	০৯	১০০

১১. বৃহত্তর বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ১৮৩৪৩.১ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ৮২৫৪৩.৯৫ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচব্যবস্থার উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশন ত্বরান্বিতকরণ;
- সেচকাজে On Farm Water Management Technology এবং Alternate Wetting and Drying (AWD) প্রযুক্তির বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ফলন পার্থক্য (Yield Gap) কমানো;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন।

১১.২ প্রকল্প এলাকা : ০২ বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৪৭টি উপজেলা।

১১.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১
১১.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	৮৯৯৩.৯৭ লক্ষ টাকা
১১.৫	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা
১১.৬	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা
১১.৭	২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা
১১.৮	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

১১.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১, ২ ও ৫-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	৮৫	৮৫	৮৫	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	১২৫	৯০	৯০	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন	কিমি.	২৫০	৮৮	৮৮	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১২১	৪১	৪১	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১২৫	৪১	৪১	১০০

১২. লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ সম্প্রসারণের মডেল স্থাপনের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প

১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন, অন্যান্য সেচ অবকাঠামো ও আন্তঃসংযুক্ত সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার সানিয়াজান ইউনিয়নের সেচযোগ্য ১৮০২ হেক্টর জমি ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচের আওতায় আনা;
- উন্নত সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ খরচ হ্রাস/সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন।

১২.২ প্রকল্প এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা।

১২.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০

১২.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৫৮৫.৯৫ লক্ষ টাকা

১২.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১০৩৫.০০ লক্ষ টাকা

১২.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১০৩৫.০০ লক্ষ টাকা

১২.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১০৩৪.৬৫ লক্ষ টাকা

১২.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১২.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কিমি.	১০	৪	৪	১০০
২ কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	১০	১০	১০	১০০
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	২০	১০	১০	১০০
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	২০	০৮	০৮	১০০
২৫০ মি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	৩০	১০	১০	১০০
১৫০ মি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	২০	১০	১০	১০০
ধান মাড়াই, ভাঙানো ও ঝাড়াই যন্ত্র ক্রয়	সেট	৪০	১০	১০	১০০
ড্রিপ সেচ পদ্ধতির পরীক্ষামূলক পট স্থাপন	সংখ্যা	১০	৫	৫	১০০
ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ	সংখ্যা	১০	২	২	১০০
ওয়াটার পাসিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	১০	১০	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১০০০ মি.)	সংখ্যা	৬০	২৮	২৮	১০০

১৩. সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সৌরশক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২২০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১১০০০ মে.টন খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৬৬০০ কৃষক পরিবারকে উপকার করা;
- সেচকাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের সাশ্রয় এবং বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন এলাকায় সৌরশক্তিনির্ভর সেচসুবিধা সম্প্রসারণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যবিমোচন।

১৩.২ প্রকল্প এলাকা : ৮টি বিভাগ, ৩৪টি জেলা, ১৪১টি উপজেলা।

১৩.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৩

১৩.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৮২৬৩.০৬ লক্ষ টাকা

১৩.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৭৭৮.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৭৭৮.০০ লক্ষ টাকা

১৩.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৭০৫.৩৪ লক্ষ টাকা

১৩.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ৯৯%

১৩.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি
		লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	(%)
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	৪৫	৪৫	১০০
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচনালার মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	৪০	৩১	৭৮
১ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	১৫	১৫	১০০
০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপির পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	২৩	২৩	১০০
জিপ	সংখ্যা	১	১	১	১০০
ডাবল কেবিন পিক-আপ	সংখ্যা	১	১	১	১০০

১৪. বৃহত্তর খুলনা ও যশোর জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প।

১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ।
- ১২৬৬৪ হেক্টর জমিতে ভুপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ।
- প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫০৬৫৬ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।
- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ।

১৪.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৭টি জেলা, ৪৬টি উপজেলা।

১৪.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৭ হতে জুন ২০২১

১৪.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১২৬৯৭.৫৪ লক্ষ টাকা

১৪.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা

১৪.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা

১৪.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪৯৯৭.২৩ লক্ষ টাকা

১৪.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৪. ৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কিমি.	৩০০	১০০	১০০	১০০
২-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ১২০০ মিটার)	সংখ্যা	১৪০	৬৪	৬৪	১০০
১-কিউসেক এলএলপির জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৮০০ মিটার)	সংখ্যা	১০০	৪৪	৪৪	১০০
২-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত লো-লিফট পাম্প সেট ক্রয়	সেট	১০০	১০০	১০০	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ (প্রতিটি ৬০০ মি.)	সংখ্যা	৪০	২৮	২৮	১০০
বড় আকারেরর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০	৬	৬	১০০
মাঝারি আকারেরর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	১৩	১৩	১০০
ছোট আকারেরর হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	৫৬	৫৬	১০০
২-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	৩৯	৩৯	১০০
১-কিউসেক এলএলপিতে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১০০	৪৫	৪৫	১০০

১৫. স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট

১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্য (High Value) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার;
- উচ্চমূল্য ফসল সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং কৃষক দল গঠন;
- গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;
- উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;
- খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ;
- জলবায়ু সহনশীল ভূপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা;
- ভূপরিস্থ পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার।

১৫.২ প্রকল্প এলাকা : ০৩ বিভাগ, ১১টি জেলা, ৩০টি উপজেলা।

১৫.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪

১৫.৪ প্রকল্প ব্যয় : ৩৩০১৫.৯৫ লক্ষ টাকা

১৫.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১২১৩.০০ লক্ষ টাকা

১৫.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১২১৩.০০ লক্ষ টাকা

১৫.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১২০৭.৭২ লক্ষ টাকা

১৫.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৫.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
মোটর সাইকেল	সংখ্যা	২৩	২৩	২৩	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	২৫০	৬৫	৬৫	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কিমি.	২৮	১৪.৬	১৪.৬	১০০
আরটিসিয়ান ওয়েল নির্মাণ মালামাল ক্রয়	সেট	১০০	৫০	৫০	১০০
বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	মিটার	৬০০	৩০০	৩০০	১০০

১৬. সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৬.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে প্রতি বছর ১৬৪২৫ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ ও ৫০০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণপূর্বক মোট ২১৪২৫ হেক্টর জমিতে সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক ও স্থানীয় লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিতপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৫,৭০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন।
- ২০০ জন ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যান ও ৪০০ জন কৃষকের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্যদূরীকরণ।

১৬.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৪টি জেলা, ৩৮টি উপজেলা।

১৬.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৪ হতে জুন ২০১৯

১৬.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৫৬৯৩.৪৫ লক্ষ টাকা

১৬.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৯৭৯.০০ লক্ষ টাকা

১৬.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩৯৭৯.০০ লক্ষ টাকা

১৬.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৯৫১.১১ লক্ষ টাকা

১৬.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৬.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ অগ্রগতি	শতকরা অগ্রগতি (%)
৫ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎচালিত এলএলপি সেট ক্রয়	সেট	১৩৭	৩৭	৩৭	১০০
খাল/নালা/পাহাড়ি ছড়া খনন/পুনঃখনন	কিমি.	৩১৬	২৪	২৪	১০০
মাঝারি/ছোট হাইড্রোলিক স্টাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	৩০	৩০	১০০
৫-কিউসেক এলএলপির জন্য ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপলাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৭	১২১	১২১	১০০
২/১.৫-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন ফোর্সমোড নলকূপ খনন এবং কমিশনিং কাজ	সংখ্যা	৪৫	১০	১০	১০০
২/১.৫-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন ফোর্সমোড নলকূপ ও সোলার ফোর্সমোড নলকূপ স্কিমে ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা বারিড পাইপলাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৫৫	১০	১০	১০০
এলএলপি এবং ফোর্সমোড নলকূপ স্কিমে					
বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৮২	৫৯	৫৯	১০০

১৭. বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

১৭.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ৩৪০ কিমি. খাল/নালা পুনঃখনন এবং ২১৩টি সেচযন্ত্র স্থাপন ও স্থাপিত এসব সেচযন্ত্রের ব্যারিড পাইপ লাইন ও অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়নের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষনপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে ১২,৩৫৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ পূর্বক প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৪৩,২৪৩ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং ৩০,৮৮৮ মেট্রিক টন ফলমূল/শাকসবজি উৎপাদন।
- ইতঃপূর্বে নির্মিত সেচ অবকাঠামো ও প্রকল্পের স্থাপিত/স্থাপতব্য সেচযন্ত্র ও ভূপরিস্থ পানি সম্পদের ব্যবহার, পুনঃখননকৃত খাল/নালা ও নির্মিত/নির্মিতব্য অন্যান্য সেচ অবকাঠামো দ্বারা ২৪,৩২২ হেক্টর জমিতে সেচ দিয়ে প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৮৫,১২৭ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ৬০,৮০৫ মেট্রিক টন ফলমূল/শাকসবজি উৎপাদন।
- প্রকল্প এলাকায় ৩০০ জন সেচ স্কিমের ম্যানেজার/অপারেটর/ফিল্ডম্যান এবং ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধিপূর্বক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্যদূরীকরণ।

১৭.২ প্রকল্প এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৩৩টি উপজেলা।

১৭.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০২০

১৭.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১১৬৩০.৪৩ লক্ষ টাকা

১৭.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২২১৭.০০ লক্ষ টাকা

১৭.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২২১৭.০০ লক্ষ টাকা

১৭.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২২০৭.৫৯ লক্ষ টাকা

১৭.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৭.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি.মি	৩৪০	৯৭	৯৭	১০০
১-কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	৬২	১৭	১৭	১০০
২-কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১৫৫	১০	১০	১০০
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	৬৬	২৬	২৬	১০০
১-কিউসেক সোলার পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	৩০	১০	১০	১০০

১৮. ডাবল লিফটিংয়ের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রবাহমান নদী/প্রাকৃতিক জলাধার থেকে ডাবল লিফটিং সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৫৬,৯৪৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত ১,৭০,৮৩৫ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।
- শুষ্ক মৌসুমে সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে উপযুক্ত পানি কৃষকের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জমিতে পানি সরবরাহ ও পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং 'অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি' ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকার জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- আধুনিক কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান, পানি ব্যবহারকারী সমিতি/সংগঠন এবং কৃষকের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন করা।

১৮.২ প্রকল্প এলাকা : ০৫টি বিভাগ, ২৬টি জেলা, ৭৯টি উপজেলা।

১৮.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০

১৮.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৩৫৩৭.২৪ লক্ষ টাকা

১৮.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা

১৮.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৮০০.০০ লক্ষ টাকা

১৮.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৭৭৮.৮৪ লক্ষ টাকা

১৮.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৮.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
৫-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন পরীক্ষামূলক সোলার পাম্পিং সেটের মালামাল ও সরঞ্জামাদি ক্রয় ও স্থাপন	সেট	২	১	১	১০০
ব্যারিড পাইপলাইনের মালামাল ক্রয়	সেট	১৫৯	১৬	১৬	১০০
৫-কিউসেক পরীক্ষামূলক সোলার পাম্প স্কিমে ব্যারিড পাইপলাইন ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২	১	১	১০০
৫-কিউসেক পাম্পের জন্য ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১৫৯	৩৩	৩৩	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	সংখ্যা	৫০	২০	২০	১০০
সংযোগ খাল পুনঃখনন	কিমি.	৫৫	১০	১০	১০০
৫, ১০, ১২.৫ ও ২৫ কিউসেক পাম্প স্কিমে ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ	মিটার	২০০০০	৮০০৩	৮০০৩	১০০
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	২৬৫	১৬৬	১৬৬	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	২৯	২৯	১০০

১৯. আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)

১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১১০০ ও ৮০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূপরিস্থ) দ্বারা অশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে আবাদকৃত ২২০০০ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ২২০০০ হেক্টর জমি সেচের মাধ্যমে ৯৬২৫০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা ও ২৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচের মাধ্যমে ১২৫১২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা এবং প্রতি বছর প্রায় ১০৮৭৬২ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে সেচ, খাদ্যশস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন করা।

১৯.২ প্রকল্প এলাকা : ০২টি বিভাগ, ০২টি জেলা, ০৭টি উপজেলা।

১৯.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০

১৯.৪ প্রকল্প ব্যয় : ২৩৬১.৫২ লক্ষ টাকা

১৯.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৫৪৩.০০ লক্ষ টাকা

১৯.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৫৪৩.০০ লক্ষ টাকা

১৯.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৫৪২.৬১ লক্ষ টাকা

১৯.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৯.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ	কিমি.	২	০.৫০	০.৫০	১০০
আরসিসি সেকেন্ডারি ক্যানেল নির্মাণ	কিমি.	১	০.৩০	০.৩০	১০০
টো/রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	কিমি.	০.২	০.১৪	০.১৪	১০০
১- কিউসেক এলএলপি সেচ স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	০৫	০৫	১০০
২- কিউসেক এলএলপি সেচ স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৫	০৩	০৩	১০০

২০. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

২০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ১০টি ড্যাম (৮টি রাবার ড্যাম ও ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম) নির্মাণ করে ১২,২৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এনে ৫৫,১২৫ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা।

২০.২ প্রকল্প এলাকা : ৪টি বিভাগ, ০৮টি জেলা, ১৩টি উপজেলা।

২০.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২০

২০.৪ প্রকল্প ব্যয়: ১৭২০০.০০ লক্ষ টাকা

২০.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২০০০.০০ লক্ষ টাকা

২০.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২০০০.০০ লক্ষ টাকা

২০.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৯৯৯.২৫ লক্ষ টাকা

২০.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২০.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	২	১	১	১০০
অবকাঠামো (রাবার ড্যাম নির্মাণ)	সংখ্যা	৮	২	২	১০০
গাইড বাঁধ নির্মাণ	কিমি.	৩০	৪	৪	১০০
ইরিগেশন ইন/আউটলেট নির্মাণ	মি.	৬০০	৯৬	৯৬	১০০

২১. ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১৫,৪৯৮ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে প্রায় ৭৭,৪৯০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- প্রকল্প এলাকায় ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত 'বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন।

২১.২ প্রকল্প এলাকা : ২টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৫৬টি উপজেলা।

২১.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২

২১.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৩৯০০.৫০ লক্ষ টাকা

২১.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪১৬০.০০ লক্ষ টাকা

২১.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৪১৬০.০০ লক্ষ টাকা

২১.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪১৫৫.১৪ লক্ষ টাকা

২১.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২১.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
জিপ ক্রয়	সংখ্যা	১	১	১	১০০
ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	সংখ্যা	১	১	১	১০০
৫ ও ২-কিউসেক এলএলপি পাম্পের পাইপ ক্রয়	কিমি.	২৩০	১৩৩	১৩৩	১০০
২-কিউসেক গণকূপ স্কিমের ব্যারিড পাইপলাইন নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয়	কিমি.	৬৫	৪৫	৪৫	১০০
১-কিউসেক সোলার এলএলপি স্কিমের ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য পাইপ ক্রয়	কিমি.	১৬	৪	৪	১০০
খাল/নালা পুনঃখনন	কিমি.	২৫০	৭০	৭০	১০০
পানি নির্গমন ব্যবস্থা নির্মাণ	সংখ্যা	২০০	৮৪	৮৪	১০০
৫/২ কিউসেক এলএলপি ও গণকূপ স্কিমে ব্যারিড পাইপলাইন স্থাপন	কিমি.	২৬০	৯৩.৫০	৯৩.৫০	১০০
সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল খনন	সংখ্যা	৫০	৬	৬	১০০
পাম্প হাউস নির্মাণ	সংখ্যা	২৫০	৩০	৩০	১০০
বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৩০	৫৭	৫৭	১০০
১-কিউসেক সোলার এলএলপি স্কিমে ব্যারিড পাইপলাইন স্থাপন	সংখ্যা	২০	১০	১০	১০০

২২. রংপুর অঞ্চলে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের তথ্য

২২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৬,১৯৭ হেক্টর জমিতে ভূপরিস্থ পানিনির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর প্রায় ৭২,৮৮৭ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য হ্রাসকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন।

২২.২ প্রকল্প এলাকা : ১টি বিভাগ, ০৪টি জেলা, ২৮টি উপজেলা।

২২.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২
২২.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১৪০৭৭.৮৩ লক্ষ টাকা
২২.৫	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৬৮৩.০০ লক্ষ টাকা
২২.৬	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৬৮৩.০০ লক্ষ টাকা
২২.৭	২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৬৮৩.০০ লক্ষ টাকা
২২.৮	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২২.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কিমি.	২০০	৫৬	৫৬	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	১৬০	৪২	৪২	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কিমি.	৩১০	৪৫	৪৫	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ	কিমি.	১৮৭	৩৮.৫	৩৮.৫	১০০
পাম্প হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	২৫	২৫	১০০
কৃষক/ম্যানেজার/ফিল্ডম্যান প্রশিক্ষণ	জন	৩০০০	৩০০	৩০০	১০০

২৩. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) অফিস ভবন এবং অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকীকরণ ও নির্মাণ প্রকল্প

২৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বিএডিসির বিদ্যমান পুরাতন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, আধুনিকায়ন এবং নির্মাণের মাধ্যমে কাজের পরিবেশ উন্নয়নপূর্বক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও অবকাঠামোসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাঠপর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম তদারকি জোরদারকরণ;
- সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও নির্মাণ করে বিএডিসির সম্পদ অবৈধ দখলমুক্ত রাখা ও সংরক্ষিত সেচ যন্ত্রপাতি সুরক্ষা করা;
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি তদারকি সহজীকরণ এবং সেচ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা;
- মাঠপর্যায়ের ক্যাম্পাসসমূহের সৌন্দর্য বর্ধন ও যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে পুকুর সংস্কার, বৃক্ষ রোপণ ও আনুষঙ্গিক কাজ এবং
- কৃষকদের প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র্যবিমোচন।

২৩.২ প্রকল্প এলাকা : ৮টি বিভাগ, ৬৩টি জেলা, ১৬৫টি উপজেলা।

২৩.৩	প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩
২৩.৪	প্রকল্প ব্যয়	:	১৯৪৮৪.৩২ লক্ষ টাকা
২৩.৫	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	১৭৪১.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৬	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	১৭৪১.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৭	২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	১৭৪১.০০ লক্ষ টাকা
২৩.৮	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

২৩.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
অফিস ভবন সংস্কার	সংখ্যা	৫৬	১৩	১৩	১০০
আবাসিক ভবন সংস্কার	সংখ্যা	৫	৩	৩	১০০
সীমানা প্রাচীর সংস্কার	রা. মি.	৮১৯৬	২৭৫১	২৭৫১	১০০
গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	৩৪	৭	৭	১০০
গ্যারেজ ও অন্যান্য	সংখ্যা	৫	১	১	১০০
মিরপুরস্থ স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কার	সংখ্যা	১৩	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
বিএডিসির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেরামত	সংখ্যা	১০	৪	৪	১০০
প্রধান কার্যালয় আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
ঢাকাস্থ সেচ ভবন আধুনিকীকরণ	সংখ্যা	১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
রেস্ট হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০১ (আংশিক)	০১ (আংশিক)	১০০
বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ	সংখ্যা	০২	০২ (আংশিক)	০২ (আংশিক)	১০০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬০৪০	১৫০০	১৫০০	১০০
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২	১	১	১০০

২৪. বৃহত্তর ঢাকা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২৭,৮০০ হেক্টর জমিতে ভূপরিষ্থ পানিনির্ভর আধুনিক সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর ৫৫৬০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ ও কৃষকের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচন;
- বৃহত্তর ঢাকা জেলা সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম ও ২য় পর্যায়) এবং শহীদ ময়েজ উদ্দিন গাজীপুর-নরসিংদী সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ ও টেকসইকরণ।

২৪.২ প্রকল্প এলাকা : ১টি বিভাগ, ০৬টি জেলা, ৩০টি উপজেলা।

২৪.৩ প্রকল্পের মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২

২৪.৪ প্রকল্প ব্যয় : ১৩৬৭২.৫০ লক্ষ টাকা

২৪.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৭০০.০০ লক্ষ টাকা

২৪.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৭০০.০০ লক্ষ টাকা

২৪.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৬৬৮.২৪ লক্ষ টাকা

২৪.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২৪.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
জিপ ক্রয়	সংখ্যা	১	১	১	১০০
কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	১০	১০	১০	১০০
আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	থোক	থোক	থোক	১০০
খালের পাড়ে বনায়ন	থোক	থোক	থোক	থোক	১০০
৫-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচ-নালা নির্মাণের মালামাল ক্রয়	সেট	২০	১৫	১৫	১০০
২-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপির ভূগর্ভস্থ সেচ-নালা নির্মাণের মালামাল ক্রয়	সেট	১২৫	৪৪	৪৪	১০০

বিএডিসি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ কোটি টাকায়

কর্মসূচির সংখ্যা	বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	অগ্রগতি
২০	১৭৩.৮৫	১৭৩.৮৫	১৭৩.৫৫	৯৯.৮৩%

ফসল সাব-সেক্টরে কার্যক্রম/কর্মসূচি

১. বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

১.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে প্রজনন বীজ ও ভিত্তি বীজ স্টেজ-১ হতে প্রয়োজনীয় ভিত্তিবীজ পরিবর্ধন;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদন এবং চাষিদের মাঝে বিতরণ করে হাইব্রিড ধান বীজের চাহিদা মেটানো;
- হাইব্রিড (F1) ধান বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে হাইব্রিড ধান বীজের আমদানি নির্ভরতা কমানো;
- খামার ব্যবস্থাপনা ও বীজ উৎপাদনের উপর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বেসরকারি উৎপাদকগণকে বীজ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক/উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- সংগঠিত বজি উৎপাদনকারীর নিকট ভিত্তিবীজ সহজলভ্যকরণ।

১.২ কার্যক্রম এলাকা: ০৮টি বিভাগ, ১৯টি জেলা, ২১টি উপজেলা।

১.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯

১.৪ কার্যক্রমের ব্যয়: ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা

১.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ: ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা

১.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত: ১৭৫০.০০ লক্ষ টাকা

১.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি: ১০০%

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনের হার (%)	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)
আউশ	১০৯৬	১০৯৬	১১০২.৪৫	১০১
আউশ (নেরিকা)	১০০	১০০	৯৫.০৮	৯৫
আমন	৩৭০০	৩৭০০	৩৫৫৩.৯৯	৯৬
আমন (নেরিকা)	২১০	২১০	১৯১.৬৩	৯১
বোরো	৩৯০০	৩৯০০	৩৭৯৩	৯৭
বোরো (নেরিকা)	৫০	৫০	৪১	৮২
হাইব্রিড ধান	৮৭০	৮৭০	৮৮৬.৬৫	১০২
আলু	১৪৪০	১৪৪০	১৭৩৬.৯০	১২১
গম	১৭০	১৭০	২৮৬.৯৯	১৬৯
অন্যান্য	১০	১০	১৬.২০	১৬২
মোট	১১৫৪৬	১১৫৪৬	১১৭০৩.৮৯	১০১

১.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

২. চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

২.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- বিএডিসির খামার হতে ভিত্তিবীজ সংগ্রহ করে এবং কৃষি গবেষণা হতে প্রাপ্ত প্রজনন বীজ থেকে কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগের মাধ্যমে ভিত্তি-১ বীজ উৎপাদনপূর্বক তা থেকে ভিত্তি (স্টেজ-২)/ প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন ও উৎপাদিত বীজ সংগ্রহপূর্বক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা, যা পরবর্তী বছর/মৌসুমে চাষিপর্যায়ে বীজ বা ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে;
- হাইব্রিড ধান/ভুট্টা বীজের প্যারেন্টাল লাইন সংগ্রহ করে প্রশিক্ষিত চাষির মাধ্যমে F1 বীজ উৎপাদন করা;
- জোন এলকায় বীজ উৎপাদক চাষিদের সংগঠিত করে বীজ প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- নতুন জাত বা কৃষি প্রযুক্তি কৃষকদের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়া ও প্রসার ঘটানো;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিবীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সময়মতো প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- বীজ শিল্প উন্নয়নের জন্য বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের সহায়তাকরণ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

২.২. কার্যক্রম এলাকা: ০৭টি বিভাগ, ৩৩টি জেলা।

২.৩. কার্যক্রমের মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯

২.৪. কার্যক্রমের ব্যয়: ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা

২.৫. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা

২.৬. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত: ৬৪৯.৯৯ লক্ষ টাকা

২.৭. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি: ১০০%

২.৮. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনের হার (%)	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)
আউশ	৫৭৬.	৫৭৬	৭৬৯	১৩৪
আমন	১০০০০	১০০০০	৯৯৩০	৯৯
বোরো	৩৩৭৯১	৩৩৭৯১	৩৩৭৯১	১০০
গম	৭৪৬৩	৭৪৬৩	৭৪৯৪	১০০
মোট	৫১৮৩০	৫১৮৩০	৫১৯৫৪	১০০

৩. উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম

৩.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষক পর্যায়ে বিপণন করে অধিক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত;
- বিএডিসির মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন বীজ উৎপাদন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে উৎপাদিত দানাশস্যের ভিত্তি, প্রত্যায়িত, মানঘোষিত বীজ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র সংগ্রহ করে মাননিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ;
- সংগৃহীত বীজগুলো প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করার পর বিতরণ মোসুমে প্যাকেট জাত করে আঞ্চলিক বীজ গুদামে প্রেরণ করা এবং আঞ্চলিক বীজ গুদাম ও বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে ডিলারদের মাধ্যমে তা বিতরণ/বিক্রয় করা। এছাড়া বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদেরকে চাহিদা মোতাবেক ভিত্তি বীজ সরবরাহ;
- ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ স্থানীয় পরীক্ষাগারে গুণগত মান পরীক্ষা করা এবং চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারে নমুনা বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান নিশ্চিত;
- সারা দেশব্যাপী একটি সুনিয়ন্ত্রিত ডিলার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ বিতরণ ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য ডিলারদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- বীজ প্রযুক্তির উপর নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিএডিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে দেশে একটি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে ওঠে;
- বেসরকারি বীজ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উৎপাদকদেরকে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ এবং বিপণন কাজে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে দেশকে সহায়তা করা।

৩.২ কার্যক্রম এলাকা: ০৭টি বিভাগ, ১৬টি জেলা, ১৬টি উপজেলা।

৩.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯

৩.৪ কার্যক্রমের ব্যয়: ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা

৩.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা

৩.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত: ৮২৫০.০০ লক্ষ টাকা

৩.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি: ১০০%

৩.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনের হার (%)	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)
আউশ	১৮৯৮	১৮৯৮	২২৩৩.২৭	১১৭
আমন	১৪৩২৮	১৪৩২৮	১৪৩৩২.২৫	১০০
বোরো	৪০৩৭৪.৯৭	৪০৩৭৪.৯৭	৩৯১১৮.১০	৯৬
গম	৯৪৩৭.৮৬	৯৪৩৭.৮৬	৭১৯৭.৮৫	৭৬
মোট	৬৬০৩৮.৮৩	৬৬০৩৮.৮৩	৬২৮৮১.৪৭	৯৫

৪. পাটবীজ উৎপাদন কার্যক্রম

৪.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- পাটের গবেষণালব্ধ প্রজনন বীজ (Breeder's Seed) হতে ভিত্তিবীজ (Foundation Seed) উৎপাদন করা;
- পাটের ভিত্তিবীজ হতে প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ (TLS) উৎপাদন করে মজুদ গড়ে তোলা;
- পরিবেশ রক্ষার জন্য পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার বর্তমান সরকারের একটি উদ্দেশ্য বিধায় অধিক পরিমাণ পাট আঁশ উৎপাদন করার লক্ষ্যে উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন করে তা সংস্থার বীজ বিপণন বিভাগের মাধ্যমে অথবা পাট বীজ বিভাগের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বীজ ডিলারদের মাধ্যমে সরাসরি চাষিদের মধ্যে বিপণন করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বীজ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি;
- বেসরকারি বীজ উৎপাদনকারীদের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উন্নত জাতের ভিত্তি বীজের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- উন্নত জাতের পাট বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।

৪.২ কার্যক্রম এলাকা: ০৫টি বিভাগ, ১৭টি জেলা, ৪৫টি উপজেলা।

৪.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯

৪.৪ কার্যক্রমের ব্যয়: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৪.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৪.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৪.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি: ১০০%

৪.৮. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনের হার (%)	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)
পাট বীজ	৪৩৭.৬০	৪৩৭.৬০	২৯৩.১৩	৬৭
আউশ	১৫০	১৯৫	১৯৬.১২	১০১
আমন	৩০১	৪১১	৪১১.৬৭	১০১
বোরো	৪৯৮.৪০	৫১৬.৭০	৫০০.০০	৯৭
গম	৩২৪	৩৩৮	৩৩৫.২৮	৯৯
আলু	১০২১.৭৯	১০৫০	১০২২.৫০	৯৭
মোট	২৭৩২.৭৯	২৯৪৭.৬	২৭৫৮.৭	৯৩.৫৯

৫. বীজের আপৎকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৫.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- যে কোন দৈব দুর্বিপাকের সময় বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বীজের ন্যায্য ও প্রতিযোগিতামূলক স্থিতিশীল মূল্য নিশ্চিত করা;
- বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরি ভূমিকা পালন করা।

৫.২ কার্যক্রম এলাকা: ০৬টি বিভাগ, ২২টি জেলা, ৬৬টি উপজেলা।

৫.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯

৫.৪ কার্যক্রমের ব্যয়: ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত: ৮০০.০০ লক্ষ টাকা

৫.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি: ১০০%

৫.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনের হার (%)	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)
আমন	২০০০	১৯৮০	১৯৮০	১০০
বোরো	৫৫০০	৫০৫১	৫০০০	৯৯
গম	১৯০০	১৪১১	১৪১১	১০০
মোট	৯৪০০	৮৪৪২	৮৩৯১	৯৯.৭

৬. জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম

৬.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- সবজির ভিত্তি বীজ উৎপাদন, আধুনিক প্রযুক্তি ও বীজ শিল্প বিকাশে সেবা প্রদান;
- সবজির উৎপাদন, ফলনশীলতা এবং মাথাপিছু প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- আত্মকর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টি লাঘব;
- সুসংগঠিত প্রথায় বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত বীজ উৎপাদন করে সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- বীজের স্বাভাবিক ব্যবহার নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা;
- সর্বোপরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে কার্যকরি ভূমিকা পালন করা

৬.২ কার্যক্রম এলাকা: ০৫টি বিভাগ, ০৫টি জেলা, ০৫টি উপজেলা।

৬.৩ কার্যক্রমের মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯

৬.৪ কার্যক্রমের ব্যয়: ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা

৬.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা

৬.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত: ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা

৬.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি: ১০০%

৬.৮. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনের হার (%)	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)
শীতকালীন সবজি বীজ	৫২.৫৬	৫২.৫৬	৫৮.৩৬	১১১
গ্রীষ্মকালীন সবজি বীজ	৫০	৫০	২৮.৩৫	৫৭ (বীজ সংগ্রহ চলছে)
পেঁয়াজ বীজ ও বাল্ব বীজ	২০৫	২০৫	২০৫	১০০
আলু, ধান ও ধৈঞ্চা বীজ	১৬০	১৬০	১৬০	১০০
মোট	৪৬৭.৫৬	৪৬৭.৫৬	৪৫১.৭১	৯৭

৭. এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম

৭.১ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- এগ্রোসার্ভিস সেন্টার কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান ১৪টি সেন্টারের মাধ্যমে শাকসবজি, ফুল, ফল উৎপাদন ও বিপণন এবং এসব ফসলসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা/গুটি কলম উৎপাদন ও সরবরাহসহ এ জাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের বিদ্যমান পুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন;
- এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বীজ, চারা, গুটি, কলম, শাকসবজি, ফল, ফল, মসলাজাতীয় ফসল ইত্যাদি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও চাষিদেরকে কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের আওতাধীন প্রকল্প এলাকার কৃষকদের শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেয়া। তাছাড়া আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর চাপ কমিয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রচলিত ও প্রবর্তনমূলক সবজি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নেয়া।

৭.২. কার্যক্রম এলাকা: ০৭টি বিভাগ, ১৩টি জেলা, ৪৮টি উপজেলা।

৭.৩. কার্যক্রমের মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯

৭.৪. কার্যক্রমের ব্যয়: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৭.৫. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৭.৬. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত: ৫০০.০০ লক্ষ টাকা

৭.৭. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি: ১০০%

৭.৮. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনের হার (%)	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)
সবজি	৫১,৯০০	৫১৯০০	৫১৯৫৯	১০০
মসলা	৫৫০	৫৫০	৫৬৪	১০০
ফলমূল	২৫৫০	২৫৫০	২৫৫৫	১০০
মোট (সবজি, মসলা, ফলমূল)	৫৫০০০	৫৫০০০	৫৫০৭৯	১০০
সবজি চারা	৩৫২০৪৫০	৩৫২০৪৫০	৩৫২০৭৭০	১০০
ফুলের চারা	৪০০০০০	৪০০০০০	৪০০১৩৫	১০০
চারা/কলম	৩৮২৯৫৫০	৩৮২৯৫৫০	৩৮২৯৯১০	১০০
নারিকেল চারা	২৫০০০০০	২৫০০০০	২৫০০০০	১০০
মোট	৮০০০০০০	৮০০০০০০	৮০০০৮১৫	১০০

সেচ সাব-সেক্টরের কর্মসূচি

১. নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি।

১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ২০টি সোলার চালিত পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১৬০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- খাল-নালা পুনঃখনন, পুকুর খনন/সংস্কার ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে প্রায় ৬২০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান;
- সেচ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৯৫০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

১.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১টি জেলা, ০১টি উপজেলা।

১.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০

১.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৮৯১.০০ লক্ষ টাকা

১.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৪৭৭.৫০ লক্ষ টাকা

১.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৪৭৭.৫০ লক্ষ টাকা

১.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৪৭৭.৪৭ লক্ষ টাকা

১.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন ও সংস্কার	কিমি.	১৫	১০	১০	১০০
পুকুর পুনঃখনন ও সংস্কার	সংখ্যা	৫	৩	৩	১০০
সোলার চালিত পাম্প স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২০	১০	১০	১০০
ওয়াটার পাসিং নির্মাণ (বড়)	সংখ্যা	১০	৫	৫	১০০
ওয়াটার পাসিং নির্মাণ (ছোট)	সংখ্যা	১৫	৮	৮	১০০

২. রাঙ্গামাটি জেলার বরকল ও কাউখালী উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

২.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন, ঝিরি বাঁধ নির্মাণ, খাল পুনঃখনন, পুকুর পুনঃখনন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- প্রায় ১৫০০ কৃষকদের মধ্যে কৃষি/সেচ যন্ত্রপাতি বিতরণ, প্রশিক্ষণ এবং নদী/লেকে ডিজেল চালিত ১-কিউসেক এলএলপি ও সোলার পাম্প ব্যবহার করে অতিরিক্ত ১,০০০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

২.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা।

২.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯

২.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৭৫৬.৪৫ লক্ষ টাকা

২.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৯৬.০৬ লক্ষ টাকা

২.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৯৬.০৬ লক্ষ টাকা

২.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৯৫.৫০ লক্ষ টাকা

২.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

২.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
০.২৫-কিউসেক সোলার পাম্প ও অন্যান্য মালামাল ক্রয়	সংখ্যা	৪	২	২	১০০
খাল পুনঃখনন	কিমি.	১৫	৮	৮	১০০
পুকুর পুনঃখনন/সংস্কার	সংখ্যা	৪	২	২	১০০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন	মিটার	৯০০০	৪৮০০	৪৮০০	১০০
ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার (ঝিরি বাঁধ/ক্যাটলক্রসিং) নির্মাণ	সংখ্যা	৮	৫	৫	১০০

৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৩.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনপার মাধ্যমে ৫০০ হেক্টর জমিতে স্বল্প খরচে সেচ সুবিধা প্রদান;
- খাল/নালা ও পুকুর পুনঃখনন এবং ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৫০০ মে.টন ফসল উৎপাদন।

৩.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, ০২টি উপজেলা।

৩.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯

৩.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৪৪০.০০ লক্ষ টাকা

৩.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ১৫৬.০০ লক্ষ টাকা

৩.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ১৫৬.০০ লক্ষ টাকা

৩.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ১৫৫.৫৫ লক্ষ টাকা

৩.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৩.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন/সংস্কার	কিমি.	৪	১	১	১০০
আরসিসি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	৩২	৮	৮	১০০
খাস/মজা পুকুর পুনঃখনন	সংখ্যা	০২	১	১	১০০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১০	৫	৫	১০০
ওয়াটার পাস/কনডুইট নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	৪	৪	১০০
২-কি.সে. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	১৩	৬	৬	১০০
০.৫-কি.সে. ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	০৬	২	২	১০০

৪. পাবনা জেলার চাটমোহর, বগুড়া ও ফরিদপুর উপজেলা ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৪.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- খাল পুনঃখনন,আউটলেট এবং ওয়াটার পাস নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা;
- লো লিফট পাম্প ও ভাসমান পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ৮৫০ হেক্টর জমিতে অল্প খরচে সেচ সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত প্রায় ২০০০ মে.টন ফসল উৎপাদন ও
- ফসল রক্ষাবাঁধ নির্মাণ করে ১৮০ হেক্টর জমির ফসল বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা।

৪.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১টি বিভাগ, ০১টি জেলা, উপজেলা ০৩টি উপজেলা।

৪.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯
৪.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৬৩০.২৫ লক্ষ টাকা
৪.৫	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	২৫৫.২৫ লক্ষ টাকা
৪.৬	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	২৫৫.২৪ লক্ষ টাকা
৪.৭	২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	২৫৪.৬৮ লক্ষ টাকা
৪.৮	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৪.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১২.৫ কিউসেক ভাসমান পাম্প ক্রয়	সেট	২	১	১	১০০
খাল পুনঃখনন/সংস্কার	কিমি.	১১	৫.৬৩	৫.৬৩	১০০
কনডুয়িট/ওয়াটার পাস নির্মাণ	সংখ্যা	৫	৩	৩	১০০
আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	৩৬	২০	২০	১০০
১-ভেল্ট স্লুইচ গেউট নির্মাণ	সংখ্যা	১	১	১	১০০

৫. চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

৫.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ৪৫ কিলোমিটার খাস মজা খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সম্পূরক সেচ প্রদান করে অতিরিক্ত ৪৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- ১০টি ১-কিউসেক সেচ এলএলপি এবং দুইটি ১ কিউসেক সোলার পাম্প ক্ষেত্রায়ণ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের মাধ্যমে ১৭০ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত সেচ সুবিধা প্রদান;
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন খরচ হ্রাস করণসহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩১০০ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- ৩০০ জন ম্যানেজার/চালক/ফিল্ডম্যান/পাম্প অপারেটর ও কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০১টি উপজেলা।

৫.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৫.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৯৮৫.০০ লক্ষ টাকা
৫.৫	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৫৩৫.০০ লক্ষ টাকা

৫.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৫৩৫.০০ লক্ষ টাকা

৫.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৫৩১.০৮ লক্ষ টাকা

৫.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৫.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষক প্রশিক্ষণ (প্রতিব্যাচে ৩০ জন)	ব্যাচ	৬	২	২	১০০
৫-কিউসেক এলএলপি	সেট	১০	৫	৫	১০০
১-কিউসেক এলএলপির জন্য সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন	সেট	২	২	২	১০০
খাস মজা খাল পুনঃখনন	কিমি.	৪৫	২০	২০	১০০
আরসিসি আউটলেট, ২ ফুট ডায়া	সংখ্যা	২০০	১০০	১০০	১০০
পাইপ কালভার্ট	সংখ্যা	৩১	১৬	১৬	১০০
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	১৫	১০	১০	১০০

৬. বান্দরবান জেলায় সৌরশক্তি চালিত পাম্পের সাহায্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি

৬.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সৌরশক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, ছড়া/খাল পুনঃখনন, ঝিরিবাঁধ নির্মাণ ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাহাড়ের ঢালে ও পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে ভূপরিস্থ পানি ব্যববহার করে ফল ও সবজি বাগানে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- কৃষকদের মধ্যে সেচ যন্ত্রপাতি বিতবণ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর করে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও ফলমূল উৎপাদন।

৬.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, উপজেলা ০৭টি উপজেলা।

৬.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০

৬.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৯২৫.০০ লক্ষ টাকা

৬.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৩৬৯.৪৯ লক্ষ টাকা

৬.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৩৬৯.৪৯ লক্ষ টাকা

৬.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৩৬৯.১৭ লক্ষ টাকা

৬.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৬.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সৌরশক্তিচালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	২৬	৯	৯	১০০
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৫	৫	৫	১০০
খাল পুনঃখনন	কিমি.	১৫	৫	৫	১০০
ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	৭	৭	১০০

৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে খাগড়াছড়ি পাহাড়ি এলাকায় ভূপরিস্থ পানির মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি।

৭.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সৌর পাম্পচালিত সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন, ঝিরিবাঁধ নির্মাণ, ছড়া/খাল পুনঃখনন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩৭০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানসহ ৯২৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- কৃষকদের মধ্যে সেচ যন্ত্রপাতি বিতরণ, প্রশিক্ষণ এবং সোলার পাম্প ব্যবহার করে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও ফলমূল উৎপাদন।

৭.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, উপজেলা ০৯টি উপজেলা।

৭.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৭.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৮৩৩.০০ লক্ষ টাকা
৭.৫	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৩৬৯.৪৯ লক্ষ টাকা
৭.৬	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৩৬৯.৪৯ লক্ষ টাকা
৭.৭	২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৩৬৯.২০ লক্ষ টাকা
৭.৮	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৭.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কিমি.	১৫	৫	৫	১০০
ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	৩	১	১	১০০
ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার	সংখ্যা	১৩	৩	৩	১০০
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৫	৫	৫	১০০
সৌরশক্তিচালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	২৬	৯	৯	১০০

৮. কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ কর্মসূচি

৮.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- কর্মসূচি এলাকায় ২০টি ০.৫ কিউসেক সোলার পাম্প স্থাপন, ৪০টি পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ, ১০টি স্প্রিংকলার ও ১০টি ড্রিপ সেচ ব্যবস্থা প্রদর্শনী পাট স্থাপনের মাধ্যমে ৪৮০ হেক্টর অতিরিক্ত জমি সেচের আওতায় এনে অতিরিক্ত ১৪৪০ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- ৬ কিমি. ফিতাপাইপ সরবরাহের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং স্বল্প পানি ব্যবহারকারী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- কর্মসূচি এলাকায় ৬০০ জন কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচের পানির অপচয় রোধ সম্পর্কে সচেতন করা।

৮.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০৩টি উপজেলা।

৮.৩	কর্মসূচির মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
৮.৪	কর্মসূচির ব্যয়	:	৮৭১.৬০ লক্ষ টাকা
৮.৫	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ	:	৪২৫.৮০ লক্ষ টাকা
৮.৬	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত	:	৪২৫.৮০ লক্ষ টাকা
৮.৭	২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি	:	৪২৫.৬০ লক্ষ টাকা
৮.৮	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি	:	১০০%

৮.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
কৃষি শ্রমিক প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	ব্যাচ	২০	১০	১০	১০০
ফিতা পাইপ সরবরাহ	কিমি.	৬	৩	৩	১০০
সোলার পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	১০	১০	১০	১০০
পোর্টেবল সেচ বিতরণ	সংখ্যা	৪০	২০	২০	১০০
স্পিংকলার সেচ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী পট স্থাপন	সংখ্যা	১০	৪	৪	১০০
ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী পট স্থাপন	সংখ্যা	১০	৪	৪	১০০

৯. যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় ফুল এবং সবজি উৎপাদন সম্প্রসারণে ড্রিপ ইরিগেশন কর্মসূচি

৯.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন, খাল পুনঃখনন, ডাগওয়েল, রেইন ওয়াটার হারভেসটিং এর মাধ্যমে সমতল ভূমিতে পানি ব্যবহার করে ফুল ও সবজি এলাকা সেচ সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান।

৯.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০১টি উপজেলা।

৯.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০

৯.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৭০৬.০০ লক্ষ টাকা

৯.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৯৬.০০ লক্ষ টাকা

৯.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৯৬.০০ লক্ষ টাকা

৯.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৮৯.৩৫ লক্ষ টাকা

৯.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

৯.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	১৫	১৫	১৫	১০০
ড্রিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৫	১৫	১৫	১০০
খাল পুনঃখনন	কিমি.	১০	২	২	১০০
ওয়াটার পাসিং/কনডুইট	সংখ্যা	৩০	৩০	৩০	১০০
ফুল/সবজি শেড নির্মাণ	সংখ্যা	৭	৭	৭	১০০
ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	১৫	১৫	১৫	১০০
রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৭	৭	৭	১০০

১০. বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি

১০.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ৪.৫০ কিলোমিটার ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করে অনাবাদি প্রায় ৩০০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ইউনিয়নের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- ২৫ কিলোমিটার খাস মজা খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জোয়ারের পানি খালে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে খালের পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিপূর্বক অতিরিক্ত ৫০০ হেক্টর জমিতে সেজ সুবিধা প্রধান;
- ০৬টি ২ কিউসেক সেচ স্কিমে ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণের মাধ্যমে ৬০ হেক্টর জমিতে অতিরিক্ত সেচ সুবিধা প্রধান;
- দুই (২)টি কিউসেক সোলার পাম্প (ভূগর্ভস্থ সেচনালাসহ) স্থাপনের মাধ্যমে ২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
- সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন খরচ হ্রাসকরণসহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণপূর্বক অতিরিক্ত ৩৫২০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন।

১০.২ কর্মসূচি এলাকা: ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০১টি উপজেলা।

১০.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২০

১০.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৯৩৬.২১ লক্ষ টাকা

১০.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৬০২.০৭ লক্ষ টাকা

১০.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৬০২.০৭ লক্ষ টাকা

১০.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৫৯১.৯১ লক্ষ টাকা

১০.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১০.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাস মজা খাল পুনঃখনন	কিমি.	২৫	১৪	১৪	১০০
ফসল রক্ষা বাঁধ	কিমি.	৪.৫	৪.৫	৪.৫	১০০
১-কিউসেক এলএলপির জন্য সোলার পাম্প ক্রয়	সংখ্যা	২	২	২	১০০

১১. পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ভূপরিস্থ পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি

১১.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ৩৬ কিমি. খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং ৭২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সৃষ্টি করে অতিরিক্ত ৫০৬৮ মে.টন খাদ্যশস্য উৎপাদন;
- সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণে পরিবহন ব্যয় হ্রাস।

১১.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০১ জেলা, ০১টি উপজেলা।

১১.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২০

১১.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৪৮৬.০০ লক্ষ টাকা

১১.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২১৫.৫০ লক্ষ টাকা

১১.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২১৫.৫০ লক্ষ টাকা

১১.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২১১.৮৬ লক্ষ টাকা

১১.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১১.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
খাল পুনঃখনন	কি:মি:	৩৬	১৬	১৬	১০০
ওয়াটার পাসিং	সংখ্যা	৭	৩	৩	১০০
আর.সি.সি আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০	৫০	৫০	১০০
ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	১৫	১৫	১০০
প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন)	ব্যাচ	২	১	১	১০০

১২. সাম্প্রতিক বন্যায় (আগস্ট-২০১৭) দিনাজপুর জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) ও গভীর নলকূপ পুনর্বাসন কর্মসূচি

১২.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- ক্ষতিগ্রস্ত এলএলপি ও গণকূপ পুনর্বাসনের মাধ্যমে সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও সেচ সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

১২.২ কর্মসূচি এলাকা : ০১ বিভাগ, ০২ জেলা, ১৪টি উপজেলা।

১২.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০

১২.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৫০৩.০০ লক্ষ টাকা

১২.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ২৯১.৫০ লক্ষ টাকা

১২.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ২৯১.৫০ লক্ষ টাকা

১২.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২৯১.৫০ লক্ষ টাকা

১২.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১২.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রমের নাম	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯		শতকরা অগ্রগতি (%)
			লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
পাম্প ঘর নির্মাণ	সংখ্যা	৪০	২০	২০	১০০
১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার	সংখ্যা	১২০	৬০	৬০	১০০
ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সেট	২৫	১২	১২	১০০
সাবমারসিবল পাম্প ও মোটর ক্রয়	সংখ্যা	৪০	২০	২০	১০০
ভূপরিস্থ/ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	মি.	৭০০০	৭০০০	৭০০০	১০০
বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	৩০	১৫	১৫	১০০

১৩. ভিয়েতনামী খাটো সিয়াম গ্রিন ও সিয়াম ব্লু জাতের নারিকেলের মাতৃবাগান স্থাপন কর্মসূচি

১৩.১ কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- স্বল্প সময়ে ফল দানকারী ভিয়েতনামি খাটো সিয়াম গ্রিন (Dua X iem X anh) এবং সিয়াম বু (Dua X iem X Luc) জাতের নারিকেল বাগান স্থাপন;
- স্থাপনকৃত ফলবাগান থেকে উৎপাদিত নারিকেল বীজ থেকে চারা উৎপাদন ও চাষিপর্যায়ে বিতরণ;

- স্বল্প সময়ে নারিকেল ফল উৎপাদনপূর্বক চাষির আর্থসামাজিক উন্নয়ন;
- স্বল্প সময়ে উন্নতমানের নারিকেল উৎপাদনপূর্বক গ্রামীণ সাধারণ মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণ;
- ফল উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্রহণ ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন।

১৩.২ কার্যক্রম এলাকা: ০৮টি বিভাগ, ২৫টি জেলা, ৩২টি উপজেলা।

১৩.৩ কর্মসূচির মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০

১৩.৪ কর্মসূচির ব্যয় : ৩১১.৭৬ লক্ষ টাকা

১৩.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ : ৯৫.৫২ লক্ষ টাকা

১৩.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবমুক্ত : ৯৫.৫২ লক্ষ টাকা

১৩.৭ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৯৫.৫২ লক্ষ টাকা

১৩.৮ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি : ১০০%

১৩.৯ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি/পিপিএনবি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনের হার (%)	অর্জন (সংখ্যা/পরিমাণ)
৪২টি খামার /কেন্দ্রসমূহে স্থাপিত মাতৃবাগানের আন্তঃপরিচর্যা	৫,০০০০টি	৫,০০০	১০০%	৫,০০০

উপসংহার : বর্তমানে বিএডিসির কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুমুখী কার্যক্রম সংবলিত এ প্রতিষ্ঠান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি। বিশ্বায়নের এই যুগে কৃষিতে যুক্ত হচ্ছে নিত্য নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা। এই নতুন প্রযুক্তি ও ধ্যান-ধারণা এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএডিসি বীজ, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া বাংলাদেশের কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে শিগগির কাজ শুরু করতে চায় বিএডিসি। দেশের জনগণ ও কৃষকের কাছে একটি আদর্শ সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, মানসম্পন্ন সার আমদানি ও সরবরাহ এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবিলার মাধ্যমে জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কার্যক্রম

বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সোলার প্যানেল ও পাম্প

যশোরের ঝিকরগাছায় বিএডিসি কর্তৃক নির্মিত নেট হাউস

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলায় কাইজান খাল পুনঃখনন ও খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ

হাইড্রোপোনিক্স প্রযুক্তিতে সবজি চাষ

বিএডিসি'র ডাবল লিফটিং সেচ প্রকল্পের আওতায় সেচ কার্যক্রম

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

www.barc.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC) জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, কর্মসূচি সমন্বয় এবং কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব। কৃষি গবেষণাকে গতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রাধিকারের আলোকে এ প্রতিষ্ঠান সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। বতর্মান সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০), রূপকল্প-২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, কার্যকরী এবং টেকসই কৃষি গবেষণা সিস্টেম গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

কৃষির উন্নয়নকল্পে উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তি এবং তথ্য উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সিস্টেভুক্ত প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণ।

লক্ষ্য

পরিকল্পনা ও সম্পদের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সক্ষমতা জোরদারকরণে দেশের সমগ্র কৃষি গবেষণা কর্মকাণ্ড একই ছাতার নিচে সমন্বিতকরণ করা। এতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন– কৃষি, বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইত্যাদির সমন্বিত কার্যক্রমও যুক্ত করা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য

কৃষি গবেষণা সিস্টেমের পুনর্গঠন ও মান উন্নয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। ১৯৯৬ সালে এক আইনের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যপরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে উক্ত আইন পর্যাপ্ত না হওয়ায় কাউন্সিলের কার্যপরিধি আরও সুসংহত করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১২ প্রণীত হয়। এ আইন প্রণীত হওয়ার প্রেক্ষিতে কাউন্সিল কৃষি গবেষণার সমন্বয়সহ গবেষণা ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার ও কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

জনবল

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ২০১২ আইনের আওতায় একটি শক্তিশালী গভর্নিং বডির নির্দেশনায় জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (National Agricultural Research System-NARS)-এর নীতিনির্ধারণী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উক্ত গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কো-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া মাননীয় সংসদ সদস্য (২জন), কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি বিষয়ক সদস্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিএডিসির চেয়ারম্যান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, ৩ জন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী এবং ১ জন কৃষক প্রতিনিধি গভর্নিং বডিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছেন।

ক্র.নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	কাউন্সিলের অনুমোদিত পদ ২০৫+১২*=২১৭টি। কর্মরত ১১৭+১২*= ১২৯ জন। * চিহ্নিত ১২টি পদ শূন্য হওয়া মাত্র বিলুপ্ত হবে।
১.	গ্রেড ১	১	-	১	
২.	গ্রেড ২	৭	৩	৪	
৩.	গ্রেড ৩	১৬	১৫	১	
৪.	গ্রেড ৪	২৬	৪	২২	
৫.	গ্রেড ৫	৪	৩	১	
৬.	গ্রেড ৬	১৬	৯	৭	
৭.	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯.	গ্রেড ৯	১১	৪	৭	
১০.	গ্রেড ১০	৫	৩	২	
১১.	গ্রেড ১১	১৫	৬	৯	
১২.	গ্রেড ১২	-	-	-	
১৩.	গ্রেড ১৩	১৫	৪	১১	
১৪.	গ্রেড ১৪	৫	১	৪	
১৫.	গ্রেড ১৫	২২	১৬	৬	
১৬.	গ্রেড ১৬	২৫	১৯	৬	
১৭.	গ্রেড ১৭	-	-	-	
১৮.	গ্রেড ১৮	৬	৪	২	
১৯.	গ্রেড ১৯	-	-	-	
২০.	গ্রেড ২০	৪৩	৩৮	৫	
	মোট	২১৭	১২৯	৮৮	

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪ জন পরিচালক, ৬ জন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ১ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন হিসাবরক্ষক এবং ১ জনকে দপ্তরি পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৯৮০	৬	১৩৩	-	১১১৯
২.	গ্রেড ১০	-	-	০১	-	০১
৩.	গ্রেড ১১-২০	১৪০	-	৩৫৩	-	৪৯৩
	মোট	১১২০	৬	৪৮৭	-	১৬১৩

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১১	-	-	১১
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১১	-	-	১১

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১৫	৯	১১	৩৫
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১৫	৯	১১	৩৫

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- Project Implementation Unit, Bangladesh Agricultural Research Council এর National Agricultural Technology Project Phase-II (PIU, BARC, NATP-2) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৯০টি Competitive Research Grant (CRG) উপ-প্রকল্প বিভিন্ন নার্স প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে।
- PIU-BARC, NATP-2 এর আওতায় ৪০টি পিবিআরজি উপ-প্রকল্প নার্স প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশে বিশেষ কার্যক্রম 'কৃষি গবেষণা কর্মসূচির' ৩২৫৭১০৩-গবেষণা খাতে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ১০টি প্রতিষ্ঠান হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৬টি গবেষণা কর্মসূচি যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়নপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৩০ জুন/২০১৯ এর মধ্যে গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।
- মাঠপর্যায়ের ও অঞ্চলভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ করে দেশের চাহিদার ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা অগ্রাধিকার ও ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ প্রণয়নসহ বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী ডকুমেন্ট প্রণয়নের কাজ করছে।
- বিএআরসি কর্তৃক নার্স প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে বিভিন্ন ফসলের উপর পরিচালিত গবেষণা ফলাফল সংবলিত করে সার সুপারিশমালা-২০১৮ (Fertilizer Recommendation Guide-2018) প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা দেশের সকল কৃষি সম্প্রসারণ ও গবেষণায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/বিজ্ঞানীদের মাঝে বিতরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- নার্স প্রতিষ্ঠান ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় বিএআরসি কর্তৃক ১৭টি ফসলের ম্যাপ তৈরির পাশাপাশি অন্যান্য ফসলের ক্রপ জোনিং ম্যাপ তৈরির লক্ষ্যে ৩০০টি উপজেলায় ক্রপ জোনিং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- AFACI প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফসল ও প্রাণিসম্পদের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যায়ন ও সংরক্ষণ এবং ফল-সবজির নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি হস্তান্তর, গমের ৫টি জাতের (বারি গম-২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০) মানসম্পন্ন বীজ বরেন্দ্র এলাকা রাজশাহী ও ভোলায় কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।
- 'Capacity Building for Conducting Adaptive Trials on Seaweed Cultivation in Coastal Areas' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০ জন কৃষককে হিপনিয়া প্রজাতি সামুদ্রিক শৈবালের কাটিং সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হিপনিয়া প্রজাতির শৈবাল কক্সবাজার জেলার নুনিয়াছড়ার এলাকার প্রায় ৫ হেক্টর এলাকাজুড়ে উন্মুক্ত সমুদ্রে চাষ করা হচ্ছে।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে 'এসডিজি রোডম্যাপ প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালা ১৪ মার্চ/২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।
- খাদ্যে ভেজাল নিরূপণে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ মাঠ ও সংরক্ষণ পর্যায়ে কৃষি পণ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার রোধ কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিজ্ঞানীদের দক্ষতা উন্নয়নে Human Resource Development Plan (HRD)- ২০২৫ অনুসরণে PIU, BARC, NATP-2 এর আওতায় ১৩৫টি (৭৪টি দেশে ও ৬০টি বিদেশে) উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা (CGIAR, AFACI, BIMSTEC) ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা হয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রস্তুতকৃত খসড়া এবং দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রস্তুতকৃত খসড়ার উপর বিশেষজ্ঞ পুল কর্তৃক পর্যালোচনা সভা ২৩ এপ্রিল/২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়নের নিমিত্ত নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভা- ১৪ ফেব্রুয়ারি/২০১৯তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন পর্যালোচনার নিমিত্ত আয়োজিত সভা-২১ জানুয়ারি/২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।
- বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে Our Actions are our Future, A# Zero Hunger World by 2030 is possible' শিরোনামে ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কেআইবি অডিটোরিয়ামে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- ২৪ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে জাতীয় সবজি মেলা-২০১৮ উপলক্ষ্যে 'নিরাপদ সবজি করব চাষ, পুষ্টি মিলবে বারো মাস' শিরোনামে কেআইবি অডিটোরিয়ামে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- জাতীয় বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও ফল মেলা-২০১৮ উপলক্ষ্যে 'পরিকল্পিত ফল চাষ যোগাবে পুষ্টিসম্মত খাবার' শিরোনামে কেআইবি অডিটোরিয়ামে জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের খসড়া কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুলের সম্মানিত সদস্যগণ কর্তৃক পর্যালোচনার নিমিত্ত আয়োজিত সভা ৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে কাজু বাদাম গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা ১১ জুন ২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।
- উন্নয়ন অগ্রাধিকার (২০১৯-২০২৩) প্রণয়নের জন্য আয়োজিত সভা-৩০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয় এর এসডিজি রোডম্যাপ প্রণয়ন উপলক্ষ্যে সভা-৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয় এর এসডিজি রোডম্যাপ প্রণয়ন উপলক্ষ্যে সেমিনার-২২ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

National Agricultural Technology Program: Phase-II Project (NATP-2)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা

বাস্তবায়নকাল : ১ অক্টোবর ২০১৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪০,২৭৩.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়নের উৎস্য : বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক, ইফাদ, ইউএসএইড

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য :

- জাতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ এবং ক্ষুদ্র, মাঝারি ও মহিলা কৃষকের বাজার ব্যবস্থা ও খামারের আয় বৃদ্ধি করা।
- কৃষি গবেষণা শক্তিশালীকরণ, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বৃদ্ধি করা, খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা ও পোস্ট হারভেস্ট ক্ষতি কমানো।

প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতি : ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ : ৭৬৪৩.০০ লক্ষ টাকা

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয় : ৭৫০৯.৫২ লক্ষ টাকা

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভৌত অগ্রগতি :

- ইউএসএইড এর অর্থায়নে ১৯০টি সিআরজি (Competitive Research Grants) উপ-প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ৪১৭২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।
- ৪০টি পিবিআরজি (Program Based Research Grants) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে মোট বাজেট বরাদ্দ ১০৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৫৯০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।
- নার্স প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪০টি পিএইচডি প্রোগ্রাম দেশে ও বিদেশে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশে বিশেষ কার্যক্রম 'কৃষি গবেষণা কর্মসূচির' ৩২৫৭১০৩-গবেষণা খাতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক নির্ধারিত ১০টি প্রতিষ্ঠান (BARI, BRRI, BINA, BSRI, BJRI, CDB, SRDI, BIRTAN, BADC, BWMRI) হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৬টি গবেষণা কর্মসূচি বিএআরসির সমন্বয়ে যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়নপূর্বক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত গবেষণা কর্মসূচিসমূহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ কর্তৃক ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বিএআরসি কর্তৃক মনিটরিং এবং রিপোর্টিং করা হয়েছে।

অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

কাউন্সিল বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে Pesticide Law 2018, Bangladesh Centre for Agricultural Genomics, Mustard Production Plan for MoA, শেখ কামাল ওয়াইল্ড লাইফ সেন্টার আইন-২০১৮, Guideline for establishing tissue culture laboratory for Potato in Bangladesh, Bangladesh Centre for Agricultural Genomics, Ecosystem Based Rice Production Plan, Bangladesh Climate Change Strategy and Action plan (BCCSAP) হালনাগাদ, জাতীয় বন নীতি-২০১৬ (প্রস্তাবিত) সংশোধনী এবং Agricultural Important Person (AIP) নীতিমালা বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করেছে। এছাড়া ক্রপ জোনিং এবংজাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮ সহ বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি-নির্ধারণী ডকুমেন্ট প্রণয়ন এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের স্বার্থে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংগে সমঝোতা চুক্তি ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা-২০১৯ এর গেজেট গত ২৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।
- Project Implementation Unit, BARC, NATP-2 এর আওতায় ১৯০টি Competitive Research Grant (CRG) উপ-প্রকল্প বিভিন্ন নার্স প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাত/উৎপাদক প্রযুক্তিসমূহ দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হবে।
- PIU-BARC, NATP-2 এর আওতায় ৪০টি পিবিআরজি উপ প্রকল্পসমূহ নার্স প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশে বিশেষ কার্যক্রম 'কৃষি গবেষণা কর্মসূচির' ৩২৫৭১০৩-গবেষণা খাতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক নির্ধারিত ১০টি প্রতিষ্ঠান হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৬টি গবেষণা কর্মসূচি ৩০ জুন ২০১৯ এর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।
- Project Implementation Unit, BARC, NATP-2 এর আওতায় ১৪০টি (৮০টি দেশে ও ৬০টি বিদেশে) উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- Project Implementation Unit, BARC, NATP-2 এর আওতায় বাস্তবায়িত CRG উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ৬৮টি প্রযুক্তি (ক্রপ-৫৪টি, প্রাণিসম্পদ-৬টি ও মৎস্যসম্পদের ৮টি) পর্যালোচনার পর্যায়ে রয়েছে।
- কাউন্সিল SDG বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের গোল-২ সহ মোট ৯টি গোলের জন্য খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে।
- কাউন্সিল ডেল্টা প্ল্যান ও জাতীয় কৃষিনীতি-২০১৮ প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।
- ক্রপ জোনিং বিষয়ক নীতিনির্ধারণী ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোড ম্যাপ ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রণীত ভিশন ডকুমেন্ট ২০৩০ অনুসরণে গবেষণার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে।
- AFACI প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফসল ও প্রাণিসম্পদের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, বৈশিষ্ট্যায়ন ও সংরক্ষণ এবং ফল-সবজির নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি হস্তান্তর, গমের ৫টি জাতের (বারি গম-২৫, ২৬,২৮, ২৯, ৩০) মানসম্পন্ন বীজ বরেন্দ্র এলাকা রাজশাহী ও ভোলায় কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।
- Capacity Building for Conducting Adaptive Trials on Seaweed Cultivation in Coastal Areas শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০ জন কৃষককে হিপনিয়া প্রজাতি সামুদ্রিক শৈবালের কাটিং সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হিপনিয়া প্রজাতির শৈবাল কক্সবাজার জেলার নুনিয়াছড়ার এলাকায় প্রায় ৫ হেক্টর এলাকা জুড়ে উন্মুক্ত সমুদ্রে চাষ করা হচ্ছে।

- GAP Standard নির্ধারণ, বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট stakeholder দের প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা এবং খাদ্যে ভেজালসহ মাঠ ও সংরক্ষণ পর্যায়ে কৃষি পণ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত 'সম্পূরক কৃষি শিক্ষা বই' প্রকাশে বিএআরসি কর্তৃক সমন্বয় করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা (CGIAR, AFACI, BIMSTEC) ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা হয়েছে।

উপসংহার

এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা অগ্রাধিকার, সমন্বয়, পুনরীক্ষণ, মূল্যায়ন এর কাজ করছে। জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিক গবেষণায় বিজ্ঞানীদের নিয়োজিত করতে সকল ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তাই আশা করা যায় আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়া সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের কার্যক্রম

জাতীয় ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও ফল মেলা উপলক্ষ্যে বিএআরসি আয়োজিত সেমিনার

৮ম দ্বিবার্ষিক মৎস্য কনফারেন্স এবং গবেষণা মেলা

কৃষি সহায়তায় ৭ম বিমস্টেক এক্সপোর্ট গ্রুপ সভা

ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ কর্মশালা

প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানের সনদ বিতরণ

কক্সবাজার জেলার নুনিয়াছড়া এলাকায় উন্মুক্ত সমুদ্রে হিপনিয়া প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল চাষ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bari.gov.bd

দেশের সর্ববৃহৎ বহুবিধ ফসলভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বর্ণীল ঐতিহ্যের অধিকারী একটি অনন্য সাধারণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৮৮০ সালের ফ্যামিন কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৬ সালে ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস্-এর অধীনে 'ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে কৃষি গবেষণার শুভ সূচনা হয়। এরপর সদাশয় ভাইসরায় লর্ড কার্জন একে 'নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচারাল রিচার্স' নামে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যদায় সমুন্নত করেন। ১৯০৮ সালে ১৬১.২০ হেক্টর জমির ওপর ঢাকা ফার্ম নামে একটি গবেষণা স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয় যা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সকল গবেষণা ইনস্টিটিউটের পিতৃ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। ঢাকা ফার্ম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে গবেষণার প্রাথমিক সুযোগ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর 'বেঙ্গল ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' এর নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্থান ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার' রাখা হয়। এই ডিপার্টমেন্টের অধীন 'গবেষণা' ও 'সম্প্রসারণ' নামে দুটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে ঢাকা ফার্মকে কেন্দ্র করে সেকেন্ড ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হলে গবেষণার দারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। ১৯৬৮ সালে দুটি আলাদা ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের একটির নাম ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (এক্সটেনশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট) এবং অন্যটির নাম ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার (রিসার্চ এন্ড এডুকেশন) রাখা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ কৃষি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর XXXII জারী করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর LXII এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

লক্ষ্য

১. ফসলের উচ্চফলনশীল, পুষ্টিমানসম্পন্ন ও প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন;
২. ফসলভিত্তিক উন্নত, আধুনিক ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও লাগসই ফসল বিন্যাস নির্ধারণ;
৩. পরিবেশবান্ধব শস্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৪. মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
৫. লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করা;
৬. শস্য সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৭. উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য

১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

মিশন

ম্যান্ডেটভুক্ত ফসলসমূহের উচ্চফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি যন্ত্রপাতি, শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা করা এবং উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমূহ হস্তান্তর করা।

ভিশন

দেশের খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জনে ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

কার্যাবলি

১. ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সংকরায়ন, মূল্যায়ন।
২. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলায় রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী, খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবনে জীব প্রযুক্তির প্রয়োগ;
৩. সমন্বিত খামার পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন;
৪. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, পুষ্টি, সাপ্লাই ভ্যালু চেইন এবং উদ্ভাবিত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তির আর্থসামাজিক উন্নয়নের ওপর বিশ্লেষণ;
৫. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফসলের নতুন জাতের প্রজনন বীজ, চারা, কলম উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করা;
৬. কৃষিতে আইসিটি এর প্রয়োগ;
৭. প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণ, উপযোগিতা, পরীক্ষণ, কর্মশালা, মাঠ দিবস ইত্যাদির আয়োজনসহ বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা প্রকাশ;
৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা;
৯. আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা সংযোগ স্থাপন;
১০. লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও খরা প্রবণ এলাকাসহ পাহাড়ি এলাকার উপযোগী ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও বিদ্যমান জনবল, নতুন নিয়োগ, পদোন্নতি (৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

২০১৮-১৯ অর্থবছরে পদোন্নতি			২০১৮-১৯ অর্থবছরে নতুন নিয়োগ প্রদান		
কমকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
৩৭	১৪	৫১	৩৩	৫২	৮৫

প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	১	১	০
২.	গ্রেড ২	৯	২	৭
৩.	গ্রেড ৩	৪২	৪১	১
৪.	গ্রেড ৪	১১৩	৮৮	২৫
৫.	গ্রেড ৫	৪	-	৪
৬.	গ্রেড ৬	২৫২	২৪১	১১
৭.	গ্রেড ৭	-	-	-
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	৩৭৫	৩৩১	৪৪
১০.	গ্রেড ১০	৬২৪	৫৭৮	৪৬
১১.	গ্রেড ১১	-	-	-
১২.	গ্রেড ১২	৩২	২৬	৬
১৩.	গ্রেড ১৩	৪৯	৩৫	১৪
১৪.	গ্রেড ১৪	৯১	৮৭	৪
১৫.	গ্রেড ১৫	৮	৬	২
১৬.	গ্রেড ১৬	৪৩৫	৩৮০	৫৫
১৭.	গ্রেড ১৭	২৫	২৪	১
১৮.	গ্রেড ১৮	১৪৫	১২৬	১৯
১৯.	গ্রেড ১৯	৩০	২৯	১
২০.	গ্রেড ২০	৬১৩	৫২৬	৮৭
	মোট	২৮৪৮	২৫২১	৩২৭

মানবসম্পদ উন্নয়ন ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউস	অন্যান্য	মোট	
১.	গ্রেড ১-৯	৭৪৫	২৭	-	১৭৮৯	২৫৬১	একাধিক বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
২.	গ্রেড ১০	২৪০	-	-	-	২৪০	
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	-	
	মোট	৯৮৫	২৭	-	১৭৮৯	২৮০১	

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট	
১.	গ্রেড ১-৯	গ্রেড ১-৯	৩০+২৬ (দেশ+বিদেশ)	১+১ (দেশ+বিদেশ)	৫৯	
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	৫৬	২	১	৫৯	

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা			
		কনফারেন্স	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১৩	১০	২১	৪৪
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১৩	১০	২১	৪৪

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের রোডম্যাপ, এপিএ, এসডিজি, ডেল্টাপ্যান এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ ও গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০১৮-১৯ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র ১৫২টি, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ৪৬৭টি, তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র ১১৮টি, ডাল গবেষণা কেন্দ্র ১১৯টি, মসলা গবেষণা কেন্দ্র ১৩৮টি, উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র ৩১টি, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ৯৪টি উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ৮০টি, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ ২২টি, জীব প্রযুক্তি বিভাগ ২৯টি, উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগ ১২টি, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ ৫৬টি, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ ১১১টি, কীটতত্ত্ব বিভাগ ৫৫টি, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২২৪টি, অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী বিভাগ ১৩টি, ফার্ম মেশিনারি এন্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ৩৫টি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১১টি, পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ ২৭টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর ৭৭টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, মৌলভীবাজার ৩৩টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ঈশ্বরদী ৩১টি আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী ২৯টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, যশোর ১৭টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বুড়িরহাট ৬৭টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রহমতপুর ৫৮টি, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা ২৯টি, পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি ২৮টিসহ পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী ৩৭টি, পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রামগড় ১৬টি মোট ২২১৮টি গবেষণা পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে।

উন্নয়ন প্রকল্প/রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	বরাদ্দ (২০১৮-১৯) (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত ব্যয় (২০১৮-১৯)	অর্জন
১.	গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	জুলাই, ২০১৫ - জুন, ২০২০	৩১৫.০০	৩১৫.০০	১০০%
২.	বাংলাদেশে তেলবীজ ও ডাল ফসলের গবেষণা ও উন্নয়ন	এপ্রিল ২০১৬ - জুন ২০২১	২৯৬.০০	২৯৫.৩৮	১০০%
৩.	উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসলের প্রযুক্তি বিস্তার প্রকল্প	এপ্রিল ২০১৬- জুন ২০২১	১৪১৯.০০	১৪১৯.০০	১০০%
৪.	ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ (বারি অঙ্গ)	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২	১১৫১.০০	১১১৯.০০	৯৭%
৫.	বাংলাদেশে শাকসবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ (বারি অঙ্গ)	জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১	৮২৪.০০	৮২৪.০০	১০০%
৬.	বাংলাদেশে মসলাজাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ	অক্টোবর, ২০১৭ - জুন, ২০২২	২০৮০.০০	২০৮০.০০	১০০%
৭.	গোপালগঞ্জ জেলায় বিএআরআই এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩	১৩০.০০	১৩০.০০	১০০%
৮.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বারি অঙ্গ)	জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৪	৪৩.০০	৪৩.০০	১০০%
৯.	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র কুমিল্লাকে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে উন্নীতকরণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২৩	৪২.০০	৪২.০০	১০০%
	মোট	০৯টি প্রকল্প	৬৩০০.০০	৬২৬৭.৩৮	৯৯.৪৮%

কর্মসূচি:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	বরাদ্দ (২০১৮-১৯) (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত ব্যয় (২০১৮-১৯)	অর্জন
১.	উদ্ভাবিত আলু ও ভিটামিন সমৃদ্ধ মিষ্টি আলুর নতুন জাতসমূহের প্রজনন বীজ উৎপাদনে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও গবেষণা ভিত্তিক কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৯	১৯৭.০০	১৯৭.০০	১০০%
২.	খেসারি, মাসকলাই ও ফেলনের জাত উন্নয়ন, বীজ উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি।	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	১৫২.০০	১৫২.০০	১০০%
৩.	কাঁচা কাঁঠালের ভেজিটেবল মিট প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	৩০৭.২৫	৩০৫.৩২	৯৯.৩৭%
৪.	আমের স্থানীয় জাতের উন্নয়ন, উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বারি উদ্ভাবিত প্রতিশ্রুতিশীল জাতসমূহের মাতৃকলম উৎপাদন ও বিতরণ কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	২৯০.০০	২৯০.০০	১০০%
৫.	ফসল নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণে চার ফসলভিত্তিক ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন ও বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	১৪০.০০	১৪০.০০	১০০%
৬.	অপ্রচলিত তেল ফসলের (সয়াবিন, সূর্যমুখী এবং তিসি) গবেষণা ও উন্নয়ন জোড়দারকরণ কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	১৪৫.০০	১৪১.২৫	৯৭.৪১%
৭.	পিঁয়াজের প্রজনন বীজ উৎপাদন কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	৯২.২০	৯২.২০	১০০%
৮.	কাঁচা আম প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	৩০.৬৩	৩০.৬৩	১০০%
৯.	গোলমরিচ, কালিজিরা এবং জিরাসহ অন্যান্য অপ্রচলিত মসলা ফসলের গবেষণা, জাত ও প্রযুক্তি উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০	২৪১.৭৫	২৪১.৭৫	১০০%
১০.	উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে সূর্যমুখী উৎপাদন ও বিস্তার এবং সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২১	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
১১.	চীনাবাদামের উন্নত জাত ও আন্তঃফসল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে চরাঞ্চলের কৃষকদের পুষ্টি ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২১	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
১২.	বাংলাদেশে অর্কিড, ক্যাকটাস-সাকুলেন্ট ও বাল্ব-করম জাতীয় ফুলের জাত উন্নয়ন, উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ও মূল্য-সংযোজন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিস্তার কর্মসূচি	জুলাই, ২০১৮-জুন, ২০২১	৪৫.০০	৪৫.০০	১০০%
মোট	১২টি কর্মসূচি	-	১৬৭০.৮৩	১৬৬৫.১৫	৯৯.৬৬%

অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অত্র ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মহোদয় জাতীয় শুদ্ধাচার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়েছেন।

বিএআরআই এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য

উল্লেখযোগ্য অর্জন

- ২০টি ফসলের ২৫টি অবমুক্তকৃত/নিবন্ধনকৃত জাত (বর্ণনা ক)
- ২৪টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি
- যুগপৎ অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতার আদান প্রদানের জন্য প্রায় ৯টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর
- ৭৯০ কপি বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৩০ কপি জার্নাল, ১০০৫০ কপি নিউজলেটার, ১৯৫৫০ কপি বই-পুস্তিকা, ফোল্ডার ইত্যাদি ব্যবহারকারীদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
- ৫৭টি কর্মশালা, ৩৯১টি প্রশিক্ষণ, ২০০টি মাঠ দিবসের মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষকের মাঠে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- ৮৫টি ইলেকট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত/প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উদ্ভাবিত জাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্ত/নিবন্ধনের তারিখ	ফলন (টন/হেক্টর)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
কন্দাল ফসল (৩টি জাত)					
১)	আলু	বারি আলু-৮০	১৮-১০-২০১৮	৩৫-৩৮	◆ কাণ্ড সবুজ, মাঝারি মোটা এবং অ্যানথোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব বেশি। ◆ পাতা মাঝারি আকারের, গাঢ় সবুজ এবং শিরায় অ্যানথোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব বেশি। ◆ ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্ব হয়। ◆ আলু ডিম্বাকৃতি এবং মাঝারি আকৃতির। ◆ আলুর চামড়া মসৃণ ও লাল এবং শাঁস ক্রিম রঙের।
২)	আলু	বারি আলু-৮১	০৪-০৪-২০১৯	৩৮ - ৫০	◆ কাণ্ড সবুজ এবং অ্যানথোসায়ানিনের বিস্তৃতি নেই। ◆ পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় অ্যানথোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুব কম। ◆ ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্ব হয়। ◆ আলু ডিম্বাকৃতি, গোলাকার এবং মধ্যম আকৃতির। ◆ আলুর চামড়া মসৃণ ও হলুদ, শাঁস হালকা হলুদ। ◆ ভাইরাস রোগ সহনশীল।
৩)	মিষ্টিআলু	বারি মিষ্টিআলু-১৬	২০-১২-২০১৮	৩০ - ৪০	◆ জীবনকাল (১২০-১৩০) দিন। ◆ গাছ প্রতি কন্দের সংখ্যা গড়ে ৬টি। ◆ কন্দ লম্বাকৃতির ও অনিয়মিত। ◆ শাঁসে ক্যারোটিনের পরিমাণ ১০৫ গ্রাম./১০০ গ্রাম। ◆ শ্বাস ও পুষ্টিগুণ বিচারে গ্রহণযোগ্যতা মাঝারি।
অপ্রধান দানাদার (১টি জাত)					
৪)	বার্লি	বারি বার্লি-৯	১৯-০৮-২০১৮	২.০ - ২.৫	◆ প্রতি গাছে ৩টি করে কার্যকর কুশি আছে। ◆ শীষ ৮.৯ সেমি. লম্বা, শীষে দানা ৬ সারি বিশিষ্ট হয়। ◆ দানা খোসামুক্ত খড় বর্ণের, ১০০০ দানার ওজন ৩৬ গ্রাম এবং খড় ৪.২ টন/হেক্টর ◆ জাতটি ৯৭-৯৯ দিনে পরিপক্ক হয়। ◆ খরাপ্রবণ এলাকায় চাষ করার উপযোগী।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্ত/নিবন্ধনের তারিখ	ফলন (টন/হেক্টর)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
ডাল ফসল (১টি জাত)					
৫)	ছোলা	বারি ছোলা-১১	১৯-০৮-২০১৮	১.২ - ১.৫	◆ গাছ মাঝারি আকৃতির ও খাঁড়া প্রকৃতির। ◆ বীজের রঙ উজ্জ্বল বাদামি, ফুলের রঙ গোলাপী। ◆ শাখা প্রশাখাসহ মূল কাণ্ডে খয়েরি পিগমেন্ট বিদ্যমান ◆ স্বল্পমেয়াদি (১০০-১০৬ দিন)। ◆ মারাত্মক রোগ বিজিএম অনেকটাই সহনশীল।
তৈল জাতীয় ফসল (১টি জাত)					
৬)	সূর্যমুখী	বারি সূর্যমুখী-৩	১২-১১-২০১৮	১.৫ - ২.০	◆ এ জাতটি বামন আকৃতির। ◆ গাছের উচ্চতা ৮০ সেমি। ◆ বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪০%। ◆ জীবনকাল ৮৪-১০৫ দিন। বীজহার ৪১০-৮২০। ◆ এ জাতটি রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়।
সবজি (১০টি জাত)					
৭)	টমেটো	বারি টমেটো-২১	১৯-০৮-২০১৮	৮০ - ৯০	◆ আকর্ষণীয় লাল রঙের আয়তাকার আকৃতির ফল। ◆ লাইকোপেন সমৃদ্ধ। ◆ গাছের বৃদ্ধি ডিটারমিনেট ধরনের। ◆ গাছ প্রতি গড়ে ফলের সংখ্যা ৪৬টি এবং গড় ওজন ৯২ গ্রাম। ◆ ফিউজেরিয়াম ও ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট রোগপ্রতিরোধী।
৮)	টমেটো	বারি হাইব্রিড টমেটো-১১	১৯-০৮-২০১৮	৪৭ - ৫০	◆ গড়ে গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ২০টি, গড় ওজন ৭৬ গ্রাম ◆ গাছ প্রতি গড়ে ফলন ১.৫০ কেজি। ◆ ফল আকর্ষণীয় লাল রঙের Oblong আকৃতির ◆ খেতে নরম ও সুস্বাদু। ◆ ভাইরাস জনিত রোগের প্রকোপ খুবই কম।
৯)	সজিনা	বারি সজিনা-১	১৫-০১-২০১৯	৪০ - ৪২	◆ উচ্চফলনশীল, গাছ মাঝারি উঁচু ◆ সারা বছরব্যাপী ফলদানকারী। ◆ ফলঝরা এবং রোগ ও পোকা প্রতিরোধী। ◆ মাকড় ও টিপ বার্ন খুব কম।
১০)	ধুন্দুল	বারি ধুন্দুল-১	১৮-০৩-২০১৯	৪২ - ৪৮	◆ গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৯৭টি ◆ গড়ে ওজন ২৩৬ গ্রাম। ◆ ফল ধরার পর ৯৬দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ◆ খেতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।
১১)	করলা	বারি হাইব্রিড করলা-২	১৮-০৩-২০১৯	৩৫ - ৩৮	◆ প্রতি গাছে গড়ে ৪৫টি করলা ধরে। ◆ ফলের গড় ওজন ১৪১.৩ গ্রাম। ◆ গড়ে গাছ প্রতি ফলন ৫.৭ কেজি। ◆ ফলের মাছি পোকার আক্রমণের মাত্রা কম।
১২)	করলা	বারি হাইব্রিড করলা-৩	১৮-০৩-২০১৯	২৫ - ২৮	◆ জাতটি খরিফ মৌসুমে আবাদ করা যায় ◆ বীজ বপনের (১০০-১২০) দিনের মধ্যে ফল ধরে। ◆ গাছ প্রতি গড়ে ৩৭টি ফল ধরে। ◆ ফলের গড় ওজন ১১২.৭ গ্রাম। ◆ গড়ে গাছপ্রতি ফলন ৪.১৭ কেজি।
১৩)	করলা	বারি করলা-৪	১৯-০৮-২০১৮	২২ - ২৫	◆ উচ্চফলনশীল, গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা গড়ে ৪০টি। ◆ ফলের গড় ওজন ১০৭ গ্রাম, গাছ প্রতি ফলন ৪ কেজি ◆ ফল মাঝারি সবুজ, লম্বা চোঙাকৃতির এবং আচিলযুক্ত। ◆ জাতটি ভাইরাস রোগ সহনশীল।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্ত/নিবন্ধনের তারিখ	ফলন (টন/হেক্টর)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
১৪)	মিষ্টিকুমড়া	বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-২	১৮-০৩-২০১৯	৪০ - ৫০	◆ কাঁচা ফলের রং গাঢ় সবুজ পরিপক্ব অবস্থায় বাদামি সবুজ। ◆ গাছ প্রতি গড়ে ৮টি ফল ধরে। ফলের গড় ওজন ৩.৪২ কেজি। ◆ ফলের মাংশল অংশের পুরুত্ব ৪.৬ সেমি.। ◆ শাঁসের মিষ্টতা ১১.০৫%।
১৫)	মিষ্টিকুমড়া	বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-৩	১৮-০৩-২০১৯	৪৫ - ৫০	◆ কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ, পরিপক্ব অবস্থায় হালকা বাদামি ◆ গাছ প্রতি গড়ে ১০টি ফল ধরে। ◆ ফলের গড় ওজন ২.৪২ কেজি। ◆ ফলের মাংসল অংশের পুরুত্ব ৩.৭ সেমি.। ◆ শাঁসের মিষ্টতা ১১%।
১৬)	পালংশাক	বারি পালংশাক-২	১০-০৪-২০১৯	৩৪ - ৩৬	◆ প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ১৮-২০টি। ◆ রোপণের ৩৫-৪০ দিন পর পাতা সংগ্রহ করা যায়। ◆ পাতা সংগ্রহের সময় পাতা ও সবুজ রঙ ধারণ করে। ◆ গড়ে পাতার দৈর্ঘ্য ২৯-৩২ সেমি. এবং প্রস্থ ১২-১৫ সেমি.। ◆ গাছ প্রতি পাতার ভক্ষণযোগ্য অংশ ১২৬-১৩০ গ্রাম।
ফল (৪টি জাত)					
১৭)	লেবু	বারি লেবু-৫ (কলম্বো লেবু)	১৯-০৮-২০১৮	২৫ - ২৮	◆ উচ্চফলনশীল, নিয়মিত ও সারা বছর ফলদানকারী। ◆ ফল ডিম্বাকৃতি, বড় সুগন্ধিযুক্ত, থোকাকারে ধরে। ◆ ফলের গড় ওজন ২৬৮ গ্রাম।টিএসএস ৭.০৭%। ◆ খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৮১.৮৭%।
১৮)	জারালেবু	বারি জারালেবু-১	১৯-০৮-২০১৮	১২ -১৫	◆ উচ্চফলনশীল, নিয়মিত প্রচুর ফলদানকারী। ◆ ফল লম্বাকৃতি ও বড়, সাধারণত একক ভাবে ধরে। ◆ ফল দেখতে উজ্জ্বল সবুজ এবংটিএসএস ৬.৭২%। ◆ খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৬৯.৯৮%। ◆ লেমন বাটার ফ্লাই ও লীফ মাইনার এর আক্রমণ কম।
১৯)	বাতাবিলেবু	বারি বাতাবিলেবু-৬	১৯-০৮-২০১৮	১১ -১৪	◆ উচ্চফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী, নাভি জাত, ফলের গড় ওজন ১ কেজি। ◆ শাঁস আকর্ষণীয় লাল রঙের, খুব রসালো, নরম, সুস্বাদু ও সম্পূর্ণ তিতাবিহীন। ◆ ফলের কোষ খুব সহজে আলাদা করা যায়। ◆ খাদ্যাপযোগী অংশ ৫৭%।টিএসএস ৮.৫ %। ◆ রোগ ও পোকা-মাকড় এর আক্রমণ কম।
২০)	অ্যাভোকেডো	বারি অ্যাভোকেডো-১	৩১-০৭-২০১৮	১০ - ১২	◆ উচ্চফলনশীল, নিয়মিত প্রচুর ফলদানকারী। ◆ গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ১৮৯টি ও গড় ওজন ৫৬২ গ্রাম। ◆ টিএসএস ১৪.৬% এবং ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০.৪%। ◆ বেটা ক্যারোটিনের পরিমাণ (৫৪.৩ মাগ্রাম/ ১০০ গ্রাম)। ◆ অসম্পৃক্ত চর্বি ওমেগা-৬ এর পরিমাণ ২০.২%।
মসলা ফসল (৫টি জাত)					
২১)	পেঁয়াজ	বারি পেঁয়াজ-৬	১০-০৪-১৯	১৬-২০	◆ শীতকালে চাষের উপযোগী, বাল্ব বড় এবং সুষম ◆ সংরক্ষণযোগ্য উন্নতমানের বেরেস্তা তৈরির উপযোগী ও ভাল বীজ উৎপাদনক্ষম ◆ শক্ত কন্দের গলা চিকন, গোলাকার, প্রতিটির গড় ওজন ৩০-৪৫ গ্রাম, অধিক ঝাঁঝযুক্ত ◆ জীবন কাল ১২০-১৪০ দিন এবংটিএসএস ১৫.৮% ◆ ফলন : বীজ (৮০০-৯৫০ কেজি/হেক্টর) ◆ রোগবালাই পোকামাকড়ের আক্রমণ কম।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	জাতের নাম	অবমুক্ত/নিবন্ধনের তারিখ	ফলন (টন/হেক্টর)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
২২)	ফিরিঙ্গি	বারি ফিরিঙ্গি-১	৩০-০৫-১৯	১.৫-২.০	◆ গাছের গড় উচ্চতা ২২-৩৫ সেমি. ◆ গাছ প্রতি প্রাথমিক শাখার সংখ্যা গড়ে ৫-৬টি ◆ গাছ প্রতি পডের সংখ্যা গড়ে ৩৬০-৪৬০টি ◆ প্রতি পডে বীজের সংখ্যা গড়ে ৮-১০টি ◆ বীজের ফলন ০.৪-০.৫ টন/হে. ◆ রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব খুবই কম হয়
২৩)	মেথী	বারি মেথী-৩	৩০-০৫-১৯	২.০ - ২.৩	◆ গাছ খাট হওয়ায় মাটিতে নুইয়ে পড়ে না এবং খাঁড়া থাকে যা ফলন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ◆ গাছ প্রতি পডের সংখ্যা গড়ে ৭০-৮০টি ◆ প্রতি পডে বীজের সংখ্যা গড়ে ১২-১৫টি ◆ গড় জীবনকাল ১১০-১১৫দিন ◆ রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব খুবই কম
২৪)	মরিচ	বারি মরিচ-৪	৩০-০৫-১৯ ১৮ - ২০ (কাচা)	৪.৫ - ৫.০ (শুকনা)	◆ গাছের গড় উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি. ◆ গাছ প্রতি প্রাথমিক শাখার সংখ্যা গড়ে ৮-১০টি ◆ পাতা ও ফল সবুজ বর্ণের ◆ প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা গড়ে ৪৮০-৫২০টি এবং ওজন ১২০০-১৪০০ গ্রাম ◆ রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব খুবই কম হয়
২৫)	পুদিনা	বারি পুদিনা-১	৩০-০৫-১৯	১০ - ১২	◆ গাছের গড় উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি. ◆ গাছ প্রতি প্রাথমিক শাখার সংখ্যা গড়ে ১৮-২০টি ◆ শাখা প্রতি পাতার সংখ্যা গড়ে ১৫-২০টি ◆ পাতার দৈর্ঘ্য ৩-৪ সেমি ও প্রস্থ ২.৫-৩.০ সেমি ◆ রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব খুবই কম হয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির তালিকা

জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ

ক্রমিক নং	প্রযুক্তির উদ্ভাবক বিভাগ/ কেন্দ্র	প্রযুক্তির নাম
১)	মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ	চার ফসলভিত্তিক (সরিষা-বোরোধান-রোপা আউশ-রোগা আমন) শস্য পর্যায়ের জন্য সার সুপারিশ
২)	মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ	চীনাবাদাম উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার
৩)	মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ	ব্রোকলি+ভুট্টার আন্তঃফসল চাষে সার সুপারিশ
৪)	কৃষিতত্ত্ব বিভাগ	মিষ্টি ভুট্টার উৎপাদন কলাকৌশল
৫)	কৃষিতত্ত্ব বিভাগ	বিটি বেগুনের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি
৬)	সরেজমিন গবেষণা বিভাগ	ভোলা অঞ্চলে গম-বোনা আউশ/রোপা আউশ-রোপা আমন ধান একটি উন্নত ফসলধারা
৭)	সরেজমিন গবেষণা বিভাগ	কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১ এ আলু-ভুট্টা-রোপা আমন ধান ফসল ধারায় সার-সুপারিশমালা
৮)	সরেজমিন গবেষণা বিভাগ	উঁচু গঙ্গাবাহিত পাবন ভূমিতে আলু-পেঁয়াজ/ভুট্টা-রোপাআমন ধান ফসল ধারায় সার সুপারিশমালা
৯)	সরেজমিন গবেষণা বিভাগ	খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলে রোপাআমন-সরিষা-মুগডাল একটি উন্নত ফসল ধারা
১০)	সরেজমিন গবেষণা বিভাগ	ভোলা অঞ্চলে পেঁয়াজের সাথে মরিচ ও বাদামের আন্তঃফসল চাষ
১১)	সরেজমিন গবেষণা বিভাগ	খুলনা অঞ্চলের উন্নত চার ফসলভিত্তিক ফসলধারা : বোরো-রোপা আমন-সরিষা
১২)	সরেজমিন গবেষণা বিভাগ	ফুলকপি উৎপাদনে সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা
১৩)	সরেজমিন গবেষণা বিভাগ	কৃষি সুরক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে বরেন্দ্র অঞ্চলে গম-মুগ-রোপাআমন ফসল বিন্যাসে আগাছা দমন

ক্রমিক নং	প্রযুক্তির উদ্ভাবক বিভাগ/ কেন্দ্র	প্রযুক্তির নাম
১৪)	সরেজমিন গবেষণা বিভাগ	চরাঞ্চলের চীনাবাদামের সাথে তিসি এর মিশ্র ফসল চাষ একটি লাভজনক প্রযুক্তি
১৫)	সরেজমিন গবেষণা বিভাগ	সিলেট অঞ্চলে সরিষা-রোপা আউশ-রোপা আমন ধান একটি উন্নত ফসলধারা
১৬)	কীটতত্ত্ব বিভাগ	জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক আইপিএম পদ্ধতিতে আমেরিকান টমেটো লিফমাইনার দমন ব্যবস্থাপনা
১৭)	উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ	ছত্রাকনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে সীম এর এনথ্রাকনোজ রোগ দমন ও রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন
১৮)	উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ	সমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে পটলের ফল পঁচা ও মাটি বাহিত রোগ দমন
১৯)	পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ	কাঁচা মরিচ সংরক্ষণ প্রযুক্তি
২০)	পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ	ডি-গ্রিনিং ও ওয়াক্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে কমলার সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি
২১)	উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র	শসার কিউকামবার মোজাইক ভাইরাস রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা
২২)	উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র	নীম প্রোডাক্ট ব্যবহার করে টমেটোর রুট নট রোগের ব্যবস্থাপনা
২৩)	পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ ও উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র	কাঁচা কাঁঠালের ভেজিটেবেল মিট তৈরি ও সংরক্ষণ
২৪)	সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ	ড্রিপ পদ্ধতিতে ফসলে সেচ প্রদানের জন্য উপযোগী ড্রিপার উদ্ভাবন

উপসংহার

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ভিত্তিক ৮টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র ও ২৮টি উপকেন্দ্র, ৬টি বিশেষায়িত ফসলভিত্তিক গবেষণা কেন্দ্র, ১৬টি বিভিন্ন গবেষণা বিভাগ, ৯টি খামার পদ্ধতি গবেষণা ও উন্নয়ন এলাকা এবং ৮৩টি বহুস্থানিক গবেষণা এলাকা দেশব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা এ যাবৎ ১৩১টি ফসলের হাইব্রিডসহ ৫৫৪টি উচ্চফলনশীল, রোগপ্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ প্রতিরোধী জাত এবং এগুলোর উন্নত চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৫২৯টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

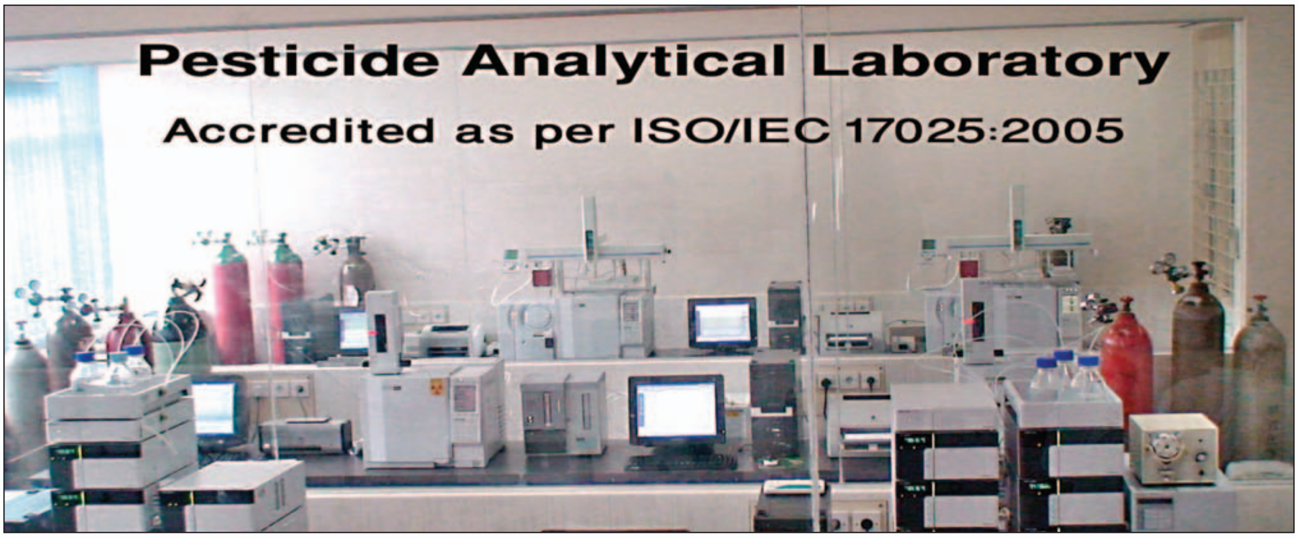

টক্সিকোলজি ল্যাব (এক্রিডিটেড)

বারি উদ্ভাবিত কফি গ্রাইন্ডার

বারি গ্লাডিওলাস

বারি দারুচিনি-১ (বাকল সংগ্রহ)

বারি গোলমরিচ-১

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.brri.gov.bd

১৯৭০ সালের ০১ অক্টোবর ঢাকার অদূরে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি ১১টি গবেষণা বিভাগ ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে ২১৬ জন বিজ্ঞানীসহ ৫৮৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উচ্চফলনশীল ধানের জাত এবং চাষাবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উচ্চফলনশীল ধানের জাত এবং চাষাবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবন।

উদ্দেশ্য

১. ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
২. ধানের ব্রিডার বীজের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ;
৩. কর্মব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন।

মিশন

১. ধান গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা;
২. ক্রমহ্রাসমান সম্পদ সাপেক্ষ জলবায়ুবান্ধব ধানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
৩. গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

গবেষণা কার্যক্রম

উনিশটি বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়কে ৮টি প্রোগ্রাম এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে ব্রি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ আটটি গবেষণা প্রোগ্রাম এরিয়া হলো-

১. জাত উন্নয়ন (Variety Development)
২. শস্য-মাটি-পানি ব্যবস্থাপনা (Crop-Soil-Water Management)
৩. বালাই ব্যবস্থাপনা (Pest Management)
৪. রাইস ফার্মিং সিস্টেমস (Rice Farming Systems)
৫. আর্থসামাজিক ও নীতি প্রণয়ন (Socio-Economic and Policy)
৬. খামার যান্ত্রিকীকরণ (Farm Mechanization)
৭. প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer)
৮. আঞ্চলিক কার্যালয় (Regional Stations)

ব্রির পরিচালক (গবেষণা) প্রোগ্রাম কমিটির সভাপতি এবং গবেষণা বিভাগের প্রধানগণ প্রোগ্রাম কমিটির সদস্য। প্রোগ্রাম কমিটির সভায় বার্ষিক গবেষণা প্রস্তাবের মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রদান করা হয়। গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে প্রতি বছর একটি গবেষণা কর্মশালার আয়োজন করা হয় যাতে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরবর্তী বছরের গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত এবং সরকারের প্রাধিকার কৃষি নীতিমালা, SDG, Southern Master Plan অনুসরণ করা হয়।

এছাড়াও ব্রি দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এজেন্সির সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট IRRI, BMGF, AFACI, JIRCAS, CSIRO, AUSAID, ACIAR, Murdoch University, Cornell University, USDA, USAID, KOICA, Norway সহ আরও অন্যান্য দেশ/সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতামূলক গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জনবল : অনুমোদিত জনবল, কর্মরত জনবল, শূন্যপদের তথ্য/২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি বিষয়ক তথ্য

ছক-১: প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য (৩০-০৬-২০১৮ তারিখে)

ক্র. নং	গ্রেড নং	অনুমোদিত পদের নাম	বিদ্যমান জনবলের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১.	গ্রেড-১	১	০	১
২.	গ্রেড-২	২	০	২
৩.	গ্রেড-৩	২৩	১৩	১০
৪.	গ্রেড-৪	৪৪	৪২	২
৫.	গ্রেড-৫	৪	৪	০
৬.	গ্রেড-৬	১০৭	১০১	৬
৭.	গ্রেড-৭	-	-	-
৮.	গ্রেড-৮	-	-	-
৯.	গ্রেড-৯	১০৩	৯১	১২
১০.	গ্রেড-১০	২২	২০	২
১১.	গ্রেড-১১	৮৮	৭৫	১৩
১২.	গ্রেড-১২	১	১	০
১৩.	গ্রেড-১৩	৫	৩	২
১৪.	গ্রেড-১৪	৫৬	৫০	৬
১৫.	গ্রেড-১৫	১১	৬	৫
১৬.	গ্রেড-১৬	৭১	৬১	১০
১৭.	গ্রেড-১৭	-	-	-
১৮.	গ্রেড-১৮	২৭	২৫	২
১৯.	গ্রেড-১৯	১	১	০
২০.	গ্রেড-২০	১০৭	৯৫	১২
	মোট	৬৭৩	৫৮৮	৮৫

মানবসম্পদ উন্নয়ন

ছক-২: মানবসম্পদ উন্নয়ন : (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৯২০০	৯	২৯৯৭	-	১২২০৬
২.	গ্রেড ১০	-	-	৬৩৬	-	৬৩৬
৩.	গ্রেড ১১-২০	২৭	১	৩৩৬৯	-	৩৩৯৭
	মোট	৯২২৭	১০	৭০০২	-	১৬২৩৯

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	১৪	৬	১	২১
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১৪	৬	১	২১

ছক-২: বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৫	৩০	১৫	৫০
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-
	মোট	৫	৩০	১৫	৫০

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বোরো মৌসুমের ৩টি জাত (ব্রি ধান৮৮, ব্রি ধান৮৯, ব্রি ধান৯২) উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- রোপা আমন মৌসুমের ১টি জাত (ব্রি ধান৯০) উদ্ভাবন।
- বোনা আমন মৌসুমের গভীর পানির ১টি জাত (ব্রি ধান৯১) উদ্ভাবন।
- বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের স্থানীয় জাত ব্রি জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত আছে। ঐতিহ্যবাহী বালাম ধানের গুণাগুণ উচ্চফলনশীল ধানে স্থানান্তরের জন্য ব্রিডিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে কৌলিক সারি উদ্ভাবনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এ লক্ষ্যে ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান৫০ জাতের সাথে বালাম ধানের ক্রসিং করা হয়েছে এবং উদ্ভাবিত সারিগুলো F_3 জেনারেশনে আছে। লক্ষ্মীদীঘা জাতের উন্নয়নের জন্য সংকরায়ণ করা হয়েছে এবং সেগরিগেটিং প্রজেনি F_2 জেনারেশনে আছে এবং এগুলো পর্যায়ক্রমে F_3, F_4 জেনারেশনে অগ্রসর হবে। এছাড়া বিভিন্ন বালাম জাতের বিশুদ্ধ সারি পদ্ধতিতে নির্বাচন করে জাত উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। ব্রি ধান৮১ ও ব্রি ধান৫০ জাতের সাথে রাতা বোরো ধানের সর্বমোট চারটি ক্রসিং করা হয়েছে।
- TRB (Transforming Rice Breeding) প্রকল্পের নবনির্মিত RGA গ্রিনহাউসে ইতোমধ্যে প্রায় ৪৫,০০০টি কৌলিক সারি অগ্রগামী করা হয়েছে। ৫,১৫,০০০টি কৌলিক সারিসমূহ Field RGA-এর মাধ্যমে অগ্রগামী করা হয়েছে। বিগত রোপা আমন ২০১৮ মৌসুমে সর্বমোট ১৭,১৩১টি কৌলিক সারি Line Stage Testing ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং চলতি বোরো ২০১৮-১৯ মৌসুমে প্রায় ২০,০০০ কৌলিক সারি Line Stage Testing ট্রায়ালে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে BarTender এবং Breeding for Results (B4R) সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। ৪৫০টি জিনোটাইপের জিবিএস প্রোফাইল সম্পন্ন করা হয়েছে। একটি Harvest Master এবং একটি High-throughput Seed counting মেশিন উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগে ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বমোট ৮৩৫টি Genotype-এর QTL finger printing সম্পন্ন করা হয়েছে। ২,১৪৩টি F_1 Plants- এর Quality Checking মলিকুলার মার্কার- এর সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে। ১২,৮৬০টি Line Selection Trial জেনোটাইপ- এর QTL finger printing করা হয়েছে। ১৫,৭০৭টি Line Stage Testing ট্রায়ালের Bacterial Blight (BB) Score নির্ণয় করা হয়েছে।
- আমন মৌসুমের জন্য অগ্রগামী সারি BR-RS(Raj)-PL4-B, BR-SF(Rang)-PL1-B, BR8210-10-3-1-2 এবং উচ্চ মাত্রার জিংক সমৃদ্ধ BR7528-2R-HR16-2-24-1(ZER) এর PVT সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বোরো মৌসুমের জন্য অগ্রগামী সারি BR(Bio)9787-BC2-63-2-2, এর PVT যাচাই করা হয়েছে।
- *Arcadia Bioscience*, USA থেকে প্রাপ্ত জেনেটিক্যাল মোডিফাইড ধানের ৪৪টি কৌলিক সারির প্রজনন অবস্থায় লবণাক্ততাসহিষ্ণুতার পরিমাণ ট্রান্সজেনিক গ্রিন হাউসে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- *Porteresia coarctata* থেকে প্রাপ্ত লবণাক্তসহিষ্ণু জিন Vascular H+- ATPase (PVA1) দিয়ে Construct তৈরি করা হয়েছে যা Agrobacterium mediated transformation এর মাধ্যমে লবণাক্ততাসহিষ্ণু ধানের জাত তৈরিতে ব্যবহৃত হবে।
- জিন পিরামিডিং (ব্যাক্টেরিয়াল ব্লাইট প্রতিরোধী Xa4, Xa21 জিন) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত ৩টি পিরামিডেট সারির উপযোগিতা যাচাই এর জন্য ALART (Advanced Line Adaptive Research Trial) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- RGA গ্রিনহাউসে ইতোমধ্যে প্রায় ৫০,০০০টি কৌলিক সারির বীজ বপন সম্পন্ন হয়েছে। ৩,৫৫,১৫৩টি কৌলিক সারিসমূহ Field RGA-এর মাধ্যমে অগ্রগামী করা হচ্ছে। সর্বমোট ১,৫২৬টি প্রজনন সারি OYT-তে এবং ৫১৯টি প্রজনন সারি PVT তে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে BarTender এবং FieldBook সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। ৪৫০টি জিনোটাইপের জিবিএস প্রোফাইল সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট ৯০টি প্যারেন্টাল জিনোটাইপের QC (Quality Checking) এবং ২০টি Trait based SNP প্যানেল দ্বারা পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

- লবণাক্ততা সহনশীলতা : ৫১২টি অগ্রগামী সারির মধ্যে ২৪টি মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- জলমগ্নতা সহনশীলতা : ৩৬৪টি জেনোটাইপের মধ্যে ৯টি সহনশীল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- খরা সহনশীলতা : ২৪৬টি জেনোটাইপের মধ্যে ১৭টি মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীলতা : ৯৭টি জেনোটাইপের মধ্যে ৯টি মধ্যম মাত্রার তাপ সহনশীল হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে।
- ব্রিধান২৮ এবং ব্রিধান২৯ জাত দুটিতে উচ্চতাপমাত্রা সহিষ্ণু QTL সন্নিবেশিত করে জাত উদ্ভাবনের কাজ এগিয়ে চলছে।
- ২টি কৌলিক সারি (টিপি৭৫৯৪ এবং টিপি ১৬৯৯) ধানের প্রজনন পর্যায়ে মধ্যম মাত্রার ঠাণ্ডা সহনশীল হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- হাইব্রিড ধানের জাত উন্নয়নে ইনডিকা/জেপোনিকা কাল্টিভারের ব্যাকগ্রাউন্ডে ৬টি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য নতুন CMS লাইন বা মাতৃ সারি উদ্ভাবিত হয়েছে যার দানা চিকন, মাঝারি চিকন প্রকৃতির এবং জীবনকাল আমন মৌসুমে ১০৫-১১০ দিন এবং বোরো মৌসুমে ১৩৫-১৪৫ দিন। এই সব মাতৃ সারি ব্যবহার করে নতুন স্বল্প ও মাঝারি জীবনকাল সম্পন্ন সম্ভবনাময় হাইব্রিড জাত তৈরি করা সম্ভব হবে যাদের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বেশি হবে।
- টেস্ট ক্রস নার্সারি থেকে আমন ও বোরো মৌসুমের উপযোগী ৪টি পিতৃ সারি শনাক্ত করা হয়েছে যাদের পরাগরেণু ধারণক্ষমতা অনেক বেশি। এদের ব্যবহার করে অধিক শংকর সাবল্য (Heterosis) সম্পন্ন হাইব্রিড তৈরির সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫,৮০০ কেজি ব্রি উদ্ভাবিত বিভিন্ন হাইব্রিড ধানের বীজ ও (৩০৫০ + ১০৫০) = ৪১০০ কেজি মাতৃ ও পিতৃ সারির বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। যা পাবলিক, প্রাইভেট কোম্পানি ও কৃষকদের মাঝে চাহিদা অনুযায়ী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- আবহাওয়া পরিবর্তনে পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাবের ওপর কি প্রভাব পরছে তা জানার জন্য ১৪ প্রজাতির পোকামাকড়ের ২২ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কোন কোন স্থানীয় প্রজাতির পোকার প্রাদুর্ভাব বেড়েছে।
- বাংলাদেশের ৫টি ভৌগোলিক স্থানে (বগুড়া, যশোর, খুলনা, নরসিংদী ও গাজীপুর) সৌর বিদ্যুৎচালিত আলোক ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে ধান ও সবজির ক্ষতিকারক পোকামাকড় উল্লেখযোগ্যভাবে দমন করা সম্ভব হয়েছে।
- ইকোইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ধান ক্ষেতে উপকারী পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে যা ক্ষতিকর পোকামাকড়ের জৈবিক দমনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে ফলে কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই বাদামি গাছফড়িং, পামরি পোকা ও হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।
- গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন পরীক্ষায় ৪ ডিএস/মিটার লবণাক্ততায় বাদামি গাছফড়িং পোকার বংশবৃদ্ধি বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। পরবর্তীতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেলে পোকার সংখ্যা কমে যায়।
- গুদামজাত ফসলের পোকা দমনে মেহগনি ফলের তেলের বাষ্পের (Fumigant) কার্যকারিতা লক্ষ্য করা গেছে।
- বাদামি গাছফড়িং পোকার বিপরীতে ১১৫টি কীটনাশকের মাঠ মূল্যায়নে ১১১টি এবং পামরি পোকার বিপরীতে ৫টির মধ্যে ৩টিই কার্যকরী কীটনাশক হিসেবে পাওয়া গিয়েছে।
- INGER, IRBPHN এর ৮৭টি ব্রিডিং লাইনের স্ক্রিনিং করে ২টি মধ্যম মাত্রার (স্কোর ৫) বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী লাইন শনাক্ত করা হয়েছে।
- বাদামি গাছফড়িং, সাদা-পিঠ গাছফড়িং এবং সবুজ পাতা ফড়িং এর বিপরীতে ১৩০টি ব্রিডিং লাইনের স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২টি লাইন সবুজ পাতা ফড়িং এবং সাদা-পিঠ গাছফড়িং এর বিপরীতে মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধশীলতা (স্কোর-৩) প্রদর্শন করেছে। এছাড়াও বাদামি গাছফড়িং এর বিপরীতে ৫টি, সাদা-পিঠ গাছফড়িং এর বিপরীতে ১০টি এবং সবুজ পাতা ফড়িং এর বিপরীতে ২টি লাইনে মধ্যম মাত্রার সহনশীলতা (স্কোর-৫) পাওয়া গেছে।
- ধানের খোলপোড়া রোগ দমনের নিমিত্ত ৩টি কার্যকরী ছত্রাকনাশক শনাক্তকরণ করা হয়েছে।
- ধানের ব্লাস্ট রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ধানের ব্যকটেরিয়াল ব্লাইট রোগের ১০০টি প্রতিরোধী উৎস শনাক্তকরণ করা হয়েছে।
- ব্লাস্ট রোগপ্রতিরোধী ৮টি অগ্রগামী সারি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এবং সেগুলো RYT তে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।
- লক্ষীর গু রোগের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের জন্য মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- বসত বাড়িতে কৃষি বনায়ন গবেষণার অংশ হিসেবে মধ্য প্রাচ্যের খেজুর চাষের উপযোগিতা যাচাই করার জন্য মেহেরপুরে ১০টি জাতের ১,১০০টি গাছের খেজু রবাগান করা হয়েছে। বাগানে আন্ত ফসল হিসেবে আদা, হলু দ, খেসারি, মাসকলাই, মরিচ ইত্যাদি চাষের গবেষণা চলছে। গত বছর ২০টি গাছে খেজুর উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।
- রবি-পাট-রোপা আমন শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন করা হয়েছে। বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যার কারণে পাটের পর আমন চাষ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এ সব জমিতে পাট কাটার ১ মাস আগে সাথী ফসল হিসেবে আমন ধান ছিটিয়ে বপন করার মাধ্যমে আমন

চাষ সম্ভব।

- কুষ্টিয়া এলাকায় পানি সাশ্রয়ী শস্যবিন্যাস : আলু-মুখিকচু-রোপা আমন উদ্ভাবন করা হয়েছে। শস্যবিন্যাস হতে ৪২.৪৮ টন/হে. ধান সমতুল্য ফলন পাওয়া গেছে এবং এটি প্রচলিত বোরো-মুখিকচু-পতিত হতে ২৬.৪৬ ভাগ বেশি ধান সমতুল্য ফলন পাওয়া গেছে।
- দীর্ঘমেয়াদে ধানের উত্তম ফলন ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার্থে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে পূর্ণ মাত্রার অজৈব সারের সাথে হেক্টরপ্রতি ০.৫ টন ভার্মিকম্পোস্ট কিংবা মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করতে হবে।
- ১২৯টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ব্রি জিন ব্যাংকে অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলছে।
- ১৪৪টি জার্মপ্লাজমের মরফোলোজিক্যাল (Morphological) বৈশিষ্ট্যায়ন করা হয়েছে।
- ২,০৬৬টি স্থানীয় জাতের পুনঃউৎপাদন (Rejuvenation) ও উৎপাদিত বীজসমূহ জিনব্যাংকে রক্ষিত বীজের সহিত প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
- ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল জাতের ২১৭.৩ মেট্রিক টন (যার মধ্যে প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের ১৫ মেট্রিক টন) ব্রিডার বীজ উৎপাদন করে বীজ উৎপাদন নেটওয়ার্কের সাথে সংশ্লিষ্ট ৯০০টিরও বেশি সরকারি, বেসরকারি, এনজিও এবং ব্যক্তি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- শুষ্ক মৌসুমে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্ত সেচের উপযোগী (লবণাক্ততা 1.0 dS/m এর কম) থাকে, যা ব্যবহার করে সেচের মাধ্যমে প্রচুর পতিত জমি বোরো ধানসহ বিভিন্ন ফসল আবাদের আওতায় আনা সম্ভব।
- বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের নলছিটি, বাকেরগঞ্জ ও আমতলীতে নদী ও খালের পানি দিয়ে সেচের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে অনাবাদি জমিতে বোরো ধান উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে সেচের ব্যবস্থা করে আরো এলাকায় বোরোর আবাদ বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- ভ্রাম্যমাণ সৌর সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে নদী-খাল থেকে সেচ প্রদানের পর মৌসুমের শেষে ধান মাড়াইসহ ফলনোত্তর অন্যান্য কাজ এবং গৃহস্থলি কাজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব।
- ব্রি হেড ফিড মিনি কম্বাইন হারভেস্টারের নমুনা যন্ত্র তৈরি, কৃষক মাঠে মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান।
- ব্রি হোলফিড মিনি কম্বাইন হারভেস্টারের নমুনাযন্ত্রের কৃষক মাঠে মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান।
- ধানের চারা রোপণ যন্ত্রে দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্রের সংযোজন ও মাঠ মূল্যায়ন।
- দীর্ঘ জীবনকাল বিশিষ্ট ধানের জন্য ব্রি দানাদার ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্রের মাঠ মূল্যায়ন।
- কৃষি উপজাত হতে তৈরিকৃত বিভিন্ন ব্রিকেট এর বৈশিষ্ট্যকরণ।
- সৌরশক্তি শক্তির মাধ্যমে খড়কাটার যন্ত্রের পরিচালনা ও উন্নয়ন।
- সৌরশক্তি চালিত আলোক ফাঁদ এর মাঠপর্যায়ে মূল্যায়ন ও উন্নয়ন।
- কিশোরগঞ্জ, সিলেট ও রংপুর জেলায় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বিঘ্নে বোরো আবাদের ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উন্নয়ন প্রকল্প

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। যার মোট বরাদ্দ ছিল ২৪,০৮৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং এবং জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়ের অগ্রগতি ৬৯৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ৯৯.৯৯% মাত্র।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম (মেয়াদ কাল)	প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম	মোট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ	জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০২০)	১. দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন। ২. ১১টি জিপ, ২টি মিনিবাস, ২টি বাস, ২২টি মোটর সাইকেল সংগ্রহ। ৩. ১৬টি পাওয়ারটিলার, ৪টি হাইড্রোটিলার, ১১টি ট্রাক্টর, ২টি সিসেল লাঙল, ১৩টি রাইস ট্রান্সপান্টার, ১৩টি কম্বাইন্ড হার্ভেস্টর, ১১টি পাওয়ার থ্রেসার, ১৩টি পাওয়ার পাম্প সংগ্রহ। ৪. ২৮৩টি বিভিন্ন ল্যাব যন্ত্রপাতি ও ১০০টি কম্পিউটার সংগ্রহ। ৫. জমি অধিগ্রহণ (গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া) ১০ একর করে মোট ৩০ একর। ৬. কেন্দ্রীয় গবেষণাগার নির্মাণ ৪০০০ বর্গ মি., প্লান্ট ব্রিডিং ক্রসিং ফিল্ড নিমার্ণ ৮০০ বর্গ মি., ট্রান্সজেনিক্স গবেষণা মাঠ ২৫০০ বর্গ মিঃ, থ্রেসিং ফ্লোর নিমার্ণ ২১০০ বর্গ মি., সিড ড্রাইয়িং এবং প্রসেসিং ফ্লোর নির্মাণ ৩২০০ বর্গ মি.। ৭. গবেষণা মাঠের দেয়াল নির্মাণ ১৪০০০ আর এম।	২৪০৮৫.০০	৭০০০.০০	৬৯৯৯.৪৫ (৯৯.৯৯%)
	মোট=	২৪০৮৫.০০	৭০০০.০০	৬৯৯৯.৪৫ (৯৯.৯৯%)

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। যার মোট বরাদ্দ ছিল ১৩৩০.৯৫ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৬০৪.৮৫ লক্ষ টাকা এবং জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়ের অগ্রগতি ৬০৪.৮৩ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ৯৯.৯৯% মাত্র।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মসূচির বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

কর্মসূচির নাম (মেয়াদ কাল)	কর্মসূচির প্রধান কার্যক্রম	মোট কর্মসূচি বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ	জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় অগ্রগতি (%)
১. পাহাড়ি অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত)	১. মৌসুমভিত্তিক জাতওয়ারি ধানের গ্রহণযোগ্যতা, ফলন ও গ্রহণযোগ্যতার কারণ নির্ণয় ২. বিভিন্ন জাতের ধানে ব্যবহৃত উপকরণের পরিমাণ নির্ধারণসহ ধান চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ধারণ ৩. ধানভিত্তিক বিভিন্ন ফসল বিন্যাস উন্নয়নের গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ	১৫৪.০০	৬১.০০	৬০.৯৮ ৯৯.৯৯%
২. মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত)	১. ফসল বিন্যাস ট্রায়াল ও নতুন ধান জাতের উপযোগিতা পরীক্ষা ২. কৃষকের মাঠে সাম্প্রতিক জাতসমূহের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ৩. উন্নত প্রজাতির খেজুর (*Phoenix dactylifera*) জার্মপ্লাজম সেন্টার ব্যবস্থাপনা	১১০.০০	৩৮.০০	৩৮.০০ ১০০.০০%
৩. ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশবান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত)	১. কীটতত্ত্বীয় গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা ২. বছরব্যাপী পোকামাকড় লালন পালন এর জন্য গ্রিনহাউসের সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা ৩. ১০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া ৪. প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পোকামাকড়ের আক্রমণের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং তা থেকে ধানের প্রধান প্রধান পোকার পূর্বাভাস মডেল তৈরি করা	৫৮০.২৫	৩৫১.৪৫	৩৫১.৪৫ ১০০.০০%
৪. ব্রির কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত)	১. আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল ক্রয় ২. পুরাতন ল্যাবরেটরি সংস্কার ৩. কৃষকের মাঠে Intensive cropping -এ মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা	৩৮৬.৭০	১২৯.৪০	১২৯.৪০ ১০০.০০%
৫. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন (জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত)	১. ব্রি উদ্ভাবিত নতুন জাত ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণে একটি নলেজ হাব তৈরি ২. ব্রির অগ্রগতির ইতিহাস ও সার্বিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি ও প্রদর্শন ৩. ধানের বীজ বপন থেকে কর্তন পর্যন্ত ১৪টি বৃদ্ধি পর্যায়ের নমুনা তৈরি ও প্রদর্শন			
	মোট=	১২৩০.৯৫	৫৭৯.৮৫	৫৭৯.৮৩ ৯৯.৯৯%

উল্লেখযোগ্য সাফল্য : প্রধান প্রধান উদ্ভাবিত জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি/অর্জন নিম্নে দেওয়া হলো-

ব্রি ধান৮৮ এর বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- এ জাতটি ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে খাটো এবং ঢলে পড়াসহিষ্ণু।
- ডিগ পাতা খাড়া, লম্বা এবং ধান পাকার পরে সবুজ থাকে।
- চালের আকার-আকৃতি মাঝারি চিকন ও ভাত ঝরঝরে।
- চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৬.৩% এবং প্রোটিন ৯.৮%।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২.১ গ্রাম।
- জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না।

জীবনকাল

এ জাতের জীবন কাল ১৪০-১৪৩ দিন।

ফলন

গড় ফলন ৭.০ টন/হেক্টর।

ব্রি ধান৮৯ এর বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৬ সেমি.।
- এ জাতের কাণ্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা চওড়া।
- ধানের ছড়া লম্বা, পাকার সময় কাণ্ড ও পাতা সবুজ থাকে বিধায় সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া অব্যহত থাকে ফলে শিষের গোড়ার ধানও পুষ্ট হয়।
- এর জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.৪ গ্রাম।
- এ ধানের অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৮.৫%
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন। রান্নার পর ভাত ১.৪ গুণ লম্বা হয়।
- ভাত ঝরঝরা ও খেতে সুস্বাদু।

জীবনকাল

এ জাতের জীবন কাল ১৫৪-১৫৮ দিন।

ফলন

গড় ফলন ৮.০ টন/হেক্টর।

ব্রি ধান৯০ এর বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১১০ সেমি.।
- দানার আকার-আকৃতি ব্রি ধান৩৪ এর মত, তবে হালকা সুগন্ধ বিদ্যমান।
- কাণ্ড শক্ত, সহজে হেলে পড়ে না এবং ধান পাকার পরও গাছ সবুজ থাকে।
- ডিগ পাতা খাড়া ও ফুল প্রায় এক সাথে ফোটে বিধায় দেখতে খুব আকর্ষণীয় হয়।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ১২.৭ গ্রাম।
- এ ধানের অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৩.২% এবং প্রোটিন ১০.৩%।

জীবনকাল

এ জাতের জীবন কাল ১১৫-১২৫ দিন। গড় জীবন কাল ১২২ দিন।

ফলন

গড় ফলন ৪.৫ - ৫.০ টন/হেক্টর।

ব্রি ধান৯১ এর বৈশিষ্ট্য

- এ জাতটি মধ্যম মাত্রার জলমগ্ন সহিষ্ণু।
- মধ্যম মাত্রার দীর্ঘায়ন (Elongation) এবং হাঁটু (Kneeing) ক্ষমতা সম্পন্ন।
- গাছের চারা লম্বা ও দ্রুত বর্ধনশীল।
- ধানের গাছ লম্বা কিন্তু কাণ্ডের গোড়া খুবই শক্ত বিধায় হেলে পড়া সহিষ্ণু।
- এ জাতের ডিগপাতা খাড়া ও লম্বা, রঙ গাঢ় সবুজ এবং শিকড় সুপ্রসারিত।
- কাণ্ডের ভাসকুলার বান্ডুল ও বায়ু-কুঠরীর আয়তন প্রচলিত জাতের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বড়।
- ধান পাকার পর কাণ্ড মজবুত ও সবুজ থাকে- কাণ্ডের কাটিং রোপণ করে বংশবৃদ্ধি করা যায়।
- এ ধানের দানা মাঝারি মোটা আকৃতির রঙ হালকা বাদামি।
- শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যা বেশি এবং শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না।
- চাল মাঝারি মোটা এবং ভাত সাদা ও ঝরঝরে।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৬.০ গ্রাম।
- জাতটি মাঝারি আলোক-সংবেদনশীল।

জীবনকাল

জাতটির জীবনকাল ১৫২-১৫৬ দিন। গড় জীবনকাল ১৫৬ দিন।

ফলন

রোপা আমন মৌসুমে অগভীর পানিতে-হেক্টর প্রতি ৩.০-৩.৫ টন ফলন দেয়। বন্যার মাত্রা কম হলে, উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরপ্রতি ৩.৫-৪.০ টন ফলন দিতে সক্ষম।

ব্রি ধান৯২ এর বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৭ সেমি.।
- গাছের কাণ্ড শক্ত বিধায় ঢলে পড়ে না।
- দানা লম্বা ও চিকন।
- পাতা হালকা সবুজ। ডিগপাতা খাড়া এবং ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে প্রশস্ত।
- পাকার সময় কাণ্ড ও পাতা সবুজ থাকে।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৩.৪ গ্রাম।
- এ ধানের অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৬%।

জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল ১৫৬-১৬০ দিন। গড় জীবনকাল ১৫৮ দিন।

ফলন

গড় ফলন ৮.৫ টন/হেক্টর। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ৯.৩ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

ব্রি সৌরশক্তি চালিত আলোক ফাঁদ

ব্রি সৌরশক্তি চালিত আলোক ফাঁদ এর বিবরণ

প্রধান যন্ত্রাংশের নাম	বর্ণনা
ব্যবহারের উদ্দেশ্য	বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কীটনাশক ব্যবহার ব্যতিরেকে রাতে বিচরণকারী উড়ন্ত পোকামাকড় দমন
সোলার প্যানেল	১৬.৮ ভোল্ট/২০ ওয়াট
রেগুলেটর/অটো কন্টোলার	ডিসি ১২ ভোল্ট (শর্টসার্কিট, বৈদ্যুতিক শক ও বজ্রপাতের কোন ঝুঁকি নেই)
ব্যাটারি	ডিসি ১২.৮ ভোল্ট, ৭.৫ এম্পায়ার এবং পি০৪ টাইপ (লিথিয়াম আয়রন ফসফেট)
বাল্ব	ডিসি ১২ ভোল্ট, ৮ ওয়াট
আলোর ধরন	নীলাভ
পণ্যের ধরন	পরিবেশবান্ধব
শক্তির উৎস	সৌরশক্তি
যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মাত্রা	ধারক দণ্ডের দৈর্ঘ্য ৯০ ইঞ্চি, বোল ডায়া ২০ ইঞ্চি এবং ২ ইঞ্চি ডায়ার ফাঁপালো পাইপ
ব্যাটারি চার্জিং এর সময়	৮ - ১০ ঘণ্টা
প্রতি লাইট ট্র্যাপের কার্যকর এলাকা	প্রায় ১ একর
সোলার প্যানেল স্থাপনের কোণ	২৩.৫ ডিগ্রি উত্তর-দক্ষিণে
লাইট ট্র্যাপের কার্যকর সময়	সূর্য অস্ত থেকে ৪-৫ ঘণ্টা

যন্ত্রটি স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে বিধায় প্রোটোটাইপ সরবরাহ করলে যে কোন ওয়ার্কশপে তৈরি সম্ভব।

উপসংহার

জুন ২০১৮ পর্যন্ত ব্রি ছয়টি হাইব্রিড ও ৮৬টি ইনব্রিডসহ মোট ৯২টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে রোপা আমন মৌসুমের জন্য ৪২টি, বোরো মৌসুমের জন্য ৩৭টি, রোপা আউশ মৌসুমের জন্য ৬টি, বোনা আউশ মৌসুমের জন্য ৭টি এবং বোরো জাত আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী ১১টি জাত রয়েছে। প্রতিকুল পরিবেশ সহনশীলতা ও পুষ্টিগুণ বিচারে ৭৬টি ইনব্রিড জাতের মধ্যে ১০টি লবণ সহনশীল, ৪টি জলমগ্নতাসহিষ্ণু, ২টি ঠাণ্ডা সহনশীল, ৪টি খরা সহনশীল, ৫টি জিংক সমৃদ্ধ, সুগন্ধি ও রপ্তানি উপযোগী ৭টি এবং ১টি সরুবালাম ধানের জাত রয়েছে। ব্রি জাতসমূহ মাঠপর্যায়ে জনপ্রিয় করা ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ, অনুকূল পরিবেশের জন্য সেচ-সাশ্রয়ী এবং বৃষ্টি নির্ভর পরিবেশের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন ধানের জাত, দিন প্রতি অধিকতর ফলনে সক্ষম জলবায়ুদক্ষ (Climate smart), সুস্বাদু, পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং কম খরচে চাষ যোগ্য ধানের জাত উদ্ভাবন, রোগ, পোকা ও আগাছা দমনের খরচ সাশ্রয়ী প্যাকেজ এবং প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, স্থানবিশেষ বা কৃষি পরিবেশ-অঞ্চল ভিত্তিক লাভজনক শস্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবন, টেকসই ধান উৎপাদনের জন্য খামার যন্ত্রপাতির নকশা প্রণয়ন, উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ এবং ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানের ব্যবধান কমিয়ে আনতে কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান। এ ছাড়াও প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণে ব্রি বহুমুখী কার্যক্রম যেমন ওয়েব বেজ BRKB, Mobile Apps, Rice Crop Manager (RCM), ইজিপি, ই-ফাইলিং, ব্রি রাইস ডক্টর কার্যক্রম চলমান।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

ব্রি'র ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক কর্মশালা

নতুন উদ্ভাবিত জাত ব্রি ধান৯৫

নতুন উদ্ভাবিত জাত ব্রি ধান৯৪

ব্রি'র গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করছেন ইরি মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bina.gov.bd

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে ১৯৬১ সালে প্রথম কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১ জুলাই ১৯৭২ সালে পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর এ গবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৭৫ সনে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Institute of Nuclear Agriculture (INA) নামে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮২ সনে কেন্দ্রটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন হতে পৃথক করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture (BINA) নামকরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে Institute of Nuclear Agriculture (BINA) Ordinance, ১৯৮৪ এর মাধ্যমে জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তীতে মহান জাতীয় সংসদে 'বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন, ২০১৭' হিসেবে পাস হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর ২০১৭ সনের ১১নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের ১১টি স্বতন্ত্র বিভাগ এবং ১৩টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ভিশন (Vision)

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎকর্ষতা সাধন।

মিশন (Mission)

পরমাণু ও জীবপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য কলাকৌশল ব্যবহার করে উচ্চফলনশীল ও প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ফসলের উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পারমাণবিক কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গবেষণার মাধ্যমে আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী শস্যের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই ও উৎপাদনশীল একটি কৃষি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- মাটি ও পানির আধুনিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- যথোপযুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে শস্যের গুণগতমান উন্নয়ন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং রোগ ও পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং উহার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন করা।

কার্যাবলি

- ফসলের জাত উন্নয়ন
- পরিবেশবান্ধব রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক, শস্য শারীরতাত্ত্বিক এবং মৃত্তিকা-উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;
- নতুন জাতের শস্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা অথবা পরীক্ষা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পর্যবেক্ষণ এবং আর্থসামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- প্রজনন ও মানসম্মত বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ করা;
- কৃষি পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন ও শস্য গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা;
- শস্য উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ, বেসরকারি সংস্থার জনবল ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান করা;
- কৃষি, কৃষি গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক সমস্যা শীর্ষক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা;
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা/সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- দেশে-বিদেশে শিক্ষামূলক ডিগ্রি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

(খ) জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড-১	১	০	১
২.	গ্রেড-২	৩	০	৩
৩.	গ্রেড-৩	১৬	১৫	১
৪.	গ্রেড-৪	২১	২০	১
৫.	গ্রেড-৫	২	০	২
৬.	গ্রেড-৬	৫২	৩৪	১৮
৭.	গ্রেড-৭	-	-	-
৮.	গ্রেড-৮	-	-	-
৯.	গ্রেড-৯	১১৭	৭২	৪৫
১০.	গ্রেড-১০	৩৬	৩৩	৩
১১.	গ্রেড-১১	২	০	২
১২.	গ্রেড-১২	১৩	১০	৩
১৩.	গ্রেড-১৩	৭১	৩৩	৩৮
১৪.	গ্রেড-১৪	৪২	১৬	২৬
১৫.	গ্রেড-১৫	১১	৬	৫
১৬.	গ্রেড-১৬	৭০	৫০	২০
১৭.	গ্রেড-১৭	-	-	-
১৮.	গ্রেড-১৮	৫	২	৩
১৯.	গ্রেড-১৯	২১	২	১৯
২০.	গ্রেড-২০	৯৫	৭৭	১৮
	মোট	৫৭৮	৩৭০	২০৮

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	২২৬	১৩	১৪২	-	৩৮১
২.	গ্রেড-১০	-	-	৩৩	-	৩৩
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	১০৮	-	১০৮
	মোট	২২৬	১৩	২৮৩	-	৫২২

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	৭	-	-	৭
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-
	মোট	৭	-	-	৭

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং-	প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	৫	৩	৪	১২
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-
	মোট	৫	৩	৪	১২

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিনা নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ৫টি নতুন জাত (বিনাধান-২১, বিনাধান-২২, বিনাহলুদ-১, বিনাসয়াবিন-৬ ও বিনাচীনাবাদাম-১০) উদ্ভাবন করেছে। জাতগুলোর বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বিনাধান-২১ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

বিনাধান-২১ জাতটি আউশ মৌসুম চাষ উপযোগী। জাতটির জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। চাল সাদা, লম্বা, চিকন এবং অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৪.৯ ভাগ। গড় ফলন ৪.০৮ টন/হেক্টর।

বিনাধান-২২ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

বিনাধান-২২ জাতটি আমন ও বোরো মৌসুমে চাষ উপযোগী। জাতটির জীবনকাল ১১৫ দিন। ধানের দানা লম্বা ও চিকন। আমন মৌসুমে হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬.১০ টন।

বিনা হলুদ-১ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

কন্দের ফলন অন্যান্য প্রচলিত জাতের চেয়ে বেশি (৩০-৩৩ টন/হেক্টর)। জাতটি রাইজোম রট এবং লিফ ব্লচ রোগ সহনশীল। ফিংগার লম্বা ও মোটা। রঙ মাঝারি থেকে গাঢ় হলুদ।

বিনা চিনাবাদাম ১০ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

জাতটি রবি ও খরিফ-২ মৌসুমে চাষ উপযোগী। গাছের উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেমি.। জীবনকাল রবি মৌসুমে ১২৫-১৩০দিন এবং খরিফ-২ মৌসুমে ১১০-১২০ দিন। ফলন ররি মৌসুমে ২.৮ টন/হেক্টর এবং খরিফ-২ মৌসুমে ২.২ টন/হেক্টর।

বিনাসয়াবিন-৬ এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

বিনাসয়াবিন-৬ এর গাছ মাঝারি উচ্চতা বিশিষ্ট। পাতা অন্যান্য জাতের তুলনায় গাঢ় সবুজ। বীজের রং হালকা হলুদ ও অন্যান্য জাতের বীজের তুলনায় উজ্জ্বল। জাতটি ভাইরাসজনিত হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল এবং পোকার আক্রমণ কম। জাতটি ৬-৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং ফলন ২.৬-৩.২ টন/হেক্টর।

- ননকমোডিটি ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যথা–

  (১) গামা রেডিয়েশনের মাধ্যমে পোকাকে বন্ধ্যা করে কিউকারবিট সবজির ফ্রুট ফ্লাই পোকা দমন।

  (২) ফেলন চাষে ইউরিয়ার বিকল্প বিনা জীবাণুসার-১০।

  (৩) জৈব পদার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে রাসায়নিক সার সাশ্রয়।

  (৪) আইল ব্যবস্থাপনায় পানি সাশ্রয়ী ধান চাষ।

  (৫) খাগড়াছড়ি জেলায় নতুন শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন : আমন (বিনাধান-১৭)-সরিষা (বিনাসরিষা-৯/১০)-মুগ (বিনামুগ-৮)-আউশ (বিনাধান-১৯)।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলিঃ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক ৫টি নতুন জাত (বিনাধান-২১, বিনাধান-২২, বিনাচীনাবাদাম-১০, বিনাসয়াবিন-৬ ও বিনাহলুদ-১) উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- ননকমোডিটি ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের (প্রজনন ও মানসম্মত বীজ) ১২৮.১১ মে.টন বীজ উৎপাদন ও ১২৭.০০ মে.টন বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
- দেশের প্রায় ৪৫টি জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ১৯০০টি ব্লক ও পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।
- তিন হাজার আটচল্লিশ (৩০৪৮) জন কৃষক এবং ডিএই, বিএডিসি, কৃষি সাংবাদিক ও এনজিও এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপর খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার শীর্ষক ৫০০০ কপি লিফলেট মুদ্রণ করা হয়েছে।
- ৩১টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে।
- পরীক্ষাগারে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ৬০৯টি মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি :

১. কর্মসূচির নাম	:	পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডাল, তেলবীজ এবং দানাজাতীয় ফসলের উচ্চফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদ	:	জুলাই-২০১৬ থেকে জুন-২০১৯
২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	৬৭.০০ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয়	:	৬১.২৯ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা	:	বিনার প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রেসমূহের আশপাশের এলাকা।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্য:

ক্রমহ্রাসমান আবাদযোগ্য জমি থেকে বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য দানাজাতীয় ফসলের উৎপাদনে স্থায়ী টেকসই (Sustainable) স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও ডাল ও তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অপুষ্টি সমস্যা দূরীকরণ।

উদ্দেশ্য :

- কৃষি গবেষণায় পরমাণু (Nuclear) ও মলিকুলার (Molecular) কৌশল ব্যবহার করে ফসলের স্বল্প জীবনকাল বিশিষ্ট বন্যা/খরা/লবণাক্ততা/উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রাসহিষ্ণু, কীট পতঙ্গ/রোগবালাই সহনশীল ও উচ্চফলনশীল নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;
- দানা, ডাল ও তেলজাতীয় শস্যের পরিবেশ সহায়ক সেচ, সার ও কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন ;
- দানা, ডাল ও তেলজাতীয় শস্যের পরিবেশ সহায়ক ও উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন জাত উদ্ভাবনের জন্য উদ্ভিদ শারীরতাত্ত্বিক গবেষণা জোরদারকরণ ও বিনার চলমান ক্রপ কোয়ালিটি গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ;
- বিনা উদ্ভাবিত জনপ্রিয় দানা, ডাল ও তেলজাতীয় শস্যের জাতসমূহের মেইনটেন্যান্স ব্রিডিং ও অন্যান্য মিউট্যান্ট, যা জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয়নি তবে বিভিন্ন কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলোর সংরক্ষণ;
- বিনা উদ্ভাবিত জনপ্রিয় দানা, ডাল ও তেলজাতীয় শস্যের জাতসমূহের ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য চাহিদাভিত্তিক মৌল, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত/মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ;
- বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত দানা, ডাল ও তেলজাতীয় ফসলের জাত ও প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ও কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা।

২. কর্মসূচির নাম : পরিবর্তিত আবহাওয়া উপযোগী বিভিন্ন ফসল ও ফলের জাত উন্নয়ন কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৯।
২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ : ২২২.৫০ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয় : ২০৫.৫০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা : বিনার প্রধান কার্যালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রেসমূহের আশপাশের এলাকা।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মিউটেশন প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করে ধান, মুগ, মসুর, সরিষা ও তিল ফসলের খরা, লবণাক্ততা, বন্যা, তাপ (শীত/গরম) সহিষ্ণু ও রোগবালাই প্রতিরোধী উচ্চফলনশীল নুতন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে খরা এবং লবণাক্ত এলাকার অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা।
- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে লটকন, আঁশফল, সফেদা, শরীফা, ডালিম, পেয়ারা, কাউফল ও কদবেল ইত্যাদি এর উচ্চফলনশীল ও উচ্চ পুষ্টিসম্পন্ন ফলের নতুন জাত বাছাই/উদ্ভাবন করা।
- সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় দেশীয় ফলের উৎপাদন ও পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- উন্নত গুণাগুণ ও মানসম্পন্ন ফলের উৎপাদন কৌশল এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদার উপর গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ সহায়ক জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।

৩. কর্মসূচির নাম : হাওর, চর, দক্ষিণাঞ্চল ও বরেন্দ্র এলাকার উপযোগী ফসলের জাত ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং অভিযোজন কর্মসূচি
কর্মসূচির মেয়াদ : আগস্ট ২০১৭ - জুন ২০২০
২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ : ২০৫.০০ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয় : ২০৪.৯৭ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা : বিনার প্রধান র্কাযালয় এবং ১৩টি উপকন্দ্রসমূহের আশপাশের এলাকা।

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মলিকুলার (Molecular) ও পরমাণু (Nuclear) কৌশল ব্যবহার করে ফসলের বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, নিম্ন তাপমাত্রা সহিষ্ণু, আউশ মৌসুম উপযোগী, কীট-পতঙ্গ/রোগবালাই সহনশীল, আগাম ও উচ্চফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবন করা।
- বৈরী পরিবেশসহিষ্ণু ফসলের জন্য মৃত্তিকা-পুষ্টি-পানি, পরিবেশবান্ধব রোগ ও পোকামকড় ব্যবস্থাপনা ও সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা (ICM) সংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করা।
- বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে অভিযোজন যাচাই, সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ও কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা।

অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৯ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ৫টি নতুন জাত (বিনাধান-২১, বিনাধান-২২, বিনাচীনাবাদাম-১০, বিনাসয়াবিন-৫ ও বিনাহলুদ-১) এবং ৫টি ননকমোডিটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

উপসংহার

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ১৮টি ফসলের ১০৭টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। উত্তরাঞ্চলের মংগা নিরসনে ও ৩-৪ ফসলি শস্য পরিক্রমা উদ্বুদ্ধকরণে স্বল্পমেয়াদি ধান বিনাধান-৭, বিনাধান-১১, বিনাধান-১৬ ও বিনাধান-১৭ মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। বৈরী আবহাওয়া সহিষ্ণু জাতগুলোর মধ্যে ধানের ২টি লবণসহিষ্ণু (বিনাধান-৮ ও বিনাধান-১০), জলমগ্নতা সহিষ্ণু (বিনাধান-১১ ও বিনাধান-১২), ১টি নাবী বোরো (বিনাধান-১৪), সার ও পানি সাশ্রয়ী উচ্চফলনশীল (বিনাধান-১৭), ১টি আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী নেরিকা মিউট্যান্ট জাত (বিনাধান-১৯), জিংক সমৃদ্ধ জাত (বিনা ধান-২০), খরাসহিষ্ণু (বিনাধান-২১) জাত রয়েছে। এছাড়াও হাওর ও জোয়ার-ভাটা কবলিত এলাকার জন্য এবং আউশ মৌসুম উপযোগী নেরিকা ধান হতে উদ্ভূত কয়েকটি মিউট্যান্ট শনাক্ত করা হয়েছে, যা কৃষকের জমিতে ফলন পরীক্ষণ চলছে।

জিঙ্কসমৃদ্ধ বিনাধান-২০

বিনাচীনাবাদাম-১০

বিনাধান-২১

বিনাহলুদ-১

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bjri.gov.bd

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯০৪ সালে স্যার আর.এস. ফিনলোর নেতৃত্বে ঢাকায় প্রথম পাটের গবেষণা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাটের গবেষণা শুরু হয়। ১৯৫১ সালে ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির (ICJC) স্থলে পাকিস্তান সেন্ট্রাল জুট কমিটি (PCJC) গঠিত হয় এবং বর্তমান স্থানে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে অ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমান বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। পাটের অঞ্চলভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষণ স্টেশন এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও চান্দিনায় পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং নশিপুর, দিনাজপুর-এ পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা খামার রয়েছে। পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশি/বিদেশি বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য তৎকালীন ইন্টারন্যাশনাল জুট অর্গানাইজেশন (IJO) এর আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৮২ সালে বিজেআরআইতে একটি জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের প্রায় ৬০০০ জার্মপ্লাজম সংরক্ষিত আছে। বিজেআরআই বর্তমানে তিনটি ধারায় তার গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে :

১. পাটের কৃষি তথা পাট ও পাটজাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন-এর উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা;
২. পাটের শিল্প তথা মূল্য সংযোজিত বহুমুখী নতুন নতুন পাট পণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা; এবং
৩. পাটের টেক্সটাইল তথা পাট ও তুলা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রণে পাটজাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা।

রূপকল্প (Vision)

পাটের গবেষণা ও উন্নয়নে উৎকর্ষ অর্জন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

পাটের কৃষি ও কারিগরি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক ও সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের উপার্জন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পাটের কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত উচ্চফলনশীল পাট, কেনাফ ও মেস্তার জাত উদ্ভাবন, লবণাক্ততা, নিম্ন তাপমাত্রা সহনশীল ও আলোক অসংবেদনশীল এবং রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, উন্নত কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত সার ব্যবস্থাপনা এবং পাট পচনের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
- পাটের শিল্প গবেষণার মাধ্যমে পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন পণ্য তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাটজাত দ্রব্যসামগ্রীর মানোন্নয়নপূর্বক বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পাট পণ্য উৎপাদনে পাট শিল্পকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।
- পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় পাটের ভূমিকা নিরূপণ, নব উদ্ভাবিত পাট ও পাটজাত পণ্যের অর্থনীতি ও বিপণন গবেষণার মাধ্যমে উহার গ্রহণযোগ্যতা যাচাই এবং পাটের বাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বাধাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করার উপায় নির্ধারণ।
- কৃষক, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনাবিদগণের পাট সংক্রান্ত জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার বিনিময় এবং বিকাশের লক্ষ্যে নিয়মিত সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা।
- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরি ও অর্থনৈতিক গবেষণা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন ও পরিচালনা এবং আঁশজাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণার ফলাফল ও সম্প্রসারণ।
- উন্নতমানের কৌলিতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতাসহ প্রজনন পাট বীজ উৎপাদন, সরবরাহ এবং সীমিত আকারে মান ঘোষিত (টিএলএস) উন্নতমানের পাট বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ; নির্বাচিত চাষি, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্সির নিকট বিতরণ।
- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসল, পাটজাত পণ্য ও আনুষঙ্গিক সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, পাইলট প্রজেক্ট এবং খামার স্থাপন।
- ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাতের পাটের প্রদর্শন এবং এই সব জাতের পাট উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষক প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ইনস্টিটিউটের বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন, মনোগ্রাম, বুলেটিন এবং পাট গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা।
- পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ জাতীয় ফসলের চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সব কর্মচারী এবং চাষিদের প্রশিক্ষণ এবং পাট সংক্রান্ত কারিগরি গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্পর্কে পাট পণ্য উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	১	-	১
২.	গ্রেড ২	৩	১	২
৩.	গ্রেড ৩	১২	৮	৪
৪.	গ্রেড ৪	৩৫	২৯	৬
৫.	গ্রেড ৫	১	১	-
৬.	গ্রেড ৬	৫২	৪৩	৯
৭.	গ্রেড ৭	-	-	-
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	৭১	৫২	১৯
১০.	গ্রেড ১০	১৫	১১	১
১১.	গ্রেড ১১	৫	৩	২
১২.	গ্রেড ১২	-	-	-
১৩.	গ্রেড ১৩	২৬	১১	১৪
১৪.	গ্রেড ১৪	৬৪	৫১	১১
১৫.	গ্রেড ১৫	১	১	-
১৬.	গ্রেড ১৬	৭১	৫৪	১৭
১৭.	গ্রেড ১৭	৭	৭	-
১৮.	গ্রেড ১৮	২২	১৯	৩
১৯.	গ্রেড ১৯	৩৭	২৯	৮
২০.	গ্রেড ২০	৯০	৭৬	৪
	মোট	৫১৩	৩৯৬	১১৭

* ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের তথ্য।

- জনবল কাঠামো ও শূন্য পদের সংখ্যা : বর্তমানে বিজেআরআই তে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৫১৩টি। তন্মধ্যে বিজ্ঞানীর পদসহ গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-৯ ভুক্ত পদের সংখ্যা ১৭৫টি এবং গ্রেড- ১০ থেকে গ্রেড-২০ ভুক্ত পদের সংখ্যা ৩৩৮টি। বর্তমানে মোট ১১৭টি পদ (১ম-৯ম গ্রেডের পদ ৪১টি, ১০ম-২০তম গ্রেডের পদ ৭৬টি) শূন্য আছে।
- জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি : বর্তমানে বিজেআরআই-এ মোট শূন্য পদের সংখ্যা ১১৭টি। তন্মধ্যে ৪১টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৭৬টি পদের মধ্যে ৪৪টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া আরও ১৯টি পদের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য : পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের (১৬টি)সহ বিজেআরআই-এ রাজস্ব বাজেটের আওতায় অডিট আপত্তির সংখ্যা মোট ৩৫টি (টাকার অংকে যা মোট ৬৭৬.৮০ লক্ষ টাকার)। আপত্তিগুলোর ব্রডশিট জবাব প্রদান করা হয়েছে। ৩৫টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে যা টাকার অংকে ১.৬১ লক্ষ টাকা। বিজেআরআই-এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অডিট আপত্তির সংখ্যা ৩টি (টাকার অংকে যা মোট ৭৬.৬৬ লক্ষ টাকার) আপত্তিগুলোর ব্রডশিট জবাব প্রদান করা হয়েছে এবং ৩টির অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে রাজস্ব বাজেটের আওতায় মোট ৩২টি অডিট আপত্তি এখনও অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে যা টাকার অংকে ৬৭৫.১৯ লক্ষ।
- শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্য : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১টি যা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৪৭ জন	৪ জন	৫১৩ জন	-	৫৬৪ জন
২.	গ্রেড ১০	-	-	১৩৫ জন	-	১৩৫ জন
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	৫২৯ জন	-	৫২৯ জন
	মোট	৪৭ জন	৪ জন	১১৭৭জন	-	১২২৮ জন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	২২ জন	-	-	২২ জন
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	২২ জন	-	-	২২ জন

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৪২৫ জন	৮২০ জন	-	১২৪৫ জন
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	৪২৫ জন	৮২০ জন	-	১২৪৫ জন

- দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংস্থায় ২৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৪৭ জন কর্মকর্তা বিজেআরআই হতে অংশগ্রহণ করেন।
- বিজেআরআই ৩৫টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে যাতে ১২২৮জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ১০ জন বিজ্ঞানীর বৈদেশিক পিএইচডি প্রোগ্রাম চলমান আছে। এদের মধ্যে ০১ জন অস্ট্রেলিয়া, ০১ জন কানাডা, ০৩ জন জাপান (১ জন পোস্ট পিএইচডি প্রোগ্রাম-এ) এবং ০৫ জন মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি/পোস্ট পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নরত আছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ১২ জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত আছে।
- দেশের অভ্যন্তরে ১০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে ১২৪৫ জন বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/সংস্থার ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম :

কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০১৮-১৯)

- কৃষি গবেষণার বিভিন্ন বিভাগে পাটের জার্মপ্লাজম ক্যারেক্টারাইজেশন, জাত উন্নয়ন, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শস্য পর্যায় উদ্ভাবন, উন্নত পচন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মোট ১১১টি গবেষণা পরীক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- তোষা পাটের একটি অগ্রবর্তী লাইন (রবি-১) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাত হিসেবে বিজেআরআই তোষা পাট-৮ নামে ছাড়করণ করা

হয়েছে।

- পাট, কেনাফ ও মেস্তার ৯০টি জার্মপ্লাজমের চারিত্রিক গুণাগুণ মূল্যায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে দেশি পাটের ৩টি এক্সেশন (৬৬৮, ৭৮৫ এবং ৮৫৭), তোষাপাটের ৪টি এক্সেশন (২১১৩, ২০৭৮, ২০৩৭ এবং ২০৩৪), কেনাফের ৩টি এক্সেশন (৪১১৮, ৪৭৮৬ এবং ৪৪২৫) এবং মেস্তার ৩টি এক্সেশন (২৭৩৯, ৩১১০ এবং ১৮৮৯) আঁশ উৎপাদন বৈশিষ্ট্যের আলোকে অপেক্ষাকৃত ভালো ফলাফল প্রদর্শন করে। এই জার্মপ্লাজমগুলোকে উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যবহার করা যাবে।
- জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত জার্মপ্লাজমগুলো হতে গত বছর ৫০০টি জার্মপ্লাজমের বীজ বর্ধন করে জিন ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে মূল্যায়ন কাজে ব্যবহার করা হবে।
- পাটের ২২টি জার্মপ্লাজমের মলিকুলার চরিত্রায়ন (Molecular characterization) করা হয়েছে।
- দেশি, তোষা ও কেনাফের বিভিন্ন জাতের মোট ১৭০০ কেজি প্রজনন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে যার মধ্য থেকে চাহিদা অনুযায়ী বিএডিসি ও অন্যান্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে মোট ৬৫৭.২৯ কেজি সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রজনন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৭৪.৪০ কেজি নিউক্লিয়াস বীজ উৎপাদন করা হয়েছে।
- দেশি পাটের ৪টি, তোষা পাটের ২টি এবং কেনাফের ৩টি accession কাণ্ড পচা (Stem rot) রোগের ক্ষেত্রে মধ্যম মাত্রার প্রতিরোধী হিসেবে পাওয়া গেছে যা পরবর্তীতে পেস্ট রেজিস্টেন্ট জাত উদ্ভাবনে ব্যবহার করা হবে।
- চূড়ান্ত মাঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে ১১টি নতুন ছত্রাকনাশক কার্যকরী হিসেবে ভালো পাওয়া গেছে এবং কৃষকের ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাট পচনের জন্য অনুজীব সংগ্রহ (Isolation) করা হয়েছে এবং তাদের পাট পচন গুণাগুণ নির্ণয়করণ কার্যক্রম চলছে।
- পানি স্বল্প এলাকায় পাটের রিবনিং করার জন্য 'অটো-জুট পাওয়ার রিবনার' উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এর আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।
- অতি অল্প সময়ে পাট ফসল কর্তনের জন্য 'বিজেআরআই মাল্টিফাংশন জুট হার্ভেস্টার' উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- স্বল্প পানি এলাকায় পাটের রিবন রেটিং প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সারা দেশে ০৫টি জুট ব্লক এবং ০৪টি জুট ভিলেজ এর মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবিত বিজেআরআই তোষা পাট-৭ জাত এর মাঠপর্যায়ে উৎপাদনশীলতা এবং কৃষক পর্যায়ে পরিচিতি এবং সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাট ও সমজাতীয় আঁশ ফসলের নতুন জাতসমূহকে মাঠপর্যায়ে কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিজেআরআই এর আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ১১৯৫টি প্রদর্শনী পট স্থাপন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ১২.০০ টন মান ঘোষিত বীজ (টিএলএস) উৎপাদন করা হয়েছে।

ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

ক্র : নং	ফসলের নাম	২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাট আবাদের জমি	২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাট উৎপাদন	মন্তব্য
১	পাট	৬.৫০ লক্ষ হেক্টর	৭৪.৩৯ লক্ষ বেল	

** উৎস : মনিটরিং সেল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।*

কারিগরি গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০১৮-১৯)

- কারিগরি গবেষণা উইংয়ের বিদ্যমান বিভাগগুলোর মাধ্যমে নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে গত ০১ বছরে ৩০টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে।
- নদীর বাঁধ নির্মাণ, রাস্তার উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ, পাহাড়ের ঢাল রক্ষার জন্য নবউদ্ভাবিত 'ন্যাচারাল এডিটিভট্রিটেড জুট জিও-টেক্সটাইল' প্রযুক্তিটি একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বিজেএমসির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রযুক্তিটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি বছরে দেশের প্রায় ২০০ (দুইশত) কোটি টাকার সিনথেটিক জিও টেক্সটাইল আমদানি সাশ্রয় এবং প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।
- অপ্রচলিত দ্রব্য লিচু পাতা থেকে সহজলভ্য পরিবেশবান্ধব ৪টি প্রাকৃতিক রং উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা দ্বারা পাট বস্ত্র ও সুতি বস্ত্রকে রঞ্জিত করা যায়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে পাট জাত দ্রব্যকে ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।
- রাসায়নিকট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অগ্নিরোধী ও পচনরোধী পাট ও পাটজাত ফেব্রিক উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- সহজ পদ্ধতিতে ও স্বল্প খরচে পাটকাঠি থেকে চারকোল তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- পাট থেকে উন্নতমানের মণ্ড ও কাগজ তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

- Warp এ cotton এবং weft এ পাটের সূতা ব্যবহার করে জুট-কটন ইউনিয়ন ফেব্রিক তৈরি করে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূল্য সংযোজিত পণ্য যেমন-সেমিনার ব্যাগ, এক্সিকিউটিভ ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জায়নামাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার, রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে হালকা পাটবস্ত্র তৈরির নিমিত্ত চিকন সুতা (১০০ টেক্স) উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- Composite Material তৈরির লক্ষ্যে Jute Fibre এবং Jute fabric দিয়ে Reinforced Composite Material তৈরি করা হয়েছে।
- পাট ও সুতি বস্ত্রকে স্বল্প মূল্যের (Cost Effective) ব্লিচিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- পাট সুতাকে রাসানিক প্রক্রিয়াজাত করে উলের ন্যায় সুতা তৈরি করা হয়েছে যা দ্বারা স্বল্প মূল্যে সুয়েটার/কার্ডিগান তৈরি করা সম্ভব।

জেটিপিডিসি উইং এর গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্জন (২০১৮-১৯)

- জুট-টেক্সটাইল উইং-এ বিদ্যমান বিভাগগুলোর মাধ্যমে নতুন পাট পণ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাট পণ্যের মানোন্নয়নের বিষয়ে গত ০১ বছরে ০৮টি গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে।
- পাট-তুলা মিশ্রিত সুতা দিয়ে পাঞ্জাবি তৈরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই কাপড় সব বয়সি মানুষের জন্য ব্যবহার উপযোগী হওয়ার কারণে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
- পাট, তুলা ও ভেড়ার পশম মিশ্রিত আঁশ দিয়ে কম্বল তৈরি করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই কম্বল শীত প্রধান এলাকায় (উত্তরবঙ্গ) মানুষের জন্য ব্যবহার উপযোগী হওয়ার কারণে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষক লাভবান অন্যদিকে পরিবেশ রক্ষা পাবে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশীয় ভেড়ার পশমের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

- পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা (১ম সংশোধিত) প্রকল্প : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর উদ্যোগে বিশেষ সরকারি অনুদানে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলম এর নেতৃত্বে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে বাংলাদেশে পাটের জিনোম গবেষণা শুরু হয়। এর ফলশ্রুতিতে ২০১০ সালে প্রফেসর মাকসুদুল আলম এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা তোষা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন। উক্ত জীবন রহস্য উন্মোচনের পর, সে তথ্যকে কাজে লাগিয়ে পাট ফসলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে আগষ্ট ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য "পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদে জিনোম গবেষণার সুফল কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে ১১৮২০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধনী একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ বছর বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট ১১৪.৪২৮১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৮০.৮২ লক্ষ টাকা ব্যায় হয় যা বরাদ্দের ৯৫.২২ শতাংশ। ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত অর্জনকে ধরে রাখার স্বার্থে গত ২১ মে, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এর সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সমীচিন হবে না এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি যৌক্তিক মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এনইসি সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিতে প্রকল্পটি চলমান প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সে মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধিসহ ২য় সংশোধনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে অতি দ্রুতই প্রকল্পটির ২য় সংশোধন অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।
- প্রকল্পের আওতায় জিনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে স্বল্পদিবস দৈর্ঘ্য, নিম্ন তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, কাণ্ড পচা রোগ সহনশীল এবং কম লিগনিনযুক্ত চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন করা হয়েছে, যার অধিকাংশই বিভিন্ন দেশে গৃহিত হয়েছে এবং বাকিগুলো মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। আগাম কর্তন উপযোগী, রোগপ্রতিরোধী, উচ্চফলনশীল ও উন্নত মানের আঁশবিশিষ্ট পাটের চারটি নতুন প্রজনন লাইন উন্নয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে রবি-১ নামের একটি লাইনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৮তম সভায় 'বিজেআরআই তোষাপাট-৮' হিসেবে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। যা চাষাবাদকৃত জাতের চেয়ে শতকরা ১০-১৫ ভাগ ফলন বেশি দেয় এবং এর আঁশের মানও ভাল। প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত এ জাতটি কৃষকদের মাঝে পরিচিতি এবং জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মাধ্যমে কৃষকের মাঠে ৩০০০টি ফলাফল প্রদর্শনী পট এবং বিজেআরআই এর মাধ্যমে ৪০০টি বহুস্থানিক পরীক্ষণের নিমিত্ত প্রদর্শনী প্লট করা হয়েছে। অবমুক্তির প্রথম বছরেই জাতটি ফলন ও আঁশের মান বিবেচনায় কৃষকের নিকট ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এছাড়া বায়ুমণ্ডল হতে ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় নাইট্রোজেন গ্রহণে ধইঞ্চার বৈশিষ্ট্যকে পাটসহ অন্যান্য ফসলে প্রয়োগের লক্ষ্যে ধইঞ্চা'র জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করা হয়েছে।
- 'জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প :
'জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গত ১৫-১০-২০১৮ খ্রি : তারিখ এবং পরবর্তীতে গত ১২-০৬-২০১৯ খ্রি : তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়

কর্তৃক 'জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপন এবং গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত মেয়াদ জুলাই/২০১৮ থেকে জুন/২০২১ খ্রি : এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৪২.৫০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব খাতে ৩৪৪.৫০ লক্ষ টাকা, মূলধন খাতে ২৮২৮.৯৮ লক্ষ টাকা, ফিজিক্যাল কনটিজেন্সি খাতে ৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রাইস কনটিজেন্সি খাতে ২৯.০৩ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জামালপুর এবং তদ্‌সংলগ্ন জেলার চরাঞ্চল উপযোগী অধিক ফলনশীল জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ০১টি নুতন পাট গবেষণা উপকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় মাদারগঞ্জে নবগঠিত চরাঞ্চলে ৩৪.৫ একর অকৃষিজ খাসজমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ০৫ জন জনবল নিয়োগ, প্রকল্প এলাকার মাস্টার প্ল্যান/ড্রইং/ডিজাইন/পর্যবেক্ষণের জন্য কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ, প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ০১টি গাড়ি ভাড়া, ০১টি মোটর সাইকেল ও ০২টি বাইসাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের গবেষণা তথ্যের প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য ০৩টি ডেস্কটপ, ০১টি ল্যাপটপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে শুল্ক ব্যতীত আবর্তক (রাজস্ব) খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ৪০৩.০০ লক্ষ টাকা সমেত মোট ৪৩৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত আবর্তক (রাজস্ব) খাতে ২৭.৫৬ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ৪০২.৮০ লক্ষ টাকা সমেত মোট ৪৩০.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৩৯%।

- জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্প
  বিজেআরআই এর জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্পটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৭৯ লক্ষ টাকা, যার পুরোটাই জিওবি থেকে অর্থায়ন হবে। প্রকল্পটি ৩০-০১-২০১৮ খ্রি : তারিখে অনুমোদিত হয় এবং এর মেয়াদকাল ১লা অক্টোবর, ২০১৭ থেকে ৩০ জুন, ২০২১ খ্রিঃ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে গবেষণা ব্যয়, শ্রমিক মজুরি এবং কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করার জন্য মোট ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়, যার মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা কোড অনুযায়ী খরচ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন খাতে (প্রশিক্ষণ ব্যয়, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত, মোটরযান ক্রয়, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়, ল্যাবরেটরি সামগ্রী ইত্যাদি) আরএডিপি বরাদ্দ প্রাপ্ত হয় মোট ১০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে প্রায় ১০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা বিভিন্ন খাতে কোড অনুযায়ী খরচ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ০৭ জন বিজ্ঞানীর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০৭ জন বিজ্ঞানীর জিও হয়েছে। প্রকল্পের বরাদ্দকৃত টাকায় ড্রায়ার মেশিন, বয়লার মেশিনসহ মোট ৪টি মেশিন মেরামত করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থায়নে একটি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় গবেষণা কাজের জন্য মোট ৪৮টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাঁচামাল ও কেমিক্যাল সংগ্রহ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮টি ডেক্সটপ কম্পিউটার, ৪টি ল্যাপটপ, ১টি ডিজিটাল ক্যামেরা ও ১টি ভিডিও ক্যামেরাসহ অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। পূর্ত কাজের অধীনে গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১ম তলা এবং ২য় তলার কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, গার্মেন্ট ল্যাবরেটরি, টেস্টিং ল্যাবরেটরি মেশিনারিজ স্থাপনের জন্য স্থান পরিমার্জন, পরিবর্ধন করা হয়েছে। এছাড়া জুট এন্ড টেক্সটাইল প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (জেটিপিডিসি) এর নিচতলা, ২য় তলা ও ৩য় তলার ভৌত অবকাঠামোগত পূর্ত কাজ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বে সর্বপ্রথম দেশি ও তোষা পাটের জীবন রহস্য (Genome Sequencing) আবিষ্কার করা হয়েছে এবং পাটসহ পাঁচশতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাক Macrophomina phaseolina-এর জীবনরহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জিনোমভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে স্বল্পদিবস দৈর্ঘ্য, নিম্ন তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, কাণ্ড পচা রোগ সহনশীল এবং কম লিগনিনযুক্ত চাহিদাভিত্তিক পাট পণ্য উৎপাদনে সক্ষম পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব অর্জনের জন্য ৭টি আবেদন করা হয়েছে, যার অধিকাংশই বিভিন্ন দেশে গৃহীত হয়েছে এবং বাকিগুলো মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। আগাম কর্তন উপযোগী, রোগপ্রতিরোধী, উচ্চফলনশীল ও উন্নত মানের আঁশবিশিষ্ট পাটের চারটি নতুন জাত উন্নয়ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে রবি-১ নামের একটি লাইনকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৮তম সভায় 'বিজেআরআই তোষাপাট-৮' হিসেবে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। যা প্রচলিত জাতের চেয়ে শতকরা ১০-১৫ ভাগ ফলন বেশি দেয় এবং এর আঁশের মানও ভালো। প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত এ জাতটি কৃষকদের মাঝে পরিচিতি এবং জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মাধ্যমে কৃষকের মাঠে ৩০০০টি ফলাফল প্রদর্শনী প্লট এবং বিজেআরআই এর মাধ্যমে ৪০০টি বহুস্থানিক পরীক্ষণের নিমিত্ত প্রদর্শনী প্লট করা হয়েছে। অবমুক্তির প্রথম বছরেই জাতটি ফলন ও আঁশের মান বিবেচনায় কৃষকের নিকট ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এছাড়া বায়ুমণ্ডল হতে ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় নাইট্রোজেন গ্রহণে ধইঞ্চার বৈশিষ্ট্যকে পাটসহ অন্যান্য ফসলে প্রয়োগের লক্ষ্যে ধইঞ্চার জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করা হয়েছে।
- বিজেআরআই প্রতিষ্ঠার পর থেকে মোট ৫১টি পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও অবমুক্ত করা হয়েছে।

তন্মধ্যে ২০টি (৯টি দেশি পাট, ৬টি তোষা পাট, ৩টি কেনাফ ও ২টি মেস্তা) উন্নত জাত বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। সুপারিশকৃত এই ২০টি উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে বর্তমান সরকারের সময়কালে ১১টি জাত (দেশি পাটের-৪টি, তোষা পাটের-৩টি, কেনাফের-২টি এবং মেস্তার-২টি) উদ্ভাবিত হয়েছে।

- দেশে পাট বীজের অভাব দূরীকরণে বিজেআরআই পাট বীজ উৎপাদনের জন্য 'নাবী পাট বীজ উৎপাদন' প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। স্বাভাবিক নিয়মে বীজ উৎপাদনে যেখানে প্রায় ১০ মাস সময়ের প্রয়োজন হয় এবং ফলনও হয় কম সেখানে নাবী পদ্ধতিতে মাত্র ৩-৪ মাসে দ্বিগুণ এরও বেশি (প্রায় ৭০০ কেজি/হে.) ফলন পাওয়া যায়। ফলে কৃষক পর্যায়ে এ প্রযুক্তিটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বীজের ঘাটতি পর্যায়ক্রমে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। তাছাড়া 'নিজের বীজ নিজে করি' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।
- পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, সার ব্যবস্থাপনা, রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা, পাটভিত্তিক শষ্য পর্যায় এবং পাট পচন প্রক্রিয়ার উপর ৭৫টি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- 'পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর' প্রকল্পের গবেষণার মাধ্যমে ৪টি অগ্রবর্তী লাইন পাওয়া গেছে-যা থেকে উচ্চ লবণাক্তযুক্ত (14 dS/m) জমিতে চাষাবাদযোগ্য জাত উদ্ভাবন করা যাবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া বিজেআরআই উদ্ভাবিত বিজেআরআই দেশি পাট-৮ কে দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলায় কৃষক পর্যায়ে গত ২ বছরে চাষে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে। এতে উপকূলীয় এলাকার বিস্তর এলাকায় এক ফসলি জমিতে ২টি ফসল আবাদ করা যাবে।
- পাটের কারিগরি গবেষণায় ৪০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এর মধ্যে বেশ কিছু প্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- রাস্তার উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ, নদীর বাঁধ নির্মাণ, পাহাড়ের ঢাল রক্ষার জন্য নব উদ্ভাবিত ন্যাচারাল এডিটিভট্রিটেড জুট জিও-টেক্সটাইল প্রযুক্তি বিজেএমসির নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
- পাটের কাপড়ে প্রাকৃতিক রঙ করার উদ্দেশ্যে অপ্রচলিত দ্রব্য লিচু পাতা থেকে সহজলভ্য প্রাকৃতিক ৪টি রং উদ্ভাবন করা হয়েছে যা পাট বস্ত্র ও সুতি বস্ত্রকে রঞ্জিত করে।
- প্লাষ্টিক ও বেঁতের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানিরোধীকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। পাটজাত দ্রব্যে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরণের পণ্য যেমন- আসবাবপত্র, জুতা, কভারিং ম্যাটেরিয়ালস্ ইত্যাদি তৈরি করা যায়।
- Warp এ cotton এবং weft এ পাটের সূতা ব্যবহার করে জুট-কটন ইউনিয়ন ফেব্রিক তৈরি করে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূল্য সংযোজিত পণ্য যেমন-সেমিনার ব্যাগ, এক্সিকিউটিভ ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জায়নামাজ ইত্যাদি প্রস্তুত করে বিক্রয় ও প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- Composite Material তৈরির লক্ষ্যে Jute Fibre এবং Jute fabric দিয়ে Reinforced Composite Material তৈরি করা হয়েছে।
- পাটের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত প্রযুক্তি এবং পাটের কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং শিল্পোদ্দোক্তাদের সাথে ৫টি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যা বাণিজ্যিকভাবে পাটপণ্য উৎপাদনে এবং পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবেশ উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে।

উপসংহার

বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকরা পাটের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। ফলে কৃষক আবার পাট চাষে উৎসাহিত হচ্ছে এবং আবাদি জমির পরিমাণ ও ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে এবং উৎপাদিত হয়েছে ৭৪.৩৯ লক্ষ বেল এর অধিক পাট। প্রতি বছরই পাটের নতুন নতুন উচ্চফলনশীল জাত এবং বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হচ্ছে। সার্বিকভাবে পাটের উন্নয়ন শুধু উন্নত মানের অধিক পরিমাণ আঁশ উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে না। কারণ, পাট একটি শিল্পজাত পণ্য হওয়ায় এর উৎপাদন থেকে শুরু করে শিল্পে ব্যবহার, পণ্য উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি ইত্যাদি কার্যক্রমে বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয় জড়িত। সুতরাং পাটের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্ত ও আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কার্যকর সমন্বয় অপরিহার্য।

অল্প সময়ে পাট ফসল কর্তনের জন্য বিজেআরআই উদ্ভাবিত পাট কাটার যন্ত্র

জুট জিও প্রযুক্তিটি মাঠপর্যায়ে ব্যবহার

স্বল্প পানি এলাকায় পাটের রিবনিং করার জন্য বিজেআরআই উদ্ভাবিত অটো রিবনার

২০১৮-১৯ বছরে জিনোম গবেষণায় উদ্ভাবিত তোষা পাটের আগাম কর্তনযোগ্য উচ্চফলনশীল জাত 'বিজেআরআই তোষা পাট-৮'-এর মাঠদিবস কর্মসূচি

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.bsri.gov.bd

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ দেশের একটি অগ্রজ ও প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখানে ইক্ষুসহ অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট' এর নাম পরিবর্তন করে ০৯ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রি. তারিখে 'বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট' নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্বল্প বৃষ্টিপাত এলাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অর্থকরী ফসল ইক্ষু। ইক্ষুর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এ ছাড়া বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ইক্ষু ছাড়াও সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টিভিয়া, যষ্টিমধু প্রভৃতি মিষ্টি উৎপাদনকারী ফসলের উপর গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। বিএসআরআই দেশের চিনি ও গুড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এগারটি গবেষণা বিভাগ, একটি সঙ্গনিরোধ বা কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র এবং দুটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এর গবেষণা উইং। অন্যদিকে প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং গঠিত হয়েছে দু'টি প্রধান বিভাগ, সাতটি উপকেন্দ্র এবং দুটি শাখার সমন্বয়ে। প্রযুক্তি হস্তান্তর উইং ইক্ষু চাষি ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির প্রদর্শনী স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনার মাধ্যমে চাষাবাদের নতুন প্রযুক্তির বিস্তার, চাষির জমিতে নতুন প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই এবং এর ফিড-ব্যাক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

রূপকল্প (Vision)

অধিক মিষ্টিসমৃদ্ধ স্বল্পমেয়াদি সুগারক্রপের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

বিভিন্ন চিনিফসলের জাত উদ্ভাবন/প্রবর্তন। চিনিফসলের চাহিদাপ্রসূত, টেকসই প্রযুক্তিসমূহ উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর। অর্থনৈতিকভাবে সর্বোচ্চ আয় প্রাপ্তির লক্ষ্যে আখ, সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, স্টেভিয়া প্রভৃতির ওপর গবেষণা সম্পাদন। প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমতল, চরাঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রতিকূল এলাকা যেমন : লবণাক্ত ও পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন চিনিফসল চাষ সম্প্রসারণ।

কার্যাবলি

১. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছের উৎপাদন কর্মসূচি প্রণয়ন করা।
২. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য সহযোগী প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন করা।
৩. ইক্ষুভিত্তিক খামার তৈরির ওপর গবেষণা করা এবং এর অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা।
৪. চিনি, গুড় ও সিরাপ উৎপাদন উপযোগী শর্করা সমৃদ্ধ ফসল বা গাছ ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণা/অবহিত করা।
৫. বিভিন্ন রকম ইক্ষুর জাত সংগ্রহ করে জার্মপ্লাজম ব্যাংক গড়ে তোলা এবং তা সংরক্ষণ করা।
৬. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিষ্টিজাতীয় ফসলবিষয়ক যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা।
৭. মিষ্টিজাতীয় ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণায় নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে সহযোগিতা করা।
৮. ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
৯. সরকারের ইক্ষুনীতি নির্ধারণে সাহায্য করা এবং ইক্ষু সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা।
১০. ইক্ষু চাষিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১১. উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	১	১	-
২.	গ্রেড ২	২	২	-
৩.	গ্রেড ৩	১৬	২	১৪
৪.	গ্রেড ৪	২৬	২৬	-
৫.	গ্রেড ৫	২	২	-
৬.	গ্রেড ৬	২৭	১৩	১৪
৭.	গ্রেড ৭	১	-	১
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	৫৬	৩৭	১৯
১০.	গ্রেড ১০	১৭	৭	১০
১১.	গ্রেড ১১	২০	১৬	৪
১২.	গ্রেড ১২	৫০	৪০	১০
১৩.	গ্রেড ১৩	-	-	-
১৪.	গ্রেড ১৪	২	১	১
১৫.	গ্রেড ১৫	১৭	১৪	৩
১৬.	গ্রেড ১৬	৪৩	৩১	১২
১৭.	গ্রেড ১৭	৬	৫	১
১৮.	গ্রেড ১৮	-	-	-
১৯.	গ্রেড ১৯	৩০	২৫	৫
২০.	গ্রেড ২০	৭৭	৫৫	২২
	মোট	৩৯৩	২৭৭	১১৬

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১৫২ জন	-	৮৩ জন	-	২৩৫ জন
২.	গ্রেড ১০	-	-	৭ জন	-	৭ জন
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	১৮৭ জন	-	১৮৭ জন
	মোট	১৫২ জন	-	২৭৭ জন	-	৪২৯ জন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	১১ জন	-	-	১১ জন
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১১ জন	-	-	১১ জন

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষে বোরণ সারের মাত্রা

হেক্টরপ্রতি ১.৫ কেজি হারে বোরন বেসাল সার হিসেবে অথবা ৭৫ পিপিএম হারে গাছের ৫০ ও ৮০ দিন বয়সে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

উচ্চফলন এবং ক্রাউন রট রোগ নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১ (ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলা) এবং ১১ (পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ী জেলা) এর জন্য প্রযুক্তিটি উপযোগী।

প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে সুগার বিটের ফলন ৬৬ থেকে ৭০ টন/হে. পাওয়া গেছে এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের পর সুগার বিটের ফলন ৯০ থেকে ১০০ টন/হে. পাওয়া গেছে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে ক্রাউন রটের হার ছিল ২০-২২% এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের পর ২-৩%।

২. আখের ক্ষতিকারক পোকার ডিম নষ্টকারী উপকারী পোকা এয়ারউইগ (*Forficula auricularia*) প্রতিপালন পদ্ধতি ও মাঠে অবমুক্তকরণ

আখের কাণ্ডের মাজরা পোকার আক্রমণ মে মাসেই শুরু হয়। তাছাড়া ডগার মাজরা পোকা এবং গোড়ার মাজরা পোকার ডিমও প্রায় সারা বছরই দেখতে পাওয়া যায়।

তাই ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত এয়ারউইগ মে মাস থেকেই অবমুক্ত করতে হয়।

অবমুক্তকরণের ক্ষেত্রে ৩/৪ বার খোলস পরিবর্তন করা এয়ারউইগই উত্তম।

হেক্টর প্রতি আখের জমির জন্য ১০,০০০টি এয়ারউইগ পোকা মাঠে অবমুক্ত করতে হয়। প্রথমবার অবমুক্ত করার পর ১৫ দিন পর পর ৪-৫ বার কাচের জার অথবা পেট্রিডিসে নিয়ে এদেরকে অবমুক্ত করতে হবে।

৩. ট্রপিক্যাল সুগারবিটের কীড়া নষ্টকারী উপকারী পোকা ব্রাকন হেবিটর (*Bracon hebetor*) প্রতিপালন পদ্ধতি ও মাঠে অবমুক্তকরণ

পূর্ণ বয়স্ক ব্রাকন প্লাস্টিকের কৌটায় করে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। একটি বয়মে ১০০০ থেকে ১৪০০টি পর্যন্ত ব্রাকন থাকে। যা এক হেক্টর জমির জন্য প্রযোজ্য।

ট্রপিক্যাল সুগারবিট বপনের ৪-৫ সপ্তাহ পর থেকে মাঠে ব্রাকন অবমুক্ত করতে হয়। এছাড়াও যদি জমিতে সুগারবিট ক্যাটারপিলার এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তবে সাথে সাথে এদেরকে অবমুক্ত করতে হবে।

প্রথমবার অবমুক্ত করার পর ১২-১৫ দিন পর পর ৪-৫ বার ব্রাকন হেবিটর পোকা মুক্তায়িত করতে হবে।

৪. বিএসআরআই উদ্ভাবিত উন্নত সুগারবিট স্লাইসার

এমএস এঙ্গেল এর ফ্রেম দ্বারা প্রস্তুত এবং এম এস সিট দ্বারা ঢাকনাযুক্ত।

সমান্তরালভাবে স্থাপনকৃত ২ হর্স পাওয়ার এর একটি মোটর দ্বারা চলে।

মেশিনের মাঝখানে একটি গেলাকার ডিস্ক সেট করা আছে। স্টেইনলেস স্টিল এর দুই সেট গোলাকার কাটিং ইউনিট রয়েছে।

ঘণ্টায় ৮০০ কেজি সুগারবিট স্লাইস করা যায়। মাত্র ৬০,০০০ টাকায় তৈরি করা যায়।

৫. আখ চাষে রাসায়নিক আগাছা ব্যবস্থাপনা

রোপণের পর ৪৫ থেকে ১৩৫ দিন পর্যন্ত আখের জমি আগাছা মুক্ত রাখা হলে আখের সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়।

আগাছা নাশক Simazine 50 SC (Atrazine 50%) @ 2.5 L ha^{-1} আখের জমিতে প্রয়োগ করে সফলভাবে আগাছা দমন করা যায়।

আখ রোপণের ১৪-২১ দিনের মাথায় প্রথম এবং প্রথম স্প্রের ২১ দিন পর পর দুই বার মোট তিন বার স্প্রে করতে হয়।

আখের বিভিন্ন জাতের চওড়া পাতার আগাছার উপর এটি অত্যন্ত কার্যকর।

উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	:	বিএসআরআই এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০
প্রকল্প এলাকা	:	পাবনা, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, জামালপুর, গাজীপুর, শেরপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, হবিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, ঝিনাইদাহ, বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী।
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৬,৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	:	৯৬৮.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. দুইটি আঞ্চলিক ও প্রজনন কেন্দ্র, একটি উপকেন্দ্র এবং একটি বায়োকন্ট্রোল পরীক্ষাগার নির্মাণের মাধ্যমে গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
২. ইক্ষু ও সুগারবিটের স্থানীয় ও বৈদেশিক জার্মপ্লাজম সংগ্রহকরণ, আণবিক চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন।
৩. এগ্রোব্যাকটেরিয়াম পদ্ধতি ব্যবহার করে জীবজ ও অজীবজ প্রতিকূলতা প্রতিরোধক গুণাবলির ধারক জিন প্রতিস্থাপন।
৪. প্রচলিত পদ্ধতি এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাহিদা প্রসূত, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু, টেকসই এবং আধুনিক ইক্ষু ও সুগারবিটের জাত উদ্ভাবন।
৫. ইক্ষু ও সুগারবিটের জন্য সম্পূর্ণ, লাগসই এবং টেকসই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্যাকেজ উদ্ভাবন।
৬. নির্বাচিত গাছ হতে সংগৃহীত উন্নত জাতের দেশি তাল ও খেজুরের চারা তৈরি, রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৭. পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষের দ্বারা তামাক চাষের এলাকা প্রতিস্থাপন।
৮. চরাঞ্চল, পাহাড়ি এলাকা এবং উপকূলীয় এলাকার জন্য কার্যকর ইক্ষু চাষাবাদ প্রযুক্তি প্রবর্তন।
৯. প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মিষ্টিফসলের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্প্রসারণ।

এ বছরের কার্যক্রম

উক্ত প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত আরবীয় খেজুর গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত আছে। উন্নত পদ্ধতিতে সুগারক্রপ চাষাবাদ বিষয়ক ২০০টি প্রদর্শনী এবং সুগারবিট চাষাবাদ বিষয়ক ৫০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ১,৫০০টি তালের চারা, ৬,৫০০টি খেজুরের চারা ও ৬,৫০০টি গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ বিষয়ক ১৮টি মাঠ দিবস আয়োজন (১৪৪০ জন) করা হয়েছে। ইক্ষু ও অন্যান্য সুগারক্রপের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, গুড় তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক ৬ ব্যাচ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের (১৫০ জন); ১৬ ব্যাচ দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের (৪০০ জন) এবং ২০০ ব্যাচ চাষিদের (৫,০০০ জন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী যানবাহন ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্রয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

(১) কর্মসূচির নাম	: পরিবর্তিত জলবায়ুতে দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণ
কর্মসূচির মেয়াদ	: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০
কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	: ১০৩.৩০ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	: ৩৩.৪০ লক্ষ টাকা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের উন্নত জীবনযাত্রার জন্য টেকসই অভিযোজন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা।
২. পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী বছরব্যাপী লবণাক্তসহিষ্ণু চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।
৩. বছরব্যাপী চিবিয়ে খাওয়া আখ চাষ বৃদ্ধি করে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪. দুর্যোগ প্রবণ আবহাওয়ায় তাৎক্ষণিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।

এ বছরের কার্যক্রম

উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দক্ষিণাঞ্চলের সাতটি জেলায় ৬০টি গবেষণা প্লট স্থাপন করা হয়েছে। ১০০০ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৩টি খামার দিবস আয়োজন করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

(২) কর্মসূচির নাম	: পরিবর্তিত জলবায়ুতে ইক্ষু ও সুগারবিটের পোকামাকড়ের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও বিস্তার
কর্মসূচির মেয়াদ	: জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০
কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	: ১৮০.৭০ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	: ৬৪.৪০ লক্ষ টাকা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

১. আখ চাষিদের নিকট ইক্ষু ও সুগারবিট এর পোকামাকড় সহনশীল জাত সরবরাহ নিশ্চিত করা।
২. পরিবর্তিত জলবায়ুতে ইক্ষু ও সুগারবিটের সমন্বিত পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আক্রমণের হার হ্রাস করা।
৩. বিভিন্ন ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের আক্রমণে ইক্ষু ও সুগারবিটের যে বিপুল পরিমাণ ফলন হ্রাস পায় তার পরিমাণ কমিয়ে আনা।
৪. সমন্বিত পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইক্ষুর ক্ষতিকারক পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইক্ষুর উৎপাদন ও এর চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
৫. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং চিনিকলের কর্মকর্তা, সম্প্রসারণ কর্মী এবং উদ্যমী কৃষকদেরকে ইক্ষু ও সুগারবিটের সমন্বিত পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬. আখ চাষিগণকে ইক্ষু ও সুগারবিট উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিক মাঠ দিবস কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
৭. ইক্ষু ও সুগারবিট উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে চিনি ও গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
৮. চিনি ও গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ হতে চিনি আমদানি হ্রাস করা এবং ফলশ্রুতিতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা।

এ বছরের কার্যক্রম

উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সতেরটি জেলায় ১৯৫টি গবেষণা প্লট স্থাপন করা হয়েছে। ১৪৪০ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২০০ জন সম্প্রসারণকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে উক্ত কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে।

অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

বিগত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচারের ২৫ বছর উদযাপন অনুষ্ঠানে বিএসআরআইকে বিএএজি এ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ প্রদান করা হয়।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষে বোরণ সারের মাত্রা নির্ধারণ। আখের ক্ষতিকারক পোকার ডিম নষ্টকারী উপকারী পোকা এয়ারউইগ (*Forficula auricularia*) এবং ট্রপিক্যাল সুগারবিটের কীড়া নষ্টকারী উপকারী পোকা ব্রাকন হেবিটর (*Bracon hebetor*) প্রতিপালন পদ্ধতি ও মাঠে অবমুক্তকরণ। বিএসআরআই উদ্ভাবিত উন্নত সুগারবিট স্লাইসার এবং আখ চাষে রাসায়নিক আগাছা ব্যবস্থাপনা।

উপসংহার

বিবেচ্য সময়ে অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চরাঞ্চল, পাহাড় ও লবণাক্ত এলাকাসমূহে বিভিন্ন সুগারক্রপের উন্নত ও সম্ভাবনাময় জাত ও প্রযুক্তিসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নানামুখী পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাষিরা আখসহ অন্যান্য চিনিফসল যেমন: তাল, খেজুর, গোলপাতা ও স্টেভিয়া চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছে যা বিএসআরআই এর কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসে উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। নতুন পরিকল্পনার আওতায় বিএসআরআই যষ্টিমধু ও প্রাকৃতিক মধুর উপর বিশেষ গবেষণা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এসডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

আখের সাথে দ্বিতীয় সাথীফসল হিসেবে মুগডাল চাষ

বিএসআরআই উদ্ভাবিত সুগারবিট স্লাইসার

বাংলাদেশের নতুন ফসল সুগারবিট

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

www.srdi.gov.bd

ভূমি, মাটি ও পানি সম্পদের উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণের প্রয়োজনে এসব সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ন ও উন্নয়ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে 'সয়েল সার্ভে প্রজেক্ট অব পাকিস্তান' নামে এ ইনস্টিটিউট এর গোড়াপত্তন হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য সমগ্র দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ সম্পাদন করা। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠানটি 'মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে দেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন হয়। ১৯৮৩ সালে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৃত্তিকা জরিপ বিভাগটি পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ এবং নতুন নামকরণ করে মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত বিভাগ হিসেবে 'মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভূমি ও মাটির গুণাগুণ, বৈশিষ্ট্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করে মাটির শ্রেণিবিন্যাস এবং এ সমস্ত উপাত্ত সম্বলিত মানচিত্র প্রণয়ন ও সরবরাহ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর প্রধান কাজ। গবেষণা ও সম্প্রসারণধর্মী এ প্রতিষ্ঠানটি ভূমি, মৃত্তিকা, সার ও সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠকর্মীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি মাটির ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় (জৈব পদার্থ ও পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি, অম্লত্ব বৃদ্ধি, লবণাক্ততা ও ভূমি ক্ষয়), উপকূলীয় এলাকার ভূপৃষ্ঠস্থ পানির সেচ উপযোগিতা, কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার, ভূমির নিষ্কাশন জটিলতা বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানকল্পে গবেষণামূলক কাজ করে থাকে। বর্তমানে প্রধান কার্যালয় ছাড়াও ০৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়, ২১টি জেলা কার্যালয়, ১৫টি আঞ্চলিক গবেষণাগার, ৬টি সার পরীক্ষাগার ও ২টি গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প (Vision)

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের যুক্তিযুক্ত ও লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মৃত্তিকা স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

১. মৃত্তিকা ও ভূমি সম্পদের ইনভেন্টরি তৈরি;
২. ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সক্ষমতাভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস;
৩. ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সেবা গ্রহণকারীর উপযোগী নির্দেশিকা, পুস্তিকা ও সহায়িকা প্রণয়ন;
৪. সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা এবং
৫. শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

যথাযথ এবং টেকসই ভূমি ও মৃত্তিকা (বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ) ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

জনবল (Manpower)

ক্র. নং	বেতন গ্রেড	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড-১	-	-	-
২.	গ্রেড-২	০১	০১	-
৩.	গ্রেড-৩	০৪	-	০৪
৪.	গ্রেড-৪	২২	১৭	০৫
৫.	গ্রেড-৫	-	-	-
৬.	গ্রেড-৬	৭১	৫৮	১৩
৭.	গ্রেড-৭	-	-	-
৮.	গ্রেড-৮	-	-	-
৯.	গ্রেড-৯	১২৭	৮৩	৪৪
১০.	গ্রেড-১০	১৯	০৯	১০
১১.	গ্রেড-১১	০২	০১	০১
১২.	গ্রেড-১২	০৮	০৪	০৪
১৩.	গ্রেড-১৩	৩৩	২৯	০৪
১৪.	গ্রেড-১৪	৪১	৩৫	০৬
১৫.	গ্রেড-১৫	-	-	-
১৬.	গ্রেড-১৬	১৩৫	১১৩	২২
১৭.	গ্রেড-১৭	২৯	১৯	১০
১৮.	গ্রেড-১৮	৫১	৪৪	০৭
১৯.	গ্রেড-১৯	০২	০১	০১
২০.	গ্রেড-২০	১৫৪	১০১	৫৩
	মোট	৬৯৯	৫১৫	১৮৪

নিয়োগ/পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৭	৬	২৩	১৪	১৪	২৮

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১৪০	১৪	১৫০	-	৩০৪
২.	গ্রেড ১০	১৮	-	১৮	-	৩৬
৩.	গ্রেড ১১-২০	১২০	-	৩৪৭	-	৪৬৭
	মোট	২৭৮	১৪	৫১৫	-	৮০৭

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১৩	-	-	১৩
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১৩	-	-	১৩

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (জন)			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১	৫	১০	১৬
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১	৫	১০	১৬

কার্যাবলি

ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বৈশিষ্ট্যায়ন

- আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি, মৃত্তিকা এবং সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন, এবং

- সরকারি ও বেসরকারি কৃষি খামারের বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ করে মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।

কৃষক সেবা

- স্থায়ী মৃত্তিকা গবেষণাগারে মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের ফলাফল ও ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশ।
- ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের (এমএসটিএল) মাধ্যমে সরজমিনে কৃষকের মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার সুপারিশ।
- টেকসই মৃত্তিকা ও ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ।
- ইউনিয়নভিত্তিক ভূমি শ্রেণির গড় উর্বরতা মানের ভিত্তিতে প্রধান প্রধান ফসলের জন্য সার সুপারিশ সংবলিত ফেস্টুন বিতরণ।

আইসিটি সেবা

- মোবাইল ফোন এবং ইউডিসির মাধ্যমে ইনস্টিটিউট কর্তৃক সৃজিত মৃত্তিকা উর্বরতা বিষয়ক বিশাল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে দেশের যে কোনো অঞ্চলের কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী ফসলের ডিজিটাল (অনলাইন) সার সুপারিশ।
- অনলাইনে উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততার তথ্য জেনে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ, এবং
- উপজেলাভিত্তিক মৃত্তিকা উর্বরতার তথ্যের ভিত্তিতে অফলাইনে কৃষকের জমিতে ফসল উৎপাদনে সুষম মাত্রার সার সুপারিশের সুবিধা।

সারের নমুনা বিশ্লেষণ

- সারের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাসায়নিক ও জৈব সারের নমুনা বিশ্লেষণ।
- সরেজমিন ভেজাল সার শনাক্তকরণের জন্য সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।

মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা এবং উর্বরতা পরিবীক্ষণ

- উপকূলীয় এলাকায় মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততার দীর্ঘমেয়াদি পরিবীক্ষণ।
- মৃত্তিকা উর্বরতার দীর্ঘমেয়াদি পরিবীক্ষণ।

সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা

- মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততা জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রায় মাত্রার লবণাক্ত জমি চিহ্নিতকরণ ও মানচিত্রসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত মাটির ব্যবস্থাপনার কৌশল উদ্ভাবন।
- পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- পিট এবং অম্লীয় মৃত্তিকার ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

প্রযুক্তি হস্তান্তর

- মৃত্তিকা পরীক্ষাভিত্তিক সুষম সার ব্যবহার প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ব্লক প্রদর্শনী।
- কৃষির সাথে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে ভূমি ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মাটির নমুনা সংগ্রহ ও সুষম সার ব্যবহার বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ।
- সরজমিনে ভেজাল সার শনাক্তকরণ বিষয়ে জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা, সারের ডিলার ও কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রযুক্তি বিস্তারের লক্ষ্যে ডকুমেন্টরি ফিল্ম, লিফলেট, পুস্তিকা, পোস্টার ইত্যাদি প্রকাশ।

মানচিত্র প্রণয়ন

- মৃত্তিকা মানচিত্র।
- মৃত্তিকা উর্বরতা মানচিত্র।
- মৃত্তিকা লবণাক্ততা মানচিত্র।
- শস্য উপযোগিতা মানচিত্র।
- ভূমি ব্যবহার মানচিত্র।
- ভূপ্রকৃতি মানচিত্র।
- বন্যার আশঙ্কাযুক্ত এলাকার মানচিত্র।
- খরাপ্রবণ এলাকার মানচিত্র।
- সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা মানচিত্র।
- ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র।

এসব মানচিত্র মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা থেকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এ৪ (২১.০ সেমি.×২৯.৭ সেমি.) ও এ১ (৫৯.৪ সেমি.×৮৪.১ সেমি.) মাপের মানচিত্রের মূল্য যথাক্রমে ১০০.০০ (একশত) ও ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের আওতাধীন আঞ্চলিক কার্যালয়, কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, আঞ্চলিক গবেষণাগার, জেলা কার্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হলো-

ক্র. নং	উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি	গৃহীত কার্যাবলীর সামগ্রিক ফলাফল
১.	উপজেলা নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য মাঠ জরিপ	উপজেলা নির্দেশিকা হালনাগাদকরণের জন্য ৫০টি উপজেলার আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।
২.	উপজেলা ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা) নবায়ন কার্যক্রম	আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক ৫০টি উপজেলার নবায়ণকৃত 'উপজেলা নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে।
৩.	ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা (ইউনিয়ন সহায়িকা) প্রকাশ	ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৩০টি ইউনিয়ন সহায়িকা প্রকাশ করা হয়েছে।
৪.	অনলাইন ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন সিস্টেমের জন্য তথ্য উপাত্ত হালনাগাদকরণ	ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশের সবগুলো উপজেলার মাটির উর্বরতামান অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশের লক্ষ্যে ৫০টি উপজেলার তথ্য উপাত্ত এই সিস্টেমে হালনাগাদ করা হয়েছে।
৫.	অনলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৯,০৪০টি সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
৬.	স্থায়ী গবেষণাগারে মাটি, পানি ও উদ্ভিদের নমুনা বিশ্লেষণ এবং ফসল ও ফসল বিন্যাসভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক গবেষণাগারসমূহে ১৮,৮৪৬টি মাটি, ৫৫টি পানি ও ২২টি উদ্ভিদ নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ২৫,৯৪৩টি সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।
৭.	ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার কর্মসূচি	মৃত্তিকা পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগের বিষয়টি জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এসআরডিআই-এর ১০টি ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মধ্যমে রবি ২০১৮ ও খরিফ ২০১৯ মৌসুমে ১১২টি উপজেলায় সরেজমিন মাটি পরীক্ষা করে মোট ৫,৯৫০ জন কৃষককে ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
৮.	মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি, ভেজাল সার শনাক্তকরণ, অনলাইন সার সুপারিশ, সমস্যাক্লিষ্ট মাটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ১০,৪৭০ জন কৃষক, কৃষি কর্মী ও ইউনিয়ন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
৯.	উপজেলা নির্দেশিকার ভিত্তিতে সার সুপারিশ কার্ড প্রদান	আঞ্চলিক ও জেলা কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপজেলা নির্দেশিকার ভিত্তিতে ৬,৫৩৭টি সার সুপারিশ কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
১০.	সারের গুণগত মান নির্ণয়	এসআরডিআই-এর সার পরীক্ষাগার এবং সার পরীক্ষা সুবিধাসম্বলিত মৃত্তিকা পরীক্ষাগারসমূহে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফত প্রাপ্ত ৩,৯২০টি সারের নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
১১.	মাটি ও পানির লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ	লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা, চট্টগ্রাম এবং বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ সাইটসমূহ থেকে নিয়মিত মাটির নমুনা এবং নদ-নদী, অগভীর নলকূপএবং অগার গভীরতায় নিয়মিত পানির নমুনা সংগ্রহ ও ইসি নির্ণয় করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় ৬৫০টি মাটি ও পানির নমুনা সংগ্রহপূর্বক লবণাক্ততা পরিবীক্ষণ উপাত্ত সৃজন এবং বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসে লবণাক্ততা প্রতিবেদন তৈরিপূর্বক সেচ উপযোগিতার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র. নং	উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি	গৃহীত কার্যাবলির সামগ্রিক ফলাফল
১২	লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা	উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত মৃত্তিকায় ১৬০টি প্রায়োগিক গবেষণা ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে।
১৩	লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র-এর গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম	লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র, বটিয়াঘাটা, খুলনায় সদ্যসমাপ্ত অর্থবছরে মোট ১৪ (চৌদ্দ)টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: লবণাক্ত মাটিতে অধিক উৎপাদনশীল জাতের বাঙ্গি, তরমুজ, মিষ্টিকুমড়া, ঝিঙা, চিচিংগা, শশা ও করলার জাত বাছাই; কলস সেচ পদ্ধতিতে করলার ফলনমাত্রা নিরূপণ; মাঝারি উঁচু জমির লবণাক্ত মাটিতে তিলের ফলনমাত্রা নিরূপণ; মাঝারি উঁচু জমির লবণাক্ত মাটিতে মুগের ফলনমাত্রা নিরূপণ; এবং বিভিন্ন মাত্রার জিপসাম সারের প্রভাবে মিষ্টিকুমড়ার ফলনমাত্রা নিরূপণ।
১৪.	মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র- এর গবেষণা ও সম্প্রসারণ	বান্দরবানে অবস্থিত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পাহাড়ি ভূমির ক্ষয় প্রবণতা, ক্ষয়ের পরিমাণ, মৃত্তিকা ক্ষয়ের উপর মাটির গঠণ প্রকৃতির প্রভাব, ক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রজাতির ঝোঁপালো উদ্ভিদের প্রভাব এবং মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক মোট ২০টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মাঠপর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ক্ষয়প্রবণ ভূমি পুনর্বাসনের জন্য Geo-textile ব্যবহার এবং Bench terrace পদ্ধতি প্রচলনের জন্য মাঠ প্রদর্শনীভিত্তিক কার্যক্রম চালানো হয়। পাশাপাশি অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম যেমন- আবহাওয়া উপাত্ত সংগ্রহ ও সরবরাহকরণ, বনায়ন সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
১৫.	মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তির অ্যাডাপ্টিভ ট্রায়াল স্থাপন	রবি ও খরিফ মৌসুমে মাটির উর্বরতা মানের ভিত্তিতে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সুষম সার প্রয়োগ বিষয়ে মোট ৪২টি এডাপ্টিভ ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে।
১৬.	মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সুষম সার ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ	৪২টি অ্যাডাপ্টিভ ট্রায়াল এলাকায় কৃষক সমাবেশ/মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়। এছাড়া মাটি পরীক্ষা ও সুষম সার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচারণামূলক পোস্টার, লিফলেট, সাইনবোর্ড, বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১৭.	প্রকাশনা	মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন; 'River Water Salinity of Bangladesh' শীর্ষক বই প্রকাশ; ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রকাশ; ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন।
১৮.	বিবিধ	'গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিআই অঙ্গ)' এর প্রারম্ভিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্প (এসআরডিআই অঙ্গ)' এর প্রারম্ভিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলো স্থানীয় উন্নয়ন মেলা, বৃক্ষ মেলা, ডিজিটাল মেলা, কৃষি মেলায় অংশগ্রহণ করেছে; বাংলাদেশ বেতার এর ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরসহ অন্যান্য কেন্দ্র থেকে ফসল সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, সমস্যাক্লিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক কথিকা প্রচার ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে; ঢাকা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত ছাত্র, শিক্ষক ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের কার্যকাল ২০১৮-২০১৯	অর্থবছরের বাজেট ২০১৮-২০১৯	অর্থবছরের অগ্রগতি
১.	মৃত্তিকা গবেষণা ও গবেষণা সুবিধা জোরদারকরণ (এসআরএসআরএফ) প্রকল্প	জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত	১৪১০.০০	১৪০৮.৩২ (৯৯.৮৮%)
২.	গোপালগঞ্জ-খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা-পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, এসআরডিআই অঙ্গ	জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০২৩	২০৬.০০	২০৫.৮০ (৯৯.৯০%)
৩.	‘নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক প্রকল্প’ (পাইলট প্রকল্প) এসআরডিআই অঙ্গ	জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১	২৪৫.০০	২৪৪.৩৪ (৯৯.৭৩%)

উল্লেখযোগ্য সাফল্য : মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পার্বত্য-চট্টগ্রামের সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং সুন্দরবন এলাকা ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশের প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ (আরএসএস) সম্পন্ন করে ৩৪টি খন্ডে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এসআরডিআই বিভিন্ন সুবিধাভোগীর চাহিদামাফিক বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের বিস্তারিত তথ্য এবং সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মানচিত্রসহ ভূমি ব্যবহার উপযোগীতার প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আসছে। আধা-বিস্তারিত মৃত্তিকা জরিপের (Semi-Detailed Soil Survey) মাধ্যমে প্রথম দফায় দেশের সকল উপজেলার (৪৬০টি) জন্য আলাদাভাবে উপজেলাভিত্তিক ‘ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা)’ প্রকাশ করা হয়েছে তন্মধ্যে প্রতিবেদনাধীন বছর পর্যন্ত ২৬৫টি উপজেলার ‘ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার নির্দেশিকা (উপজেলা নির্দেশিকা)’ নবায়ন করা হয়েছে। ভূমি, শস্য, মাটি, পানি, জলবায়ু ইত্যাদির একটি বিশাল তথ্য ভান্ডার হিসেবে স্থানভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, ফসল নির্বাচন, সুষম সার ব্যবহার, কৃষি উপকরণের চাহিদা নিরূপণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নির্ধারণসহ অন্যান্য কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নির্দেশিকাসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানভিত্তিক সার সুপারিশ প্রদানের জন্য ইউনিয়ন ভূমি, মাটি ও সার সুপারিশ সহায়িকা প্রণয়ন ও মুদ্রণ করা হয়েছে। উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকায় নদীর পানি ফসল উৎপাদনে সেচের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ের নদীর পানির সেচ উপযোগিতা বা পানির লবণাক্ততার মাত্রা সংবলিত River Water Salinity নামক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ইনোভেশনের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের সেবা গ্রহণ ও পাবলিক সার্ভিস সহায়তাকরণের জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে অনলাইন সার সুপারিশ নামক পদ্ধতিটি সারাদেশে বাস্তবায়িত আছে, অম্লযুক্ত মাটি ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল রেজাল্ট শীট উদ্ভাবন দুটির পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে। কৃষকের মাটি-সুফলা বাংলাদেশে উদ্ভাবনের সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এছাড়াও কৃষক সেবা প্রদানের জন্য ১. সার সুপারিশ অ্যাপ ২. চুন সুপারিশ অ্যাপ ৩. ফসল উপযোগিতা নিরূপণ নামক তিনটি অ্যাপস প্রতিষ্ঠানটির ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ইউনিয়নভিত্তিক মাটির উর্বরতামান অনুসারে নির্দিষ্ট ফসলে সুষম মাত্রায় সার সুপারিশ প্রয়োগের জন্য সার সুপারিশ ফেস্টুন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিভিন্ন উপকারভোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় মৃত্তিকা ও পানির লবণাক্ততার দীর্ঘমেয়াদি পরিবীক্ষণ, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে জরিপ সম্পন্নকরণ ও প্রতিবেদন (১৯৭৩, ২০০০ ও ২০০৯) প্রকাশ করা হয়েছে। এসআরডিআই কর্তৃক বিস্তারিত, আধা-বিস্তারিত ও প্রাথমিক মৃত্তিকা জরিপ ও অন্যান্য কার্যক্রমকালে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত এবং এরিয়াল ফটোগ্রাফ, ইমেজারি ও জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার, মৃত্তিকা লবণাক্ততা ও মৃত্তিকা পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি চিহ্নিত মানচিত্র প্রণয়ন করে আসছে। মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সুষম সার প্রয়োগের সুফল কৃষকগণের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রতি বছর খরিফ ও রবি মৌসুমে ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বছরে ১১২টি উপজেলায় ৫,৬০০ জন কৃষকের জমির মাটি তাৎক্ষণিক পরীক্ষাপূর্বক ফসল ও ফসল বিন্যাস অনুযায়ী সার সুপারিশ কার্ড বিতরণ করে। সারের ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত সারের নমুনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে চাহিদা প্রদানকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম

কৃষকের মাঠে মাটির অম্লত্ব নিরূপণ

ভ্রাম্যমাণ মৃত্তিকা পরীক্ষাগার

পাহাড়ি অঞ্চলে Bench Terrace প্রযুক্তি

গবেষণাগারে মৃত্তিকা নমুনা বিশ্লেষণ

লবণাক্ত এলাকায় ফ্লাইং বেডে সবজি চাষ

কলস সেচ প্রযুক্তির মাধ্যমে সবজি চাষ

সবজি মেলা
২৪-২৬ জানুয়ারী

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

www.dam.gov.bd

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সনের 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রদানের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক ভিত্তিক কৃষি বিপণন কাঠামো সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে উৎপাদকদের উৎসাহব্যঞ্জক মূল্য প্রদানের জন্য কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করে।

অধিদপ্তরের সৃষ্টি

- নয়াদিল্লিতে সদর দপ্তর করে ১৯৩৪ সনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যাডভাইজার নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ১৯৩৫ সনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে মার্কেটিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- ১৯৪৩ সনে অবিভক্ত বাংলায় মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট স্থায়ী করা হয় এবং সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের পদবিকে ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ রূপান্তর করা হয়।
- ১৯৮২ সন পর্যন্ত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নাম ছিল কৃষি বাজার পরিদপ্তর ।
- ১৯৮২ সনে এনাম কমিটি কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৮৩ সনে যে সকল পরিদপ্তরের অফিস প্রধানের বেতন স্কেল যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার ছিল, সে সকল পরিদপ্তরকে সরকার অধিদপ্তর হিসেবে ঘোষণা করে।

রূপকল্প (Vision)

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

আধুনিক সুবিধা সংবলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদান, কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

প্রধান কার্যাবলি

কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ অনুসারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলি নিম্নরূপ-

- কৃষি বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা;
- কৃষিপণ্যের মূল্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- কৃষক ও কৃষিপণ্যের বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং বিপণন ও ব্যবসা সম্পর্কিত অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা;
- কৃষিপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;
- সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে কৃষিপণ্য উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার, ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুদ বা গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান, মেয়াদ, মোড়কীকরণ ও সঠিক ওজনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;
- কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্যের মূল্য সহায়তা প্রদান;
- কৃষিপণ্যের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ;
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বাজারকারবারি অথবা কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠন, সমিতি, সংস্থা, কৃষিভিত্তিক সংগঠন ও সমবায় সমিতিসমূহকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনে জাতীয় এবং জেলা পর্যায়ে কৃষিভিত্তিক সংগঠনসমূহের ফেডারেশন অথবা কনসোর্টিয়াম গঠন;
- বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সুপার শপে সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের গুণগতমান, নির্ধারিত মূল্য ও বিপণন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের বিপণন কার্যক্রম সংক্রান্ত মান সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ;
- সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

জনবল

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে পূর্বের ৫৬৬টি পদের মধ্যে ৩০৭টি পদ বিলুপ্ত সাপেক্ষে নতুনভাবে ৪০০টি পদের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিলুপ্তকৃত ৩০৭টি পদের মধ্যে ২০৯টি পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত থাকায় শর্তানুযায়ী পদগুলো অদ্যবধি বিলুপ্ত হয়নি বিধায় তা অনুমোদিত পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১	গ্রেড ১	০	০	০
২	গ্রেড ২	১	১	০
৩	গ্রেড ৩	০	০	০
৪	গ্রেড ৪	২	০	২
৫	গ্রেড ৫	১৩	৯	৪
৬	গ্রেড ৬	২৩	৪	১৯
৭	গ্রেড ৭	২	২	০
৮	গ্রেড ৮	০	০	০
৯	গ্রেড ৯	৭৮	২৪	৫৪
১০	গ্রেড ১০	৪৭	০২	৪৫
১১	গ্রেড ১১	২১	১২	৯
১২	গ্রেড ১২	১০১	২৫	৭৬
১৩	গ্রেড ১৩	১৫	৭	৮
১৪	গ্রেড ১৪	১৮	৯	৯
১৫	গ্রেড ১৫	৫৪	৫১	৩
১৬	গ্রেড ১৬	১৫১	১১২	৩৯
১৭	গ্রেড ১৭	০	০	০
১৮	গ্রেড ১৮	৪২	৪২	০
১৯	গ্রেড ১৯	১৬	৮	৮
২০	গ্রেড ২০	২৯০	১২০	১৭০
	মোট	৮৭৪	৪২৮	৪৪৬

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউজ	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ০৩-০৯	-	০৬	২৮	-	৩৪
২	গ্রেড ১০	-	-	০২	-	০২
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৩৮৫	-	৩৮৫
	মোট	-	০৬	৪১৩	-	৪১৯

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রঃ নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ	সেমিনার ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১	গ্রেড ০৩-০৯	-	-	-	-
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	০১	-	০১
	মোট	-	০১	-	০১

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের খুচরা মূল্য সহনীয় রাখতে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শস্যগুদামে কৃষকদের ৪২৮৪০ কুইন্টাল শস্য জমার বিপরীতে ৪.৩৪ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান;
- শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমে ৪০১৯ জন কৃষককে ঋণ সুবিধা প্রদান এবং ২১১৯ জন কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজার দর সহনীয় রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সাথে যৌথভাবে প্রায় ৩৬০টি বাজার মনিটরিং অংশগ্রহণ;
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.dam.gov.bd) নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের দৈনিক খুচরা বাজারদর স্ক্রল আকারে প্রকাশ;
- ওয়েবসাইটে প্রতিদিন নিত্যপ্রয়োজনীয়সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক বাজারদর, তুলনামূলক বাজার দর, হ্রাস-বৃদ্ধি, মূল্য প্রবণতা ইত্যাদি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- আলু, টমেটো, ঢেঁড়স, ধান, বেগুন, চীনাবাদাম, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, সরিষাসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও মূল্য বিস্তৃতি প্রতিবেদন;
- নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সাথে যৌথভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের মোট ১.৬৭ কোটি টাকার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ সরকারি কোষাগারে জমা;
- চাল, গম ও ভুট্টা ফসলের (১২টি) মাসিক পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে সমন্বিত প্রতিবেদন প্রেরণ;
- সারা দেশের সপ্তাহান্তিক বাজারদর তথ্য সংকলনের মাধ্যমে চাল, গম, আটা ও ভুট্টা ফসল-এর জাতীয় গড় বাজারদর পরিসংখ্যান প্রস্তুত;
- মোটা চাল, লাল গম ও আটা (খোলা)-এর জাতীয় গড় বাজারদরের মাসিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট-এ প্রেরণ;
- মৎস্য ও প্রাণী সম্পদের (১২টি) মাসিক গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- মসলাজাতীয় ফসলের মাসিক ও বার্ষিক জাতীয় গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- তেল ও তেলবীজ ফসলের মাসিক ও বার্ষিক জাতীয় গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- ডাল-কলাই ফসলের মাসিক ও বার্ষিক জাতীয় গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- রাসায়নিক সারের সাপ্তাহিক (৫২টি) জাতীয় গড় বাজারদর-এর তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- পাট, তামাক, তুলা জাতীয় কৃষি পণ্যের মাসিক ও বার্ষিক জাতীয় গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- ভেষজ উদ্ভিদ পণ্যের মাসিক (১২টি) জাতীয় গড় বাজার দর পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- অপ্রচলিত/অপ্রধান কৃষিপণ্যের জাতীয় গড় বাজার দরের তুলনামূলক প্রতিবেদন;
- মৌসুমী শাকসবজির মাসিক ও বার্ষিক বাজারদর পর্যালোচনাপূর্বক তুলনামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ডাব, কলা, পেয়ারা ও বিভিন্ন মৌসুমি ফলের মাসিক পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- সারাদেশের সপ্তাহান্তিক বাজারদর তথ্য সংকলনের মাধ্যমে বিভিন্ন মৌসুমি ফলের মাসিক (১২টি) জাতীয় গড় বাজারদর পর্যালোচনা প্রতিবেদন;
- বাংলাদেশের আলুর বিপণন ব্যবস্থার উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত।

উন্নয়ন প্রকল্প

১) সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ (বিপণন অঙ্গ) প্রকল্প:

<table>
<tr><td rowspan="1">০১.</td><td>বাস্তবায়নকারী সংস্থা</td><td>ঃ</td><td colspan="3">ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)(লিড এজেন্সি)
খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)</td></tr>
<tr><td>০২.</td><td>বাস্তবায়নকাল</td><td>ঃ</td><td colspan="3">জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯</td></tr>
<tr><td>০৩.</td><td>প্রাক্কলিত ব্যয়</td><td>ঃ</td><td colspan="3">মূল : ১৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা, সংশোধিত : ১৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা</td></tr>
<tr><td>০৪.</td><td>অর্থায়নের উৎস</td><td>ঃ</td><td colspan="3">জিওবি</td></tr>
<tr><td>০৫.</td><td>প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য</td><td>ঃ</td><td colspan="3">(ক) বাজার তথ্য এবং অন্যান্য সেবার মাধ্যমে বিপণন ব্যয় হ্রাস এবং লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানিকারকদের মাঝে টেকসই সংযোগ স্থাপন করা;
(খ) সংগ্রহোত্তর ফসলের অপচয় কমানো এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহস্থালি পর্যায়ে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
(গ) দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা; ও
(ঘ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন।</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>প্রকল্প এলাকা</td><td>ঃ</td><td colspan="3">১) সিলেট ২) হবিগঞ্জ ৩) মৌলভীবাজার ৪) ও সুনামগঞ্জ জেলার ৩০টি উপজেলা।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">০৭.</td><td rowspan="2">প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি</td><td rowspan="2">ঃ</td><td>২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)</td><td>২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)</td><td>প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)</td></tr>
<tr><td>৫৭৫.০০</td><td>৫৭২.১৬ (৯৯.৫০%)</td><td>১৩৭১.৭৯
(৯৯.৭৬%)</td></tr>
</table>

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি) :

প্রকল্পের আওতায় শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৮,৩৫০ জন কিষান-কিষাণী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রকল্পসহ ২৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে টিওটি, অফিস ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি ও পিপিএ-২০০৮ এবং পিপিআর-২০০৮ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনসহ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মোট ২০ কর্মকর্তাকে ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড এ শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে। সিলেট জেলার শেখঘাট এলাকায় ৫ম তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪তলা বিশিষ্ট মোট ১০,০০০ বর্গফুটের একটি অফিস কাম প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। সিলেট বিভাগের ০৪টি জেলায় মোট চারটি এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। সিলেট বিভাগের মোট চারটি জেলার ৩০টি উপজেলায় মোট ১৫০টি কৃষক বিপণন গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগঠিত কৃষক গ্রুপের সদস্যদের ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশন এর জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৫টি গ্রুপের ১৩৯০ জনের মোটিভেশনাল ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঢাকাসহ জেলা পর্যায়ে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে ২০টি খাদ্য প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সিলেট বিভাগের কৃষিপণ্য উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ, চাহিদা ও ঘাটতি ইত্যাদি বিষয়সহ সিলেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে মার্কেট ডাইরেক্টরি তথ্যাদি আপডেট সংক্রান্ত ০২টি সার্ভে/গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদে ০২টি জাতীয় সেমিনার এবং প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহে মোট ২০টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ/ফোকাস সেশন এর আয়োজন করা হয়েছে।

২) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিপণন অঙ্গ):

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০২.	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪		
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	২০২১১.১২ লক্ষ টাকা		
০৪.	অর্থায়নের উৎস	ঃ	জিওবি ও ইফাদ		
০৫.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন **প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য** **কম্পোনেন্ট-১ :** উচ্চমূল্য (High Value) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার: ১.১ উচ্চমূল্য (High Value) ফসল সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং কৃষকদল গঠন; ১.২ চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদন এবং বাজারভিত্তিক গবেষণা বৃদ্ধিকরণ; ১.৩ গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ **কম্পোনেন্ট-২ :** উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ: ২.১ মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন; ২.২ উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ; ২.৩ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ। **টিএ কম্পোনেন্ট:** ক) ট্রেনিং অব ট্রেনার্স কার্যক্রম ও ফলোআপ; খ) সুবিধাজনক মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়নে সহায়তা; গ) ভ্যালু চেইন ও অন্যান্য বাজার গবেষণায় সহায়তা।		
০৬.	কর্মসূচির এলাকা	ঃ	১। চট্টগ্রাম ২। ফেনী ৩। লক্ষ্মীপুর ৪। নোয়াখালী ৫। বাগেরহাট ৬। সাতক্ষীরা ৭। ভোলা ৮। ঝালকাঠি ৯। পিরোজপুর ১০। পটুয়াখালী এবং ১১। বরগুনা জেলার নির্ধারিত মোট ৩০টি উপজেলা।		
০৭.	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	ঃ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			মোট বরাদ্দঃ ৫২৫.০০ জিওবিঃ ৭৫.০০ পিএঃ ৪৫০.০০	২৬৮.৭৯ (৫১.২০%)	২৬৮.৭৯ (১.৩৩%)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি):

প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ২৫ জন কৃষক/ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তা এবং ২৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৫০টি কৃষক দল গঠন সম্পন্ন হয়েছে। একটি জাতীয় ওয়ার্কশপ ও ১টি বিভাগীয় ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের জন্য ১টি জিপ গাড়ি, ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ফার্ণিচার ও ১০টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।

৩) 'বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প:

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০২.	বাস্তবায়নকাল	ঃ	অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।		
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	৪৯৮৯ .০০ লক্ষ টাকা।		
০৪.	অর্থায়নের উৎস	ঃ	জিওবি		
০৫.	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	ঃ	(ক) প্রকল্প এলাকায় বিপণন সেবা সম্প্রসারণ এবং খামারের সাথে সরাসরি বাজার সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ও আয় বৃদ্ধি। (খ) ফুলের ভ্যালু চেইন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন। (গ) ফুলের বিপণন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নিমিত্ত অবকাঠামো সুবিধা স্থাপন করে আধুনিক এবং টেকসই বাজার সংযোগ বিস্তার।		
০৬.	প্রকল্প এলাকা	ঃ	ঢাকা, মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা ও চুয়াডাঙ্গা।		
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	ঃ	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			৩২.০০	২৬.১৬ (৮১.৭৫%)	২৬.১৬ (০.৫৩%)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি)

কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তাকে ফুল বিপণনের বিভিন্ন বিষয় যেমন : পোস্ট হারভেস্ট ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ক্লিনিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের ৫০ জন কর্মকর্তাকে টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪. ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত।
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	মোট- ১৪০.৬০ লক্ষ টাকা
০৪.	অর্থায়নের উৎস	ঃ	জিওবি
০৫.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	ঃ	(১) কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা। (২) প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে বিপণনের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। (৩) কৃষক, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। (৪) শাকসবজি ও ফলমূলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো। (৫) কৃষক, ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সুপার শপ, রপ্তানিকারক ও ভোক্তার যোগসূত্র স্থাপন করা। (৬) কর্মসূচি এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা। (৭) কর্মসূচি এলাকার প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাকসবজি (বিশেষ করে মিশ্র সবজি ও সালাদ বিভিন্ন ধরনের পাতাযুক্ত শাকসবজি, কচুর লতি ও ফলমূল (কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, আম, তরমুজ ইত্যাদি) স্থানীয় ও ঢাকার সুপার শপগুলোতে সরবরাহের নিমিত্ত বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা। (৮) বিভিন্ন বিপণন সেবা সম্প্রাসারণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।
০৬.	কর্মসূচির আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ঃ	• মার্কেট লিংকেজ স্থাপনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কৃষক গ্রুপ সদস্য, সুপার শপ প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী ইত্যাদিগণের সমন্বয়ে ফ্রেশকাট শাকসবজি প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেট জাতকরণ, বাজার তথ্য, মার্কেট লিংকেজ, বাজার ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ কলাকৌশল, মূল্য সংযোজন কার্যক্রম, কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। • গ্রুপ ভুক্ত কৃষকদের সমন্বয়ে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম। • ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল এর ব্যবহার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে জনসমাগমপূর্ণ উল্লেখযোগ্য স্থানে স্টল স্থাপন করে খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন। • কর্মসূচি এলাকায় মার্কেটিং গ্রুপ গঠন করা।
০৭.	কর্মসূচি এলাকা	ঃ	ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, খুলনা ও রংপুর।
০৮.	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	ঃ	

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
২৪.৮০	২৪.৮০ (১০০%)	১৪০.২০৮ (৯৯.৭২%)

কর্মসূচির উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি : (৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

- কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিভিন্ন জেলা যেমন- ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, খুলনা ও রংপুর জেলায় প্রতি গ্রুপে ১৫ জন করে ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক সমন্বয়ে প্রতি জেলায় ২০টি করে মোট ১০০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে।
- কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কৃষক গ্রুপ সদস্য, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকারী, সুপার শপ প্রতিনিধি, ইত্যাদিগণের সমন্বয়ে ৭৮টি ব্যাচে গত তিন বছরে মোট ২০৬৫ জনকে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল এর ব্যবহার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে উল্লেখযোগ্য স্থানে স্টল স্থাপন করে গত তিন বছরে মোট ৩৫টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
- বাজার সম্প্রসারণ ও উৎপাদিত পণ্য লাভজনক উপায়ে বিক্রয়ের কলাকৌশল সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক সম্যক জ্ঞান অর্জন/ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রুপে মোট ২৫ জন করে গত তিন বছরে মোট ১৫টি মোটিভেশনাল ট্যুর এর আয়োজন করা হয়।
- গত তিন বছরে আঞ্চলিক পর্যায়ে ০২টি ওয়ার্কসপ ও জাতীয় পর্যায়ে ০১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরসহ কর্মসূচির আওতাভুক্ত জেলাসমূহে কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্যোক্তা কর্তৃক ১০টি কুল চেম্বার সমৃদ্ধ ভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল বিপণন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সুপার সপসমূহে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল বিপণন কার্যক্রম ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচি

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)		
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত।		
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট- ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা		
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি		
০৫.	কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য	:	১) অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন করে উৎপাদনকারী, মধ্যস্থকারবারী, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাসহ ভোক্তাসাধারণকে পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত তথ্য অবহিত করা ; ২) অধিদপ্তর কতৃক বর্তমানে ব্যবহৃত Computer hardware এবং আনুষাঙ্গিক উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও প্রতিস্থাপন ; ৩) মোবাইল ফোন ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবারহ ব্যবস্থার প্রচলন ; ৪) Online ভিত্তিক কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্যের বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ; ৫) আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও উন্নয়ন ; ৬) বর্তমান ওয়েব-সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ; ও ৭) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সহায়তা প্রদান।		
০৬.	কর্মসূচির আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	১. ঢাকাসহ ৬৪টি জেলায় ৭০টি অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেক্টনিকস ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন। ২. অধিদপ্তরের ICT ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন। ৩. কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্য বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। ৪. আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও উন্নয়ন। ৫. বর্তমান ওয়েব সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন।		
০৭.	কর্মসূচি এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ		
০৮.	কর্মসূচির আর্থিক অগ্রগতি	:	২০১৮-২০১৯র্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় ও অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
			৯৩.৫০	৯৩.৫০ (১০০%)	১১৬.৪৯ (৮৫.০৩%)

কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি (৩০ শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

- দেশের ৫০টি জেলায় ৫০টি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন এবং এগুলোর মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজারদরসহ অন্যান্য বিপণন তথ্য প্রচার;
- অনলাইন ডিসপ্লেবোর্ড সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সম্প্রচারের নিমিত্ত সফটওয়্যার ইনস্টলের একটি সার্ভার সংগ্রহ;
- অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইট কার্যক্রম সম্প্রসারণে সফটওয়্যার উন্নয়ন।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিশেষ অর্জন (স্বীকৃতি)

- জাতীয় সবজি মেলা-২০১৯ এ ৩য় স্থান অর্জন।
- জাতীয় ফল প্রদর্শনী-২০১৯ এ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৩য় স্থান অর্জন।

উপসংহার : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের জন্য যৌক্তিক মূল্যে পণ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পণ্যের যোগান ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা, পরিকল্পিত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসার, দলভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, ফসলের সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাস এবং কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে যৌক্তিকমূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

জাতীয় ফল মেলায় মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন

নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর

ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ

কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান

কৃষিপণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বাজার মনিটরিং

পণ্য পরিবহনে রিফার ভ্যান

তুলা উন্নয়ন বোর্ড

তুলা উন্নয়ন বোর্ড

www.cdb.gov.bd

টেক্সটাইল মিলের প্রধান কাঁচামাল তুলা, যা চাষিদের নিকট একটি অর্থকরী ফসল। দেশের বস্ত্র শিল্পের বিকাশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে তুলাচাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে সমভূমির তুলাচাষ শুরু হওয়ার পর থেকে তুলা চাষ এলাকা ও উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে হাইব্রিড ও উচ্চফলনশীল জাতের তুলা চাষ প্রবর্তনের ফলে তুলার ফলন হেক্টরপ্রতি অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে তুলার গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলার বাজার ব্যবস্থাপনা অন্যান্য কৃষি পণ্যের চেয়ে ভালো হওয়ায় চাষিদের নিকট তুলা এখন একটি লাভজনক ফসল হিসেবে পরিগনিত হয়েছে। বর্তমানে তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও জিনিং এবং ঋণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

লক্ষ্য

২০১৮-১৯ মৌসুমে ৪৪১৮৫ হে. জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১,৭১,৪৭০ বেল আঁশতুলা উৎপাদন হয়েছে। আগামীতে তুলার হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তুলার সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা আমেরিকান বোলওয়ার্ম প্রতিরোধী Bt Cotton চাষের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর সহায়তায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এবং IAEA (International Atomic Energy Agency) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি, লবণাক্ত সহনশীল ও রোগপ্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন তুলা উৎপাদনকারী দেশের সাথে যোগাযোগ করে স্বল্প মেয়াদি তুলার জার্মপ্লাজম এনে গবেষণার মাধ্যমে তুলার হাইব্রিড ও জাত হিসেবে অবমুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও নির্মাণ, জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির মাধ্যমে এর সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল ফসলকে ব্যাহত না করে স্বল্প উৎপাদনশীল অঞ্চল যেমন- বরেন্দ্রসহ খরাপ্রবণ, লবণাক্ত ও চরাঞ্চল এবং পাহাড়ি এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রূপকল্প (Vision)

তুলা ও তুলা ফসলের উপজাত এর উৎপাদন বৃদ্ধি।

অভিলক্ষ্য (Mission)

গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী ও কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ, বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তার মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি।

উদ্দেশ্য

- তুলা চাষিদের সংগঠিত করে তুলা চাষ বৃদ্ধি এবং তুলা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ, উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, সেচ ও সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
- তুলা চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন;
- চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলা প্রক্রিয়াকরণের জন্য জিনিং ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান ;
- বীজতুলা বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান; এবং
- তুলা উন্নয়ন কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারিত উৎপাদনের নিরবিচ্ছিন্নতার জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

কার্যাবলি

- বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগ উপযোগী পরিবেশবান্ধব স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মৌলিক এবং প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- প্রশিক্ষণ, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস ইত্যাদির মাধ্যমে চাষি পর্যায়ে তুলা চাষের আধুনিক কলাকৌশল হস্তান্তর ও বিস্তার করা;
- তুলাচাষের জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তুলার ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- তুলাচাষিদের বিভিন্ন উপকরণ (উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি) সহায়তা প্রদান;
- জিনারদের বেসরকারিভাবে বীজতুলা এবং এর উপজাত প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান এবং
- তুলাচাষিদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	১	১ (চ.দা.)	-
২.	গ্রেড ২	-	-	-
৩.	গ্রেড ৩	৩	১ (চ.দা.)	২
৪.	গ্রেড ৪	৪	-	৪
৫.	গ্রেড ৫	৫	৫	-
৬.	গ্রেড ৬	৩৫	২২	১৩
৭.	গ্রেড ৭	-	-	-
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	৬৭	৩৩	৩৪
১০.	গ্রেড ১০	১৭	০৮	০৯
১১.	গ্রেড ১১	১৮৮	৯০	৯৮
১২.	গ্রেড ১২	-	-	-
১৩.	গ্রেড ১৩	০৮	৩	৫
১৪.	গ্রেড ১৪	২১১	১৫৫	৫৬
১৫.	গ্রেড ১৫	১১	৬	৫
১৬.	গ্রেড ১৬	১০২	৬৭	৩৫
১৭.	গ্রেড ১৭	-	-	-
১৮.	গ্রেড ১৮	৩	২	১
১৯.	গ্রেড ১৯	-	-	-
২০.	গ্রেড ২০	২২৫	১৫২	৭৩
	মোট	৮৮০	৫৪৫	৩৩৫

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৬৫	২	৬০	-	১২৭
২.	গ্রেড ১০	-	-	১০	-	১০
৩.	গ্রেড ১১-২০	০	-	৬৯০	-	৬৯০
মোট		৬৫	২	৭৬০	-	৮২৭

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা		
		পিএইচডি	এম.এস	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	০৭	০১	০৮
২.	গ্রেড ১০	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-
	মোট	০৭	০১	০৮

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	-	৬	০৫	১১
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
	মোট	-	৬	০৫	১১

ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

ক্র : নং	ফসল	২০১৮-১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৮-১৯ অর্থবছরের উৎপাদন
০১.	তুলা (আঁশ তুলা)	১.৭৫ লক্ষ বেল	১.৭১ লক্ষ বেল

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলা গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ, জিনিং, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।

গবেষণা কার্যক্রম

২০১৮-১৯ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গবেষণার মাধ্যমে সিবি-১৭ নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত ও ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিগত ২০১৮-১৯ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ৫টি গবেষণা কেন্দ্র/খামারে প্রজনন, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব ডিসিপ্লিনে তুলার ২৯টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ১৩টি জোনে (যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) মোট ১৩টি অন-ফার্ম ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে দেশের ঐতিহ্যবাহী 'মসলিন' তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য 'ফুটিকার্পাস' এর অনুসন্ধান ও গবেষণা কাজ করা হয়েছে। BARC এর NATP-2 প্রকল্পের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

২০১৮-১৯ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সমতল ও পাহাড়ি এলাকা মিলিয়ে মোট ৫টি গবেষণা খামার/কেন্দ্রে (শ্রীপুর, জগদীশপুর, সদরপুর, মাহিগঞ্জ ও বালাঘাটা) মোট ৮.৫ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ৫.৮ টন মৌলবীজ এবং ৬৯.০ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করে ৬৮.৭ টন ভিত্তিবীজ উৎপাদন করা হয়। মাঠপর্যায়ে ১৩টি জোনে চুক্তিবদ্ধ তুলাচাষিদের মাধ্যমে ৭৬ হেঃ জমিতে সমভূমির তুলার মানঘোষিত তুলাবীজ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় যা থেকে প্রায় ৭৩.৩ টন মানঘোষিত বীজ পাওয়া যায়। এসব বীজ ২০১৮-১৯ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ইউনিট অফিসসমূহের মাধ্যমে সাধারণ তুলাচাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতের ২০.০০ মেট্রিক টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করে ১১.৩৬ মে.টন বীজ পাওয়া যায়। পাহাড়ি জাতের তুলার বীজ তুলা চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

তুলাচাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

২০১৮-১৯ মৌসুমে দেশের ১৩টি জোনে ৪৪১৮৫ হে. জমিতে তুলা চাষ করা হয়েছে, যা থেকে ১.৭১ লক্ষ বেল আঁশতুলা উৎপাদন হয়েছে। চাষিদের তুলাচাষে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিগত ২০১৮-১৯ মৌসুমে দেশের সমতল এলাকার ১৩টি জোনের ১৯৫টি ইউনিটে মোট ৯০০টি প্রদর্শনী এবং ২৫০ হেক্টর জমিতে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

মার্কেটিং ও জিনিং কর্মসূচি

তুলা উন্নয়ন বোর্ড বীজ উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ চাষিদের দ্বারা উৎপাদিত বীজতুলা ক্রয় করে থাকে। তবে সাধারণ চাষিদের উৎপাদিত বীজতুলা বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাদানের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণমানের বীজতুলাও ক্রয় করে থাকে। বিগত ২০১৮-১৯ মৌসুমে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ১৬৪.১৩৫ মে. টন মানঘোষিত বীজতুলা ক্রয় করে। ক্রয়কৃত বীজতুলা নিজস্ব জিনিং কেন্দ্রে জিনিং

ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। ২০১৮-১৯ মৌসুমের পাহাড়ি তুলার বীজ উৎপাদনের জন্য চাষিদের নিকট থেকে ক্রয়কৃত উন্নতমানের ২০.০০ মেট্রিক টন বীজতুলা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে জিনিং করা হয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জিনিং সেন্টারে তুলা গবেষণা খামারসমূহে উৎপাদিত ১৯৮.৬২২ মে. টন এবং জোনসমূহ হতে ক্রয়কৃত মোট ১৪৪.১৩৫ মে. টন বীজতুলা জিনিং করা হয়।

ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতি মৌসুমে ক্ষুদ্র চাষিদের তুলা চাষে উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য সম্প্রসারণকর্মীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করে থাকে। বিতরণকৃত ঋণের উপর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক (ফসলি ঋণের উপর) নির্ধারিত সুদ হারের অনুরূপ সুদ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার শতভাগ। এছাড়া, তুলা উন্নয়ন বোর্ড তুলাচাষিদের ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ২০১৮-১৯ মৌসুমে তুলা চাষিদের সহায়তা প্রদানের জন্য প্রায় ১৫৬.২৫ লক্ষ টাকা বিভাগীয় ঋণ বিতরণ করা হয় এবং সুদসহ মোট ১৬০.৯৮ লক্ষ টাকা বিভাগীয় ঋণ আদায় করা হয়েছে। ঋণ আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	মোট বরাদ্দ	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয় (লক্ষ টাকা)	২০১৮-১৯ অর্থবছরে অগ্রগতির হার (লক্ষ টাকা)
১.	সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্প (ফেজ-১)	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯	১২০.৭৫	১৩.৫৫	১১.৬৭৯৫	৮৬%

সম্প্রসারিত তুলা চাষ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ

- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সক্ষমতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে এবং আধুনিক তুলাচাষ প্রযুক্তির ব্যবহার করে তুলার আবাদ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের তুলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা, খরা, নদীর তীরবর্তী ও বন্যামুক্ত চরাঞ্চল, দুই পাহাড়ের ঢাল ও তার মধ্যবর্তী সমতলভূমি, বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে শস্য নিবিড়তা কম এমন জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা;
- কৃষি বনায়নের মাধ্যমে তুলাচাষ সম্প্রসারণ এবং পর্যায়ক্রমে তামাক চাষ এলাকায় তামাকের পরিবর্তে তুলা চাষ সম্প্রসারণ করা;
- তুলাভিত্তিক লাভজনক শস্যবিন্যাস জনপ্রিয় করা;
- ভিত্তিবীজ ও প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদন করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/সম্প্রসারণকর্মীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা এবং স্টাডি ট্যুর এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- তুলাচাষের উপর তুলাচাষিদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ, মোটিভেশনাল ট্যুর এবং এক্সচেঞ্জ ভিজিটের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি;
- প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‌্যালি ও এক্সচেঞ্জ ভিজিট প্রভৃতির মাধ্যমে তুলা চাষের আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের মাঝে সম্প্রসারণ করা;
- তুলাচাষ সম্প্রসারণের জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিক সুবিধাদি বৃদ্ধি করা;
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির মাধ্যমে তুলা উৎপাদনকারী দেশ/ইনস্টিটিউশন এর কটন এক্সপার্টদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আইসিটি কার্যক্রম এর উন্নয়ন করা; এবং
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতবাড়িতে শিমুল তুলার চারা রোপণ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

সম্প্রসারিত তুলাচাষ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ মৌসুমে তুলার ৯০০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ৭০০০ জন তুলা চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২ ব্যাচে মোট ৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৬টি সেমিনার/কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তুলা চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে ৫০০০০টি শিমুল তুলার চারা বিতরণ করা হয়েছে। মেহেরপুর এবং ঝিনাইদহ কটন ইউনিট অফিস নির্মাণ করা হয়েছে।

অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

তুলার আঁশের গুণগত মান বৃদ্ধি ও চাষিদের উচ্চ মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্পিনিং মিল, টেক্সটাইল মিল, বীজ কোম্পানি ও প্রাইভেট জিনিং কেন্দ্রের মালিকদের সংগে মতবিনিময় সভা ও করণীয় দিক সম্পর্কে বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়া তুলার উপজাত হিসেবে বেসরকারিভাবে ৭৫৯ মে.টন ভোজ্য তেল ও ৪২৫০ মে.টন উন্নত মানের খৈল উৎপাদিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

১। সিবি-১৭ নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।

২। গবেষণার মাধ্যমে ২টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩। ভারতের JK Agro Genetics Limited Company হতে Bt cotton seed এর Contained Trial এর অনুমোদন পাওয়া এবং MTA স্বাক্ষর সম্পন্ন হওয়ায় ২০১৮-১৯ মৌসুমে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে।

৪। তুলার গুণগত মান নির্ণয় করার জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তরে HVI (High Volume Instrument) এবং AFIS (Advance Fibre Information System) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

৫। স্বল্পমেয়াদি ও উচ্চফলনশীল বিভিন্ন জাত সংগ্রহের লক্ষ্যে চীন, পাকিস্তান, ভারত, তুরস্ক, আফ্রিকার তুলা উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশের তুলা গবেষনা প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পাকিস্তান হতে ৪টি, তানজানিয়া হতে ৩টি, তাজিকিস্তান হতে ৩টি, চীন হতে ২টি এবং ভারত থেকে ৩টি স্বল্পমেয়াদি জাতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। IAEA (International Atomic Energy Agency) হতে ২টি উচ্চ তাপসহিষ্ণু মিউটেন্ড তুলার জাতের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

৭। তুলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এবং IAEA (International Atomic Energy Agency) এর কারিগরি সহায়তায় মিউটেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি ও রোগপ্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

৮। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাসমূহ, বৃহত্তর রংপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ঢাকা অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় তামাকের চাষ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে তামাকের জমিগুলো তুলা চাষের আওতায় আনা হচ্ছে;

৯। পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলায় পাহাড়ের ভ্যালি ও পাহাড়ের ঢালে পাহাড়ি তুলা ছাড়াও সমভূমি তুলার চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত অঞ্চলে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্য উৎপাদনকে ব্যাহত না করে তুলার সাথে ধান-তুলার আন্তঃচাষ করা হচ্ছে;

১০। তুলা একটি খরাসহিষ্ণু ফসল। অন্যান্য ফসলের তুলনায় তুলা চাষে স্বল্প সেচ এর প্রয়োজন হয় বিধায় দেশের খরা প্রবণ বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

১১। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ড ২৪টি আয়োজিত মেলায় অংশগ্রহণ করেছে এবং ৮৯২০টি তুলাচাষ সম্প্রসারণ ও অর্জন বিষয়ক প্রচারপত্র প্রচারণা করা হয়েছে।

১২। সম্প্রসারিত তুলা চাষ (ফেজ-১) প্রকল্পের আওতায় তুলা চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে ৫০০০০টি শিমুল তুলার চারা বিতরণ করা হয়েছে।

উপসংহার

তুলা চাষ হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে দরিদ্র পল্লী এলাকার পুরুষ ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যা দেশের দারিদ্র্যবিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতিতে ক্রমবর্ধমান হারে অবদান রেখে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তুলার বাজারজাতকরণ, স্বল্প সুদে (৪% হারে) তুলা চাষিদের ঋণ সুবিধা প্রদান এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগ বিধির দ্রুত সমাধান, অর্গানোগ্রাম পুনর্গঠন, রিভিজিট এর মাধ্যমে জনবল বৃদ্ধিসহ গবেষণা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ৫-৬ লক্ষ বেল তুলা উৎপাদন করা সম্ভব যার মাধ্যমে সরকারের ১৩০০-১৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে প্রতি বছর।

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম

তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর সদর দপ্তরে কৃষি সচিব মহোদয়ের ল্যাবরেটরি পরিদর্শন

বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা

মানসম্মত বীজ উৎপাদন ব্লক

তুলার সাধারণ প্রদর্শনী

কৃষক মাঠ দিবস

কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ সভা

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

www.bmda.gov.bd

বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলাকে নিয়ে বিএডিসির অধীনে বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি) গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল সেচকাজের জন্য গভীর নলকূপস্থাপন, হাজা/মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ। ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারি রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার মোট ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে 'বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)' গঠিত হয় এবং বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)-২য় পর্যায় অনুমোদিত হয়। এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ষাটের দশকে স্থাপিত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় অঞ্চলে ১২১৭টি অকেজো গভীর নলকূপ সচল করার জন্য ২০০৩ সালে বিএমডিএকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক বছরের মধ্যে নলকুপগুলো সচল করা হয় এবং এসব এলাকা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত হয়। কর্তৃপক্ষের কাজের সফলতার ধারাবাহিকতায় নাটোর জেলাসহ বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায় দীর্ঘ দিনের অকেজো ২৪১৫টি গভীর নলকূপ সচলকরণের মাধ্যমে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

রূপকল্প (Vision)

বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদি জমি সম্প্রসারণ, মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ।

লক্ষ্য

- বরেন্দ্র অঞ্চলকে বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডারে রূপান্তর।
- মরুময়তা রোধকল্পে ব্যাপক বনায়ন এবং সম্পূরক সেচের জন্য খাল ও দীঘি পুনঃখনন।
- গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ।
- জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য

- সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- কৃষি যান্ত্রিকিকরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শস্যের বহুমুখীকরণ;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ;
- কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষাবেক্ষণ;
- সেচযন্ত্র স্থাপন এবং লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন;
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

কার্যক্রম

কার্যাবলি	অগ্রগতি	
	২০১৮-১৯ অর্থবছর	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত
খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	২১.২০	২০০১.৩২
খাস পুকুর পুনঃখনন (টি)	-	৩০৯৮
পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ (টি)	০২	৭৪৭
নদীতে পন্টুন স্থাপন (টি)	-	১১
খননকৃত পাতকূয়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন (টি)	৭০	৩০১
সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত সেচযন্ত্রে সোলার প্যানেল স্থাপন (টি)	-	১০৬
নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে এলএলপি স্থাপন (টি)	২০২	৫১৯
অচালু গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (টি)	-	৪৩৩২
সেচনালা নির্মাণ (কিঃমিঃ)	১৬০.৯২	১২১৮৫.১৯
সেচনালা বর্ধিতকরণ (কিঃমিঃ)	-	১১০৭.৬০
বীজ উৎপাদন (মেট্রিক টন)	৬০০	৫২০০
পাকা সড়ক নির্মাণ (কিঃমিঃ)	-	১১৪৪
ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ (লক্ষটি)	০.৬০	২৫৭.৩২
তাল বীজ রোপণ	৮.০০	৩৩.০০
কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	১৭৫০	১৪৭৪৯৭
গভীর নলকূপস্থাপন (টি)	-	১৫৫৫৩
সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (টি)	-	১৬০৭২

জনবল

অনুমোদিত কর্মরত শূন্য # কর্তৃপক্ষে বর্তমানে কর্মরত মোট ৮৬৮ জন জনবল রয়েছে। এর মধ্যে রাজস্ব খাতভুক্ত ৬৫০ জন এবং ১ম শ্রেণি-৪৭, ২য় শ্রেণি-২২, ৩য় শ্রেণি-১৪০ এবং ৪র্থ শ্রেণি-১০ জন সর্বমোট-২১৯ জন জনবল কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন চলমান প্রকল্পে কর্মরত আছে। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের আয় হতে নির্বাহ হয়ে থাকে।

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড-১	-	-	-
২.	গ্রেড-২	১	১	-
৩.	গ্রেড-৩	-	-	-
৪.	গ্রেড-৪	১	১	-
৫.	গ্রেড-৫	১০	১০	-
৬.	গ্রেড-৬	-	-	-
৭.	গ্রেড-৭	-	-	-
৮.	গ্রেড-৮	-	-	-
৯.	গ্রেড-৯	৩০	৩০	-
১০.	গ্রেড-১০	১১০	১১০	-
১১.	গ্রেড-১১	২৬	২৬	-
১২.	গ্রেড-১২	১২৪	১২৪	-
১৩.	গ্রেড-১৩	২৮	২৮	-
১৪.	গ্রেড-১৪	২১০	২১০	-
১৫.	গ্রেড-১৫	-	-	-
১৬.	গ্রেড-১৬	৪	৪	-
১৭.	গ্রেড-১৭	-	-	-
১৮.	গ্রেড-১৮	-	-	-
১৯.	গ্রেড-১৯	১০৬	১০৬	-
২০.	গ্রেড-২০	-	-	-
	মোট	৬৫০	৬৫০	-

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	৩১	০২	৯১	-	১২৪
২.	গ্রেড-১০	০৪	-	৮৭	-	৯১
৩.	গ্রেড-১১-২০	৫৪	-	২১২	-	২৬৬
	মোট	৮৯	০২	৩৯০	-	৪৮১

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা		
		পিএইচডি	এম.এস	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	-	--	--
২.	গ্রেড ১০	--	--	--
৩.	গ্রেড ১১-২০	--	--	--
	মোট	-	--	--

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	--	--	--	--
২.	গ্রেড-১০	--	--	--	--
৩.	গ্রেড-১১-২০	--	--	--	--
	মোট	--	--	--	--

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

খাল, পুনঃখনন এবং ক্রসড্যাম নির্মাণ

২১.২০ কিমি. খাল পুনঃখনন এবং খালে পানি সংরক্ষণের জন্য ২টি ক্রসড্যাম নির্মাণ করে ভূউপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৬৫০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করে প্রায় অতিরিক্ত প্রায় ৪.৫০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশষ্য উৎপাদন করা হয়েছে।

পাতকুয়া (Dugwell) খনন

১২৭টি পাতকুয়ায় ভূগর্ভস্থ পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফানেল আকৃতির কাঠামো স্থাপনপূর্বক ৭০টি পাতকুয়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল যেমন : আলু, পটোল, মরিচ, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, পিয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, ছোলা, মসুর ইত্যাদি আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালির কাজে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে।

এলএলপি স্থাপন

সেচকাজে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃখননকৃত খাল ও নদীর পাড়ে মোট ২০২টি এলএলপি স্থাপন করে প্রায় ৬০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ ও বর্ধিতকরণ

স্থাপিত সেচযন্ত্রে ১৬০.৯২ কিমি. : ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করে সেচের পানির অপচয় রোধ, কৃষি জমির সাশ্রয়সহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় অতিরিক্ত ১৮৭৫ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে প্রায় ১০০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।

সেচযন্ত্রের ব্যবহার

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১৫৯৩৯টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ও এলএলপি) সেচকাজে ব্যবহার করে রবি/বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে প্রায় ৫.২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানসহ প্রায় ৪০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদন

৬০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতির ধান ও গম বীজ উৎপাদন করে মাঠপর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।

বনায়ন

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে ৬০ হাজার বিভিন্ন প্রজাতীর ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ এবং ৮.০০ লক্ষ তালবীজ রোপণ করা হয়েছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ

ফসলের বহুমুখীকরণ (Crop diversification), সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, AWD পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে ১৭৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হলো

১।	প্রকল্পের নাম : ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৬১৬.২০ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি। ২০১৮-১৯ অর্থবছর সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ১৮৪৭.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ১৮৪৫.৫৪ লক্ষ টাকা (৯৯.৯২%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
২।	প্রকল্পের নাম : নওগাঁ জেলায় ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যায় : ৭৯১২.৫০ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : খাল ও দিঘী খনন এর মাধ্যমে ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ। ২০১৭-১৮ অর্থবছর সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ১২৯৭.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ১২৯৪.৬৯ লক্ষ টাকা (৯৯.৮২%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
৩।	প্রকল্পের নাম : বরেন্দ্র এলাকায় পাতকূয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৭৪৪.২৫ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : পাতকুয়া খনন করে কম পানি ব্যবহার হয় এরকম শস্য উৎপাদন ও গৃহস্থালির কাজে পানি সরবরাহ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরঃ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।

৪।	প্রকল্পের নাম : শস্য উৎপাদনে মান সম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৮৬.২৩ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : উন্নত বীজ উৎপাদন, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, ক্ষরাসহিষ্ণু, অল্প পানির ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। ২০১৭-১৮ অর্থবছর সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ২৩৮.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ২৩৭.৬৯৯ লক্ষ টাকা (৯৯.৮৭%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।
৫।	প্রকল্পের নাম : রাজশাহী জেলার বাঘা, চারঘাট ও পবা উপজেলায় জলাবদ্ধতা নিরসন এবং ভূউপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্প মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫৬০.৫১ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় ১২৫০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরসন পূর্বক আবাদি জমি বৃদ্ধি এবং ৩৫০ হেক্টর জমির সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৮৮০০০ মে: টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন। ২০১৮-১৯ অর্থবছর সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ৪২৫.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ৪২৫.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।

মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ৫১.০৭ কোটি টাকা, ব্যয় ৫১.০২৯২৯ কোটি টাকা (৯৯.৯২%) এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%।

বর্ণিত বছরে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা ২টিঃ

১। ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প;

২। নওগাঁ জেলায় ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প;

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।

১।	কর্মসূচির নাম : বরেন্দ্র এলাকায় তাল বীজ রোপণ কর্মসূচি; কর্মসূচির মেয়াদ : জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত; প্রাক্কলিত ব্যয় : ২০৭.০০ লক্ষ টাকা; মূল উদ্দেশ্য : কর্মসূচি এলাকায় বজ্রপাত নিরধন করাসহ পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনায়ন। ২০১৮-১৯ অর্থবছর সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ : ১২০.০০ লক্ষ টাকা; ব্যয় : ১২০.০০ লক্ষ টাকা (১০০%); ভৌত অগ্রগতি : ১০০%।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপ :

১) ১২৭টি পাতকুয়া খনন ও ৭০টি পাতকুয়ায় সৌরশক্তি দ্বারা পাম্প পরিচালনা করে পানি উত্তোলনপূর্বক প্রায় ১১৫ হেক্টর জমিতে সবজি (আলু, বেগুন, টমেটো, ছোলা, সরিষা, মসুর, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি) চাষে ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

২) সেচকাজে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে পুনঃখননকৃত খাল ও নদীর পাড়ে মোট ২০২টি এলএলপি স্থাপন করে প্রায় ৬০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম

কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পত্নীতলা উপজেলায় পাতকুয়ার মাধ্যমে সরিষা চাষ

ভূগর্ভস্থ সেচনালা (বারিদ পাইপ লাইন)

রানীনগর উপজেলায় পুনঃখননকৃত খাল

আত্রাই উপজেলায় পুনঃখননকৃত খালপাড়ে স্থাপিত এলএলপি

মহাদেবপুর উপজেলায় স্থাপিত বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী প্লট

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

www.birtan.gov.bd

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)।

জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডা. মো. ইব্রাহিম জনগণের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সনে ঢাকার অদূরে ডেমরা থানার জুরাইনে 'ফলিত পুষ্টি প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প শুরু করেন। ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের আশানুরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির ১৫৪তম কাউন্সিল মিটিং-এ 'ফলিত পুষ্টি' প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান-BIRTAN) করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় ১৯৮০ সালে এ প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৯৩ সালে Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) এ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ফলিত পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পীঠস্থান (Center of Excellence) হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আইন-২০১২ পাস হয়। ১৯ জুন, ২০১২ তারিখে ২০১২ সালের ১৮ নং আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। বারটান-এর কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ১১ জুলাই ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে ১০০ একর জায়গায় নির্মিত হচ্ছে বারটান-এর প্রধান কার্যালয়। এখানে আন্তর্জাতিক মানের ফলিত পুষ্টি গবেষণাগারসহ, প্রশিক্ষণ ভবন, ডরমিটরি, অফিস ভবন, গবেষণার জন্য ফার্ম শেড, পুকুর, স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ, নেত্রকোনা, নোয়াখালী (সুবর্ণচর) এবং রংপুরে (পীরগঞ্জ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা সংবলিত ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

রূপকল্প (Vision)

জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বাস্তবায়ন এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়নে অবদান রাখা।

লক্ষ্য

খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, বেকার সমস্যা সমাধান ও আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচনে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

উদ্দেশ্য

- পুষ্টি সমস্যা নিরসন : খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সস্তা অথচ পুষ্টিমানে সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ, স্বল্পমূল্যে সুষম খাদ্য নির্বাচন, বয়স ও রোগভিত্তিক খাদ্য নির্বাচন, বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান বিষয়ে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে পুষ্টি সমস্যা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা তথা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।
- দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন : খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে মানবসম্পদ উন্নয়নপূর্বক পুষ্টি সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।
- বেকার সমস্যা সমাধান : প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের বসতভিটা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুকুর ডোবায় যথাক্রমে পুষ্টিমান সমৃদ্ধ শাকসবজি, ফলমূল এবং দ্রুতবর্ধনশীল মাছ চাষ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও বেকার সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।
- উদ্যোক্তা সৃজন : পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পারিবারিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা সৃজন করা।

কার্যাবলি

ক. জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

খ. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, কৃষক ও অন্যদেরকে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সচেতনকরণ;

গ. খাদ্যশস্যের সংগ্রহপূর্ব ও সংগ্রহোত্তর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা ;

ঘ. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য (Functional Food) ও ঔষধি গাছ (Medicinal Plant) বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, উৎপাদন বৃদ্ধি, দৈনিক খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

ঙ. খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান বিশ্লেষণ, নিরূপণ বা হালনাগাদকরণ ও প্রয়োজনীয় দৈনিক খাদ্য তালিকা প্রণয়ন বা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

চ. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জেলা বা উপজেলাভিত্তিক বা এগ্রো-ইকোলজিক্যাল অঞ্চলভিত্তিক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপণ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার সাথে প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়;

ছ. খাদ্যচক্রে (Food Chain) ব্যবহৃত রাসায়নিক ও আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে গবেষণা এবং ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

জ. বিভিন্ন গণমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারসহ কৃষি মেলা, বিশ্বখাদ্য দিবস, পুষ্টি সপ্তাহ, প্রাণিসম্পদ মেলা, মৎস্য মেলা, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

ঝ. অধিক পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যসামগ্রী, জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্বতন্ত্রভাবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

ঞ. ফলিত পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন;

ট. বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের কারিকুলামে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক পাঠসমূহ যথাযথ অন্তর্ভুক্ত বা হালনাগাদকরণ, পাঠ প্রণয়ন এবং প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

ঠ. প্রাকৃতিক কিংবা অন্য যে কোনো কারণে অপুষ্টিজনিত সমস্যা দেখা দিলে আপদকালীন ব্যবস্থা বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদান;

ড. পুষ্টি অবস্থার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ, গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

ঢ. ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সুপারিশ প্রদান; এবং

ণ সময়ে সময়ে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালন।

জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	০	০	০
২.	গ্রেড ২	০	০	০
৩.	গ্রেড ৩	১	১	০
৪.	গ্রেড ৪	৩	১	২
৫.	গ্রেড ৫	৬	১	৫
৬.	গ্রেড ৬	২২	১৪	৮
৭.	গ্রেড ৭	০	০	০
৮.	গ্রেড ৮	০	০	০
৯.	গ্রেড ৯	৪৫	১৩	৩২
১০.	গ্রেড ১০	৩৮	০৯	২৯
১১.	গ্রেড ১১	০	০	০
১২.	গ্রেড ১২	১	০	১
১৩.	গ্রেড ১৩	০	০	০
১৪.	গ্রেড ১৪	১৬	৩	১৩
১৫.	গ্রেড ১৫	০	০	০
১৬.	গ্রেড ১৬	৬১	১৬	৪৫
১৭.	গ্রেড ১৭	১	০	১
১৮.	গ্রেড ১৮	০	০	০
১৯.	গ্রেড ১৯	০	০	০
২০.	গ্রেড ২০	৬৩	৩	৬০
	মোট	২৫৭	৬১	১৯৬

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	২৫	-	২৩		৪৮
২.	গ্রেড-১০	৮	-	৭		১৫
৩.	গ্রেড-১১-২০	৯	-	৭		১৬
	মোট	৪২		৩৭		৭৯

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা		
		পিএইচডি	এম.এস	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	-	--	--
২.	গ্রেড ১০	--	--	--
৩.	গ্রেড ১১-২০	--	--	--
	মোট	-	--	--

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	--	--	--	--
২.	গ্রেড-১০	--	--	--	--
৩.	গ্রেড-১১-২০	--	--	--	--
	মোট	--	--	--	--

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- চলতি অর্থবছরে ১৮ হাজার ০২ জন ব্যক্তিকে খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইউপি সদস্য, পুরোহিত, ইমাম, স্থানীয় সমাজ কর্মী, এনজিও প্রতিনিধি কৃষাণ কৃষাণী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- চলতি অর্থবছরে বারটান-এর প্রশিক্ষণের আওতা বিস্তৃত করে বস্তিবাসী, গার্মেন্ট কর্মী ও বিদেশগামী শ্রমিকদের খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেছে।
- চলতি অর্থবছরে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে দেশজুড়ে ১৫টি গবেষণা চলমান রয়েছে যা বারটান প্রধান কার্যালয়সহ ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১২টি গবেষণা প্রকল্প বারটান-এর নিজস্ব অর্থায়নে বারটান-এর কর্মকর্তাগণ বাস্তবায়ন করছেন। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বরাদ্দের আওতায় আরো তিনটি গবেষণা প্রকল্প বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের তদারকিতে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বরেন্দ্র এলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- গণমাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশ বেতারের কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান, বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্য, পরিবার পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ, শিশুর সম্পূরক খাবার, রন্ধন প্রণালি, টাটকা শাকসবজি ও ফলের পুষ্টিগুণ এবং ব্যবহার, সয়াবিন ও ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ৫২টি বেতার কথিকা বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার করা হয়েছে।

- পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারটান কর্তৃক চলতি অর্থবছরে 'পুষ্টি সম্মেলন' নামে একটি অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতার জন্য 'আমার পুষ্টি' নামে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমভিত্তিক মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে। এই অ্যাপটির ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করে একটি অ্যানিমেটেড শর্ট ক্লিপ তৈরি করা হয়। এই দুইটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক, ইউটিউব) প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার মানুষ দেখেছে।
- খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহারে মানব দেহে সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, শাকসবজি ও ফলমুলের সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি এবং মানবদেহে রং ও রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার, খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি, বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা শীর্ষক ৪০টি কর্মশালা/সেমিনার বাস্তবায়ন করা হয়।
- পুষ্টি সচেতনতামূলক ৫৫টি স্কুল ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয়েছে যেখানে ৫,৫০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে।
- বারটান- আইনের ধারা ০৮-(ঞ) অনুযায়ী ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালুর লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে ০৪ বছর মেয়াদি ডিপোমা কোর্সের পাঠ্যক্রম প্রণয়ণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- খাদ্য মেলা, সবজি মেলা, মৌ মেলা, ফল মেলা, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, উন্নয়ন মেলা ও বীজ মেলা সহ চলতি বছরে মোট ১৫টি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

বারটানের অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

বারটান-এর কার্যক্রম সুসংহত ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বারটান-এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় ১০০ একর জমির উপর প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক অত্যাধুনিক গবেষণাগার নির্মিত হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ রংপুর (পীরগঞ্জ), সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ, বরিশাল, সুনামগঞ্জ, নোয়াখালী আঞ্চলিক কার্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রধান কার্যালয়ের একাডেমিক ভবন, ডরমিটরি ভবনের কাজ শেষ হয়েছে, অফিস ভবনের কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন এবং প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে, বরিশাল-এর অফিস ভবন এবং প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, পীরগঞ্জ, রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে-প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে, ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে- প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে সুনামগঞ্জ-এর অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। নেত্রকোনা ও সুবর্ণচর, নোয়াখালী আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবন নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং প্রশিক্ষণ ও ডরমিটরি ভবনের নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১৩ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের বরাদ্দ ৩৫৪১২.৪৮ লক্ষ টাকা। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এই প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ১১২২৮.০০ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে ১১২০৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে যা মোট অর্থবছরের মোট বরাদ্দের ৯৯.৮৭%। প্রকল্পের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ২৬১৯৯.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৭৩.৯৯%, এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮২.১৫%।

সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (বারটান অঙ্গ)

প্রকল্পটি ৯৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মেয়াদকাল ২০১৪ জুলাই থেকে ২০২০-এর জুন পর্যন্ত। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রকল্পের বারটান অংশে বরাদ্দ ছিল ২ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১৯৯.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। রাজস্ব খাতে ২০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ দিন ব্যাপী ১০ ব্যাচে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস এবং বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট) এর জেলা/উপজেলা পর্যায়ের মোট ৩০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ৪৯.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ দিনব্যাপী ৩৫ ব্যাচে ১০৫০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ইমাম/এনজিও কর্মী/স্কুল শিক্ষক/মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদের এবং ৪২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ দিনব্যাপী ৩৫ ব্যাচে ১০৫০ জন কৃষক/কৃষাণীদের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০টি স্কুলে ৩০০০ জন ছাত্রীদের পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন বাস্তবায়ন করা হয় এবং ছাত্রীদের মাঝে ৪.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুতকৃত ৩৩০০টি পুষ্টি পেট বিতরণ করা হয়। রাজস্ব খাতের আওতায় মুদ্রণ ও বাঁধাই খাতে ১১.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/ইমাম/এনজিও কর্মী/স্কুল শিক্ষক/মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা-এর জন্য ১০৬০কপি এবং কৃষক/কৃষাণির জন্য ১৮৭০ কপিসহ মোট ২৯৩০ কপি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং ০.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ ধরনের পোস্টার ও ৬ ধরণের লিফলেট প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন নেই। সুতরাং বিষয়টি অত্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

অন্যান্য বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি

২২ জুন কৃষি মন্ত্রণালয়ভুক্ত ১৭টি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে একটি ইনোভেশন শোকেসিং-এর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল-এর অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), ড. শামসুল আরেফিন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নাসিরুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে ১৭টি প্রতিষ্ঠান ২৭টি উদ্ভাবন প্রদর্শন করে। বারটান-এর পক্ষ থেকে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতামূলক মোবাইল অ্যাপলিকেশন 'আমার পুষ্টি' প্রদর্শন করা হয়। ২৭টি উদ্ভাবনের মধ্যে বারটান-এর 'আমার পুষ্টি' অ্যাপটি তৃতীয় অবস্থান অর্জন করে।

উপসংহার

বাংলাদেশের সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণ শুধুমাত্র একক লক্ষ্য হিসেবে নয় বরং অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের পথে দেশের সব জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণ একটি বড় মাইলফলক। বারটান খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (বারটান) কার্যক্রম

ইনোভেশন শোকেসিং-এ বারটান এর তৃতীয় অবস্থান অর্জন, ড. শামসুল আরেফিন, সিনিয়র সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন বারটানের পরিচালক কাজী আবুল কালাম (যুগ্ম সচিব)

বস্তিবাসীদের পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (রায়েরবাজার)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বরাদ্দের আওতায় গবেষণা প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

সুনামগঞ্জে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ

নির্মাণাধীন ১০তলা অফিস ভবন, বারটান সদর দপ্তর, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

স্কুল ক্যাম্পেইন (সুনামগঞ্জ)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি

www.sca.gov.bd

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বীজের মাননিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে ১৯৭৪ সালের ২২ জানুয়ারি বীজ অনুমোদন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে এর 'বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি' নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, আখ, মেস্তা ও কেনাফ) বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় বীজনীতির আলোকে দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ। সংস্থাটির সকল কারিগরি কর্মকাণ্ড বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, জাতীয় বীজনীতি ১৯৯৩, বীজ আইন (সংশোধন) ১৯৯৭, বীজ বিধিমালা ১৯৯৮, বীজ আইন (সংশোধন) ২০০৫, বীজ আইন ২০১৮ ও জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক সংস্থার অনুমোদিত নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী মোট পদের সংখ্যা ৫৬৯। তার মধ্যে বিসিএস কৃষি ক্যাডারভুক্ত পদের সংখ্যা ২৫১। বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দেশের ৭টি বিভাগে ৭টি আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরীক্ষাগার এবং ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রূপকল্প (Vision)

মানসম্পন্ন বীজের নিশ্চয়তা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

উচ্চ গুণাগুণসম্পন্ন ও প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিতরণে উৎপাদনকারীদের প্রত্যয়ন সেবা প্রদান এবং মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে বীজের মান নিশ্চিতকরণ।

কার্যাবলি

বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ এর ৬ নং বিধি মোতাবেক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কার্যাবলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। এগুলো হচ্ছে–

১. যে কোনো ঘোষিত জাত ও প্রজাতির বীজ প্রত্যয়ন ;

২. নিবন্ধিত অন্যান্য জাতের বীজ প্রত্যয়ন ;

৩. বীজ প্রত্যয়নের উদ্দেশ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও লেবেলিং এর পদ্ধতি নির্ধারণ এবং চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত বীজের জাত সঠিক কিনা এবং এই বিধিমালার অধীন প্রত্যয়নের জন্য এতে অংকুরোদগমের হার, বিশুদ্ধতার হার আর্দ্রতার পরিমাণ ও বীজের মানের এরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

৪. কোন জাতের বা প্রজাতির বীজ প্রত্যয়নের জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বপনকৃত বীজের উৎস বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হয়েছিল কিনা, এই বিধিমালা অনুসারে বীজ ক্রয়ে রেকর্ড আছে কিনা এবং ফি পরিশোধ হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;

৫. স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation), বিজাত বাছাই (Rouging), যদি প্রয়োজন হয়, এবং সংশ্লিষ্ট জাতের বা প্রজাতির সুনির্দিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির (Factors) ন্যূনতম মান সর্বদা বজায় রাখাসহ বীজ মাঠে প্রত্যয়নের জন্য নির্ধারিত গ্রহণীয় মাত্রার অতিরিক্ত বীজবাহিত রোগের উপস্থিতি যাতে না থাকে তা নিশ্চিত করতে মাঠ পরিদর্শন করা;

৬. অন্য জাতের বা প্রজাতির বীজের মিশ্রণ ঘটেছে কিনা তা দেখতে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা ;

৭. মাঠ পরিদর্শন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন, নমুনা বিশ্লেষণ এবং চিহ্নিতকরণ, লেবেলিং, সিলিংসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

৮. বীজ ব্যবসায়ী কর্তৃক বাজারজাতকৃত বীজের ধারকের সাথে সংযুক্ত লেবেলে বর্ণিত বীজের মান তাতে বিধৃতরূপে সঠিক আছে কি না তা বাজারজাত পরবর্তী নমুনা পরীক্ষা পদ্ধতি দ্বারা তদারকি করা এবং মান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার ফলাফল বীজ ব্যবসায়ীগণকে অবগত করা;

৯. ডিইউএস (DUS: Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষার অংশ হিসেবে জাতের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির কর্মকাণ্ড (Varietal description activities) পরিচালনা করা এবং সে সকল জাতের কার্যকারিতা পরীক্ষার (VCU: Value for Cultivation and Uses) জন্য সমন্বয় সাধন এবং বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা;

১০. বিভিন্ন ফসলের বীজের গুণের ন্যূনতম মান, সময় পুনর্বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা ;

১১. প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বীজ ব্যবসায়ী ও প্রত্যায়িত বীজের তালিকা প্রকাশসহ শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা ;

১২. প্রত্যায়িত বীজের উৎপাদনের জন্য যে বীজ বপন করা হয়েছে তা এ বিধিমালার অধীন বপণযোগ্য ছিল কিনা যাচাই করতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা ;

১৩. রোগ ও কীট-পতঙ্গের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ও কম কার্যকারিতা (Poor Performance) এর জন্য বোর্ডকে জাত প্রত্যাহারের পরামর্শ প্রদান।

কার্যক্রম

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির পরিচালক এই এজেন্সির প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এ এজেন্সিতে মোট ৫৬৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৫১টি পদ বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে ৩টি কারিগরি উইং রয়েছে-
ক) প্রশাসন ও অর্থ উইং
খ) মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং
গ) সীড রেগুলেশন ও মাননিয়ন্ত্রণ উইং

ক. প্রশাসন ও অর্থ উইং

সংস্থার যাবতীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা ও সম্পাদন করা এবং পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সহায়তা প্রদান করা এ উইংয়ের দায়িত্ব। অতিরিক্ত পরিচালক এ উইংয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসন এবং অর্থ ও হিসাব শাখাদ্বয়ের মাধ্যমে এ উইংয়ের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়ে থাকে।

১. প্রশাসন শাখা

- সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, শ্রান্তি বিনোদন, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- এজেন্সিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অফিস প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং হিসাববিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- এজেন্সির বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশসহ লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- কৃষি মন্ত্রণায়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- এ ছাড়াও এজেন্সির অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।

২. অর্থ ও হিসাব শাখা

- সংস্থার বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং অধীন অফিসসমূহে বাজেট বরাদ্দ প্রদান;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও প্রধান হিসাবরক্ষণ অফিসের চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বেতনসহ আনুষঙ্গিক বিল তৈরি ও সরকারি ট্রেজারি হতে উত্তোলন;
- বিধিমোতাবেক অর্থনৈতিক নিরীক্ষা কার্যাদি পরিচালনা; এবং;
- প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়তা প্রদান।

খ. মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং উইং

এ উইং মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজের মাননিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা এবং মনিটরিং সেবা প্রদান করে আসছে। এজেন্সির বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পরিদর্শন ও বীজ পরীক্ষণ এবং পরিকল্পনা ও মনিটরিং কার্যক্রমে উইংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। উইং প্রধান হিসেবে একজন অতিরিক্ত পরিচালক যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন। এ উইংয়ের তিনটি শাখা রয়েছে।

১. মাঠ প্রশাসন শাখা

সারা দেশে ৬৪ জন জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড তদারকি ও মনিটরিংয়ের জন্য দেশের ৭টি অঞ্চলে ৭ জন আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য মাঠ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে

- প্রজনন, ভিত্তি, প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যয়ন প্রদান;
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ;
- সরকারি মুদ্রণালয় হতে ট্যাগ মুদ্রণপূর্বক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে ট্যাগ সরবরাহ নিশ্চিত ও তদারকি করা;
- অনুমোদিত বীজ ডিলার কর্তৃক বিক্রীত বীজের মান সঠিক আছে কি না যাচাই করার লক্ষ্যে দোকান পরিদর্শন, মার্কেট মনিটরিং ও নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ;
- প্রজনন শ্রেণির বীজের জন্য সবুজ, ভিত্তি শ্রেণির বীজের জন্য সাদা ও প্রত্যায়িত শ্রেণির বীজের জন্য নীল ট্যাগ সরবরাহ ও সংযোজন করার কার্যক্রম তদারকি করা;
- ফসলের Inbreed এবং Hybrid জাতের অঞ্চলভিত্তিক মাঠ মূল্যায়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা;
- Truthfully Labeled Seed (TLS) বা মান ঘোষিত বীজের গুণগত মান যাচাই করা; এবং
- এ ছাড়াও বীজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের নদীবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে বিদেশ থেকে আগত বীজের নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণ এবং ফলাফল সংশ্লিষ্ট রফতানি/আমদানিকারককে অবহিত করা হয়।

২. বীজ পরীক্ষা শাখা

এ শাখার অধীন ১টি কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার, ৭টি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তার অধীনে ১টি করে মোট ৭টি আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার আছে। তাছাড়া ২৫টি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের কার্যালয়ে স্থাপিত ২৫টি মিনি বীজ পরীক্ষাগার রয়েছে। এসব পরীক্ষাগারে বীজের বিশুদ্ধতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বীজের আর্দ্রতা পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া, এ শাখা কর্তৃক পরিচালিত বীজ পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে–

- দেশের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন BRRI, BARI, BINA, BJRI হতে উৎপাদিত ধান, গম, পাট ও আলুর প্রজনন বীজ এবং বিএডিসি, বেসরকারি উৎপাদক ও এনজিও কর্তৃক উৎপাদিত ভিত্তি এবং প্রত্যয়িত বীজের বীজমান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা;
- মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রমের আওতায় সংগৃহীত সব প্রকার ঘোষিত ও অঘোষিত ফসলের বীজের নমুনা সংগ্রহপূর্বক জাতীয় ও আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগারে বীজের মান পরীক্ষা করে ফলাফল সংশ্লিষ্ট ডিলার/উৎপাদনকারী এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইংকে অবহিত করা ;
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের আওতায় চাষি পর্যায়ে উৎপন্ন বিভিন্ন ফসলের বীজের মান যাচাই করে ফলাফল প্রেরণ;
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন ফসলের বীজের নমুনা পরীক্ষা করে ফলাফল মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রেরণ করা;
- আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সংস্থা (International Seed Testing Association) এর Referee Sample Testing কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা।

৩. পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শাখা

- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা;
- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠপর্যায়ে চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা;
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেজ তৈরিকরণ।
- অনলাইন রিপোর্টিংয়ের ব্যবস্থা চালুকরণ।

গ. সিড রেগুলেশন ও মাননিয়ন্ত্রণ উইং

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি জোরদারকরণ প্রকল্পের সহায়তায় ১৯৯৫ সালে সংস্থায় জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ১২ একর কন্ট্রোল ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিয়মিতভাবে জাত পরীক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া ২০০৯ সালে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং (DNA finger-printing) এর প্রাথমিক সুবিধাসহ একটি জাত পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। এ উইংয়ের প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালক কর্মরত রয়েছেন। এ উইংয়ের কার্যক্রম সিড রেগুলেশন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

১. সিড রেগুলেশন শাখা

- সংস্থার বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়নসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নীতিমালা ও আইন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করা;
- সংস্থার আইনগত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট উইংকে পরামর্শ প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/আইনকানুন যুগোপযোগীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২. মাননিয়ন্ত্রণ শাখা

- নোটিফাইড ফসলের জাত ছাড়করণ কার্যক্রমের আওতায় উদ্ভাবিত ফসলের Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) Test সম্পাদন করা;
- জাতের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যের একটি বর্ণনা (Description) তৈরি করা হয়;
- প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্ট (Pre-Post Control Grow-out Test) : প্রজনন, ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণির যে সব লট বীজ পরীক্ষায় অনুমোদিত মানের পাওয়া যায়, সে সব লটের পূর্বগৃহীত নমুনার একাংশ হতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে ফসল উৎপাদন করে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাগণ অফ টাইপ/বিজাত শনাক্তকরণের মাধ্যমে জাতের কৌলিক বিশুদ্ধতা নিরূপণ করেন। অতঃপর ফসলের উপযুক্ত পর্যায়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠান করে ক্রটিপূর্ণ নমুনা পটের লটসমূহ হতে মাঠপর্যায়ে উৎপাদিত বীজ ফসলের মাঠ প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা এবং বীজ উৎপাদনকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণকে সরেজমিন পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় এবং জমিগুলো নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অফটাইপ/বিজাত রোগিংয়ের পরামর্শ প্রদান করা হয়;
- বিভিন্ন অঞ্চলে নোটিফাইড ফসলের উদ্ভাবিত নতুন ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন ফলাফল সংকলন করে প্রতিবেদন, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি সভায় ছাড়করণ ও নিবন্ধনের সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত উপস্থাপন করা।

জনবল

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করার পদক্ষেপ হিসেবে অত্র সংস্থার জনবল কাঠামো পুনর্গঠন করে ২২৩ হতে ৫৬৯ এ উন্নীত করা হয়েছে এবং দেশের প্রতিটি বিভাগে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিস ও বীজ পরক্ষাগার এবং প্রতিটি জেলায় জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	০	০	০
২.	গ্রেড ২	১	১	০
৩.	গ্রেড ৩	১০	৪	৬
৪.	গ্রেড ৪	০	০	০
৫.	গ্রেড ৫	৭৮	৪৯	২৯
৬.	গ্রেড ৬	৪	৪	০
৭.	গ্রেড ৭	০	০	০
৮.	গ্রেড ৮	০	০	০
৯.	গ্রেড ৯	১৫৯	৪৫	১১৪
১০.	গ্রেড ১০	১	০	১
১১.	গ্রেড ১১	৩	৩	০
১২.	গ্রেড ১২	০	০	০
১৩.	গ্রেড ১৩	১১	০	১১
১৪.	গ্রেড ১৪	১২	৬	৬
১৫.	গ্রেড ১৫	০	০	০
১৬.	গ্রেড ১৬	১১৩	৭৫	৩৮
১৭.	গ্রেড ১৭	০	০	০
১৮.	গ্রেড ১৮	৩	০	৩
১৯.	গ্রেড ১৯	০	০	০
২০.	গ্রেড ২০	১৭৩	১২০	৫৩
২১.	গ্রেড ২১	০	৬	০
	মোট	৫৬৯	৩১১	২৬৪

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতিবিষয়ক তথ্য

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী (স্থায়ী পদে)	কর্মচারী (আউট সোর্সিং)	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০২	০৩	০৫	-	০৩	-	০৩

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	২২৫	০	৪৫	১১২	৩৮২
২	গ্রেড ১০	০	০	০	০	০
৩	গ্রেড ১১-২০	৯৫	০	১৯২	০	২৮৭
	মোট	৫০৫ জন	০জন	৩২০জন	৯৬জন	৬৬৯জন

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা		
		পিএইচডি	এম.এস	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	-	-	-
২.	গ্রেড ১০	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-
	মোট	-	-	-

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	-	-	-	-
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-
	মোট	-	-	-	-

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
মিনি বীজ পরীক্ষাগার কার্যক্রম জোরদারকরণ শীর্ষক সেমিনার	৪০ জন অত্র দপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারী কৃষক
বীজ মান নিয়ন্ত্রণে মাঠ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ	৪০ জন অত্র দপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারী কৃষক
বীজ মান নিয়ন্ত্রণে নমুনা সংগ্রহ ও বীজ পরীক্ষা জোরদারকরণ	৪০ জন অত্র দপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারী কৃষক
বীজ মান নিশ্চিতকরণে মার্কেট মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ	৪০ জন অত্র দপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারী কৃষক
হাইব্রিড ট্রায়াল মূল্যায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ	৪০ জন অত্র দপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারী কৃষক
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	৪০ জন অত্র দপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারী কৃষক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারকরণ	৪০ জন অত্র দপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারী কৃষক
বীজ প্রত্যয়ন অধিদপ্তর গঠন ও বিসিএস কৃষি (বীজ প্রত্যয়ন) ক্যাডার সৃষ্টি	১০০ জন অত্র দপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারী কৃষক
বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন সেমিনার	২০০ জন অত্র দপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারী কৃষক
নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ	১০০ জন অত্র দপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, বীজ ডিলার ও বীজ উৎপাদনকারী কৃষক
কৃষক পর্যায়ে বীজমান নিশ্চিতকরণে ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১০০ জন অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা, বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা
মোট ০৯টি বিষয়	মোট ৭৮০ জন অংশগ্রহণকারী

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১। জাত অবমুক্তকরণ/নিবন্ধন

২০১৮-২০১৯ সনে মোট ১১৮টি নতুন উদ্ভাবিত সারির (ধানের ৭৮টি, গমের ১২টি, আলুর ২০টি, আখের ৪টি এবং পাটের ৮টি) DUS test সম্পাদন করা হয় এবং মোট ২৬টি সারির (ধানের ১৮টি ও আলুর ৮টি) VCU test সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত DUS,VCU test এর সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১২টি জাত (ধানের ৮টি, গমের ১টি, আলুর ২টি এবং পাটের ১টি) NSB কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়। বীজের গুণগত মানের নিশ্চয়তার জন্য প্রি-পোস্ট কন্ট্রোল গ্রো-আউট টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১৮৮৩টি (আমন ধানের ৫৫০টি, বোরো ধানের ৫৬৯টি, আউশ ধানের ৮৫টি, গমের ২৮১টি, আলুর ২৯৬টি এবং পাটের ১০২টি) বীজ লটের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ সনে হাইব্রিড জাতের মোট ৮৭টি (আমন ২১টি, বোরো ৫৮টি এবং আউশ ৮টি) জাতের আঞ্চলিক ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত মোট ১টি (আউশ ১টি) হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধিত হয়েছে। (জাতীয় বীজ বোর্ডের ৯৯তম সভা পর্যন্ত)।

২. বীজ প্রত্যয়ন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক মোট প্রত্যয়িত বীজের পরিমাণ ১,৬০৬২৯ মে. টন।

৩. প্রত্যয়ন ট্যাগ বিতরণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ধান, গম, আলু ও পাট এই ৪টি নোটিফাইড ফসলের ২৮,৭২২টি প্রজনন, ৯৯,৪৮৯টি প্রাক-ভিত্তি, ৫৯,৩৫,৭৮৪টি ভিত্তি ও ৯১,২৩,২৮৭টি প্রত্যায়িতসহ মোট ১,৫১,৮৭,২৮২টি ট্যাগ বিতরণ করা হয়েছে।

৪. বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রতিবেদন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ধানের মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ৩৪০৩৬ হেক্টর এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৩০১৩৭ হেক্টর, গমের মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ৩৯৩৩ হেক্টর এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৩৪৪৬ হেক্টর, পাটের মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ৮০৬ হেক্টর এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৫৭৭ হেক্টর, আলুর মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ৫৮৯৭ হেক্টর এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৫৩৪০ হেক্টর। সর্বমোট মাঠ পরিদর্শনকৃত জমির পরিমাণ ৪৪৬৭২ হেক্টর এবং মাঠ প্রত্যয়নকৃত জমির পরিমাণ ৩৯৫০০ হেক্টর।

৫. মার্কেট মনিটরিং প্রতিবেদন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক মার্কেট মনিটরিং এর মাধ্যমে মোট ২৭০৬টি নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা করা হয়েছে।

৬. আইসিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন

- সংস্থার সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রস্তাবিত কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ র্কাযক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ই-কৃষি সেবা ও আইসিটি কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় তদারকি করা।
- মাঠপর্যায়ে চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- চলমান প্রকল্পসমূহের নিয়মিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা তদারক করা।
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিতে কর্মরত সকল কর্মচারীর হালনাগাদ ডাটাবেস তৈরীকরণ।
- অনলাইন রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা চালুকরণ।

৭. প্রকাশনা

২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির পরিচিতি ও কার্যক্রম, কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগার পরিচিতি শীর্ষক ০২টি ফোল্ডার এবং বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোড়দারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচিতি ও Seed Standard and Field Standard of Notified and Non-Notified Crops শীর্ষক ০২টি বুকলেট প্রকাশ করা হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

ক্র. নং	প্রকল্প ও কর্মসূচির নাম	বর্তমান অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় অগ্রগতির হার
১	২	৩	৪
১.	বীজ প্রত্যয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প	০.৫	৯৮%
২.	ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগারের মাধ্যমে বীজ পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	১.৮১	৯৭.৬২%
৩.	নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ কর্মসূচি	১.৭৬৮	৯৯.৯৯%

উপসংহার

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসলের বীজের প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশে একটি শক্তিশালী বীজ শিল্প গড়ে তোলার নিমিত্তে এর প্রত্যয়ন সেবার আওতায় রয়েছে বীজ ফসলের জাত পরীক্ষাপূর্বক ছাড়করণ/নিবন্ধন, মাঠ পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন, পরীক্ষাগারে ও কন্ট্রোল ফার্মে বীজের মান পরীক্ষণ, প্রত্যয়ন ট্যাগ ইস্যুকরণ, মার্কেট মনিটরিং এবং বীজ আইন ও বিধিমালা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কার্যক্রম

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের বীজ নমুনা নিবন্ধন ও বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করছেন প্রধান বীজ প্রযুক্তিবিদ

ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষার মোবাইল ভ্যান

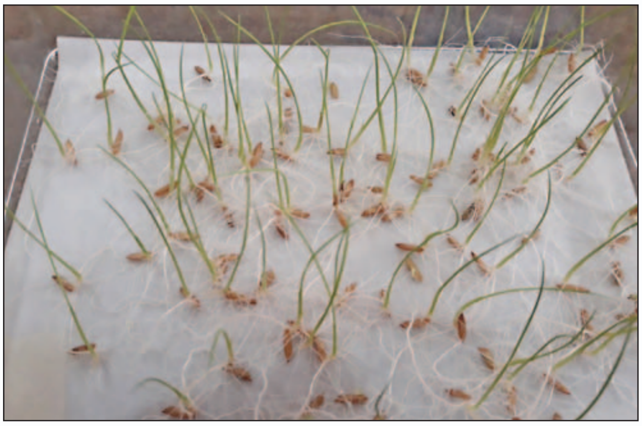

বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা কার্যক্রম

বীজ ক্লিনিং মেশিন

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)

www.nata.gov.bd

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের (৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব) আধুনিক প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কার্যক্রম শুরু করে। সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ কর্মশালার আয়োজন এবং সে আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানবসম্পদ উন্নয়ন নাটার প্রধান কাজ। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নাটা বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও স্পন্সর্ড প্রশিক্ষণ /কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে নাটার কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং প্রতি বছর তার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাটায় চলমান 'জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নাটার ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকীকরণের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

রূপকল্প (Vision)

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমিকে কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবল গঠনে উৎকর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

ভিশন অর্জনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ-

- মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা, উন্নয়ন এবং প্রকাশনা এর মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদের উন্নয়ন;
- কৃষি শিক্ষা, কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি সহায়ক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া জোরদারকরণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবার মানোন্নয়ন;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা ;
- জ্ঞানভিত্তিক নিবিড় কৃষি সেবা উন্নয়নের জন্য অবিরাম শিক্ষণ প্রক্রিয়ার চর্চা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	০	০	০
২.	গ্রেড ২	১	০	১
৩.	গ্রেড ৩	২	১	১
৪.	গ্রেড ৪	০	০	০
৫.	গ্রেড ৫	১৩	১০	৩
৬.	গ্রেড ৬	১৮	১৭	১
৭.	গ্রেড ৭	০	০	০
৮.	গ্রেড ৮	০	০	০
৯.	গ্রেড ৯	৬	১	৫
১০.	গ্রেড ১০	৬	২	৪
১১.	গ্রেড ১১	৯	৬	৩
১২.	গ্রেড ১২	১	০	১
১৩.	গ্রেড ১৩	৬	০	৬
১৪.	গ্রেড ১৪	৩	০	৩
১৫.	গ্রেড ১৫	০	০	০
১৬.	গ্রেড ১৬	৪১	৮	৩৩
১৭.	গ্রেড ১৭	১	০	১
১৮.	গ্রেড ১৮	১৩	০	১৩
১৯.	গ্রেড ১৯	০	০	০
২০.	গ্রেড ২০	৬৪	৪২	২২
	মোট	১৮৪	৮৭	৯৭

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইনহাউস (জন ঘণ্টা)	অন্যান্য	মোট
১	গ্রেড ১-৯	১২৯৪	-	৬০	-	-
২	গ্রেড ১০	-	-	৬০	-	-
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	৬০	-	-
	মোট	১২৯৪	-	৬০	-	-

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ			
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	১	১	২	৪
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-
	মোট	১	১	২	৪

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড-১-৯	-	-	৬	৬
২.	গ্রেড-১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড-১১-২০	-	-	-	-
	মোট	-	-	৬	৬

কার্যক্রম

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন;
- বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন এবং তদনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- তথ্য ও প্রকাশনা সার্ভিসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন;
- প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা;
- ইনডাকশন প্রশিক্ষণ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং সিনিয়র স্টাফ কোর্সের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ চাহিদাভিত্তিক সকল প্রকার চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- অবহিতকরণ কর্মসূচিসহ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সের আয়োজন;
- কৃষি নীতিমালার কাঠামো গঠন ও বিশ্লেষণে সরকার এবং নীতিনির্ধারকদের পরামর্শ প্রদান;
- জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতি, ২০০৩ এর আলোকে একাডেমির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং
- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য বিশেষ দায়িত্ব পালন করা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্র. নং	২০১৮- ১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	সংখ্যা		অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
১.	রাজস্ব অর্থায়নে নাটার প্রশিক্ষণ (কারিগরি)	১১ ব্যাচ	১৫ ব্যাচ	৩৩০	৩৮৭	
২.	রাজস্ব অর্থায়নে নাটার প্রশিক্ষণ (ব্যবস্থাপনা)	১২ ব্যাচ	১৭ ব্যাচ	৩৬০	৪৪৩	
	মোট	২৩ ব্যাচ	৩২ ব্যাচ	৬৯০	৮৩০	
৩.	NARS বিজ্ঞানীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	-	০২ ব্যাচ	-	৮০	
৪.	স্পন্সর্ড প্রশিক্ষণ (কৃষি মন্ত্রণালয়, ডিএই, ব্রি, বিএআরসি)	-	১৫ ব্যাচ	-	৩৮৪	
৫.	কর্মশালা **Title:** 1. Annual Workshop on Development and Validation of Course Curriculum (Management). 2. Annual Workshop on Development and Validation of Course Curriculum (Technical) 3. Development Plan to Modernize NATA	০৩টি	০৩টি	-	২৪০	
৬.	প্রকাশিত ম্যানুয়েল/বুকলেট/লিফলেট/নিউজ লেটার/ ফোল্ডার	২৭টি	২৭টি	-	-	

উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	উদ্দেশ্য	২০১৮- ১৯ অর্থবছরে		
		বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি %
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	• জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদির আধুনিকায়ন। • মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী করার জন্য একাডেমির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন। • জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির অনুষদ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।	১৪৮৩.০০	১৪৬৩.৫৯	৯৯.০

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্প কর্তৃক সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ১০০ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ১টি সেমিনার আয়োজন;
- আবাসিক ভবন ও অফিস ভবন মেরামত;
- অডিটোরিয়াম আপগ্রেডেশন, ডিজি বাংলো নির্মাণ, ট্রেনিং কমপ্রেক্স নির্মাণ, ক্যাফেটেরিয়া এক্সটেনশন এবং ডরমিটরি নির্মাণ;
- মেডিক্যাল সেন্টার কাম ডে-কেয়ার সেন্টার কাম গেস্ট হাউস কাম অফিসার্স ডরমিটরি, এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন, করিডোর, মেইন গেট, রিসিপশন কর্নার নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন এবং
- নাটার দুইজন কর্মকর্তাকে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত এক বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে প্রেরণ।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

কর্মসূচির নাম : আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও নাটার খামার উন্নয়ন কর্মসূচি

উদ্দেশ্য

১. খামারের আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে ফলিত গবেষণা প্রদর্শনী স্থাপন করে প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক ক্লাসকে প্রাণবন্ত করা;

২. আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও জলবায়ু সহনশীল টেকসই কৃষি প্রযুক্তি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে সম্প্রসারণ;

৩. সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর Goal-1: Target 1.1; Goal-2: Target 2.1, 2.3, 2.4; এবং Goal-12: Target 12.3; Goal-15: Target ১৫.৩ অর্জনে অবদান রাখা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

সংগ্রহ ও ক্রয়ের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
রাইচ উইডার (সংখ্যা)	১০	১০
দানাদার ইউরিয়া এপ্লিকেটর (সংখ্যা)	২	২
হ্যান্ড স্প্রেয়ার (ন্যাপশাক) (সংখ্যা)	২	২
রাইস ড্রায়ার (স্থাপনসহ) (সংখ্যা)	১	১
ময়েশ্চার মিটার (সংখ্যা)	১	১
ম্যানুয়াল ব্যালেন্স (সংখ্যা)	১	১
জিরোটিলেজ মেশিন (পাওয়ারটিলার ও বীজ বপন ডিভাইসসহ) (সংখ্যা)	১	১
বেড প্লান্টার মেশিন (পাওয়ারটিলার ও বীজ বপন ডিভাইসসহ) (সংখ্যা)	১	১
স্টিফ টিলেজার মেশিন (বীজ বপন ডিভাইসসহ) (সংখ্যা)	১	১
ডিজিটাল ব্যালেন্স (বড়/মাঝারি) (সংখ্যা)	১	১
কুলা (সংখ্যা)	১	১
হ্যান্ড রিপার (সংখ্যা)	২	২
ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র (কর্তন শেলার) (সংখ্যা)	১	১
সোলার প্যানেল (স্ট্রিট লাইটসহ) (সংখ্যা)	৬	৬
ইলেকট্রিক স্ট্যান্ড ফ্যান (সংখ্যা)	২	২
ফার্ম সেচ ও নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ (ভৌত লক্ষ্যমাত্রা = রানিং মিটার)	২৩৫০	২৩৫০
ফার্ম স্টোরের ওয়াল নির্মাণ (ভৌত লক্ষ্যমাত্রা=বর্গফুট)	৫২৫	৫২৫

অন্যান্য বিশেষ অর্জন

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম এর আওতাভুক্ত ৮০ জন বিজ্ঞানীকে ২ ব্যাচে ৪ (চার) মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- স্পন্সর্ড প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়, ডিএই, ব্রি, বিএআরসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ১৫ ব্যাচে মোট ৩৮৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ই-ফাইলিং এ প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নাটার অর্জন উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

১. কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণে নাটার Strategic Management Plan তৈরি;

২. চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন;

৩. বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;

৪. কোর্স গাইডলাইন, কোর্স সমাপনী প্রতিবেদন, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি;

৫. জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম এর আওতাভুক্ত ৮০ জন বিজ্ঞানীর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন;

৬. কৃষি মন্ত্রণালয়, ডিএই, বিএআরসি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের ১৫ ব্যাচে মোট ৩৮৪ জন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন;

৬. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু, সৌরবিদ্যুৎ ও সিসি ক্যামেরার ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের জন্য ডিজিটাল কম্পিউটার কাম ল্যাংগুয়েজ ল্যাব ও ডিজিটাল স্টারবোর্ড ব্যবহার করা।

উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন ও আবহাওয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে খাদ্য উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে যা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে কৃষকদেরকে খাপ খেয়ে ফসল উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমুহে দক্ষ জনবল থাকা প্রয়োজন। জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা) কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত একমাত্র শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান অঙ্গীকার হল যোগ্য এবং দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের জন্য কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ভেলিডেশন, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু, ডিজিটাল কম্পিউটার কাম ল্যাংগুয়েজ ল্যাব ও ডিজিটাল স্টারবোর্ড ব্যবহার, হেল্প ডেস্ক এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদান, ইনহাউস প্রশিক্ষণ, সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধি, বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।

জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির (নাটা) কার্যক্রম

এনএআরএস-২৬ এফটিসি-এর গেস্ট নাইট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্ল্যান্ট প্রটেকশন মিউজিয়াম

কারিকুলাম ভেলিডেশন কর্মশালা

এনএআরএস-২৬ এফটিসি-এর প্রশিক্ষণার্থীদের খেলাধুলা কার্যক্রম

ল্যাংগুয়েজ কাম কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি তথ্য সার্ভিস

www.ais.gov.bd

কৃষি তথ্য সার্ভিস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৬১ সনে আত্মপ্রকাশের পর থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৮৫ সালে কৃষি তথ্য সার্ভিস বিভক্ত হয়ে এক-তৃতীয়াংশ জনবল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে চলে যায়। বর্তমানে বরিশাল, কুমিল্লা ও রাঙ্গামাটিতে তিনটি আঞ্চলিক অফিসসহ ১১টি আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিসের মিডিয়াভিত্তিক কার্যক্রম সুচারুভাবে চলছে।

রূপকল্প (Vision)

আধুনিক কৃষি তথ্য সেবা সহজলভ্যকরণ।

মিশন (Mission)

সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের কাছে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক এবং গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সহজলভ্য করে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য

- আধুনিক গণমাধ্যমের (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও আইসিটি) সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ের কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে সহজলভ্য করা;
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত ও সহজে উপকারভোগীর কাছে পৌঁছে দেয়া;
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিষয়ক উন্নয়নমূলক/উদ্বুদ্ধকরণমূলক প্রচার-প্রচারণা করা; ও
- কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি মিডিয়াকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

কার্যাবলি

- কৃষি বিশেষজ্ঞদের থেকে কৃষি বিষয়ক আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক লেখা সংগ্রহ করে মাসিক ম্যাগাজিন কৃষিকথায় প্রকাশ ও বিতরণ;
- মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করে মাসিক বুলেটিন সম্প্রসারণ বার্তায় প্রকাশ ও বিতরণ;
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ;
- কৃষি বিষয়ক ভিডিও, ফিল্ম-ফিলার, টকশো, ডকুমেন্টারি তৈরি ও সম্প্রচার;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিনেমা শো আয়োজনের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শন;
- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা বিতরণ ও ই-সেবা প্রদান;
- কলসেন্টারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কৃষকদের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রদান;
- কৃষি বিষয়ক নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির ওপর মাল্টিমিডিয়া ই-বুক নির্মাণ ও বিতরণ;
- কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের (এআইসিসি) মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে ই-তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়া;
- প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিতকরণ।

জনবল

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	-	-	-
২.	গ্রেড ২	-	-	-
৩.	গ্রেড ৩	০১	০১-	০
৪.	গ্রেড ৪	২	২	০
৫.	গ্রেড ৫	-	-	-
৬.	গ্রেড ৬	৩	৩	০
৭.	গ্রেড ৭	০৭	০৭	০
৮.	গ্রেড ৮	-	-	-
৯.	গ্রেড ৯	১০	০৯	০১
১০.	গ্রেড ১০	০৭	০৪	০৩
১১.	গ্রেড ১১	৩৬	৩৬	০
১২.	গ্রেড ১২	১৭	১৩	০৪
১৩.	গ্রেড ১৩	২	২	০
১৪.	গ্রেড ১৪	২৭	২৫	০২
১৫.	গ্রেড ১৫	০১	০১	০
১৬.	গ্রেড ১৬	৬৯	৬১	০৮
১৭.	গ্রেড ১৭	-	-	-
১৮.	গ্রেড ১৮	২	১	০১
১৯.	গ্রেড ১৯	১০	০৯	০১
২০.	গ্রেড ২০	৪৯	৪৪	০৫
	মোট	২৪৩	২১৮	২৫

নিয়োগ/পদোন্নতি

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
-	০৩	০৩	-	১১	১১

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	১৩	০৭	৩৮	-	৫৮
২.	গ্রেড ১০	১	-	৬	-	৭
৩.	গ্রেড ১১-২০	০৮	-	৮৯	-	৯৭
	মোট	২২	০৭	১৩৩	-	১৬২

গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১. প্রিন্ট মিডিয়া

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঐতিহ্যবাহী মাসিক 'কৃষিকথা' পত্রিকার ৮.৭৫ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে মাসিক সম্প্রসারণ বার্তার ১৮ হাজার কপি প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

- কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদির প্রায় ৮.৪৪ লক্ষ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

২. ইলেকট্রনিক মিডিয়া

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি প্রযুক্তিনির্ভর ১২টি ভিডিও ফিল্ম, ২৭টি ফিলার নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হয়েছে;
- এ সময়ে ১০৪৫টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে আধুনিক কৃষি তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রচারের কাজ করা হয়েছে; এবং
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'মাটি ও মানুষ' অনুষ্ঠানের ৩৩৬টি পর্ব এবং 'বাংলার কৃষি' অনুষ্ঠানের প্রায় ৩৬৫টি পর্ব সম্প্রচারের যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩. তথ্যপ্রযুক্তি

- **কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) :** গ্রামীণ পর্যায়ে কৃষি তথ্য বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক পরিচালিত এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মডেম, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারা দেশে স্থাপিত ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রতিটি থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫-২০ জন কৃষি বিষয়ক তথ্য সেবা পাচ্ছেন।
- **কৃষি কল সেন্টার :** কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) থেকে প্রতি মিনিটে ২৫ পয়সা ব্যয়ে কৃষি/মৎস্য/ প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে কৃষকের উল্লেখিত বিষয়ে সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন প্রায় ২০০-২২০টি কলের সমাধান এখান থেকে প্রদান করা হচ্ছে।
- **কমিউনিটি রেডিও :** বরগুনা জেলার আমতলীতে একটি কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্থাপন করা হয়েছে, বর্তমানে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এ রেডিও'র ৫০টি শ্রোতা ক্লাব রয়েছে এবং প্রায় ২ লক্ষ মানুষ অনুষ্ঠানগুলোর নিয়মিত শ্রোতা।
- **ই-বুক :** ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি নির্ভর ২৫টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক তৈরি করা হয়েছে। এখানে অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন থাকায় খুব সহজেই এটি ব্যবহার করা যায়। ওয়েবসাইটেও এগুলো আপলোড করা হয়েছে।
- **আইসিটি ল্যাব :** দশটি কৃষি অঞ্চলে আইসিটি ল্যাবের মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের ই-কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এসব ল্যাব ব্যবহার করে আইসিটি প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করতে পারছেন।

৪. বিবিধ

- এ সময়ে প্রায় ২২০০ জনকে (কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী প্রমুখ) ই-কৃষি, গণমাধ্যমে কৃষি, কৃষি প্রযুক্তি ইত্যাদি শিরোনামে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার, মেলা (ফলমেলা, সবজি মেলা, বিশ্ব খাদ্য দিবস) র‍্যালি ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
০১	১৫.২০	১৪.৭৩ (৯৬.৯%)	১২

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- **এআইএসটিউব :** কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত 'AisTube' আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিজীবীদের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কৃষি তথ্য প্রদানের একটি ডিজিটাল উদ্যোগ। কার্যকর, মানসম্মত কৃষি তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই আর্কাইভে কৃষি বিষয়ক সকল আধুনিক প্রযুক্তি তথ্যচিত্র আকারে উপস্থাপিত হয়েছে, যা দেখে কৃষিজীবীরা সহজেই জেনে নিতে পারবেন তাদের প্রয়োজনীয় কৃষি বিষয়ক তথ্য।
- **আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ :** কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হচ্ছে কৃষি তথ্য সার্ভিসের ৮টি আঞ্চলিক অফিস ভবন (ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, খুলনা ও পাবনা)। কার্যকর কৃষি তথ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত অফিস ভবনগুলোতে থাকছে আইসিটি ল্যাব ও কনফারেন্স রুম।

কৃষি যোগাযোগ ও তথ্য সেবা কেন্দ্র

কৃষি তথ্য সার্ভিসের সদর দপ্তরে স্থাপিত হয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত কৃষি যোগাযোগ ও তথ্য সেবা কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকে খামারবাড়িতে আগত যে কোনো তথ্য সেবা গ্রহণকারী কৃষি বিষয়ক তথ্য গ্রহণ করতে পারবেন। পাশাপাশি ফোন/ইন্টারকম, ইন্টারনেট এসব বিনামূল্যে ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারবেন। এছাড়াও এখান থেকে বিভিন্ন প্রকাশনাসামগ্রী বিনামূল্যে নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

উপসংহার

কৃষি তথ্য সার্ভিস উন্নয়ন অগ্রযাত্রার গৌরবোজ্জ্বল অংশীদার। সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে কৃষি তথ্য সার্ভিস অর্জন করেছে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার (স্বর্ণপদক), জাতীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী পদক এসব। কৃষির উন্নয়নে কৃষি তথ্য সার্ভিস জন্মলগ্ন থেকে নিরলসভাবে গণমাধ্যমের প্রায় সবগুলো মাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য প্রযুক্তি গ্রামীণ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দ্রুত বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস নিরলস কাজ করছে। কৃষির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক, কৃষিতে সাফল্যের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হোক- এ প্রত্যাশাই সবার।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম

কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩)-এর মাধ্যমে সেবা প্রদান

কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে কৃষকের কাছে তথ্য সেবা

কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রেস শাখার কার্যক্রম

প্রান্তিক পর্যায়ে মোবাইল সিনেমা প্রদর্শন

এআইসিসির মাধ্যমে তথ্য প্রদান

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে 'ত্বরান্বিত গম গবেষণা কর্মসূচি'র মাধ্যমে দেশে গম গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে দিনাজপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে গম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুরে এক জনসভায় গম গবেষণা কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট-এ উন্নীতকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জুলাই ১৯৯৯ থেকে জুন ২০০৭ মেয়াদে 'গম গবেষণা কেন্দ্রকে গম গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ব্রিজিং প্রকল্প' বাস্তবায়িত হয়। ২০০৬ সালে গম ফসলের সাথে ভুট্টাকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিগত ০৮ জুন ২০১৪ খ্রি. তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা আইন-২০১৬' এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিসভায় আইনটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। গত ১৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে 'বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭' মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এবং ২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে উক্ত আইন বলবৎ হয়েছে। এর প্রধান কার্যালয় দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার নশিপুরে অবস্থিত। একজন মহাপরিচালক প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

লক্ষ্য

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন।

রূপকল্প (Vision)

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

উদ্দেশ্য

১. ফসলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সংকরায়ন, মূল্যায়ন এবং জাত অবমুক্তিকরণ;

২. সাধারণ পরিবেশসহ তাপ, লবণাক্ততা, জলবদ্ধতা ও খরা সহনশীল গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবন;

৩. উন্নত ও আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

৪. কৃষি যন্ত্রপাতি ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

৫. উদ্ভাবিত জাত, উৎপাদন প্রযুক্তি ইত্যাদির আর্থসামাজিক বিশ্লেষণ;

৬. উদ্ভাবিত জাতসমূহের প্রজনন বীজ ও মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন;

৭. প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য প্রশিক্ষণ, উপযোগিতা পরীক্ষণ, কর্মশালা, মাঠ দিবস ইত্যাদির আয়োজনসহ বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা প্রকাশ;

৮. মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা;

৯. কৃষি বিষয়ক ই-তথ্য সেবা প্রদান;

১০. আন্তর্জাতিক ও দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা সংযোগ স্থাপন।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- গম ও ভুট্টার উচ্চফলনশীল জাত ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন;
- পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও শস্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি, ভুট্টা ও ভুট্টাজাত দ্রব্যের শিল্পভিত্তিক বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তিসমুহ হস্তান্তর করা।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- গমের ১টি রোগপ্রতিরোধী ও তাপসহনশীল জাত উদ্ভাবন।

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	০	১	০
২.	গ্রেড ২	১	১	০
৩.	গ্রেড ৩	৩	১	২
৪.	গ্রেড ৪	১১	৭	৪
৫.	গ্রেড ৬	২১	১৬	৫
৬.	গ্রেড ৯	২৫	১০	১৫
৭.	গ্রেড ১০	১৮	১৮	০
৮.	গ্রেড ১২	১	০	১
৯.	গ্রেড ১৩	৪	১	৩
১০.	গ্রেড ১৪	৩	১	২
১১.	গ্রেড ১৬	৫	৫	০
১২.	গ্রেড ১৮	৭	৬	১
১৩.	গ্রেড ২০	৫	৫	০
	মোট	১০৪	৭২	৩৩

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের জনবল সংক্রান্ত তথ্য

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গ্রেড-৩) পদে ১ জনের পদোন্নতি হয় এবং মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গ্রেড-৩) পদে ১ জন বিএআরআই এর অন্য বিভাগ থেকে বদলি হয়ে আসেন। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গ্রেড-৪) পদে ১ জন বিএআরআই এর অন্য বিভাগ থেকে বদলি হয়ে আসেন এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (গ্রেড-৪) পদে ১ জনের পদোন্নতি হয়।

ক্র. নং	গ্রেড নং	জনবল		
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১.	গ্রেড ১	০	১	০
২.	গ্রেড ২	১	১	০
৩.	গ্রেড ৩	৩	৩	০
৪.	গ্রেড ৪	১১	৮	৩
৫.	গ্রেড ৬	২১	১৩	৮
৬.	গ্রেড ৯	২৫	১৩	১২
৭.	গ্রেড ১০	১৮	১৮	০
৮.	গ্রেড ১২	১	০	১
৯.	গ্রেড ১৩	৪	১	৩
১০.	গ্রেড ১৪	৩	১	২
১১.	গ্রেড ১৬	৫	৫	০
১২.	গ্রেড ১৮	৭	৬	১
১৩.	গ্রেড ২০	৫	৫	০
	মোট	১০৪	৭৫	৩০

মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

ক্র. নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ				
		অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন হাউস	অন্যান্য	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	৩৭	৮	১১৬	৫৫	২১৬
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	৮	-	৮
	মোট	৩৭	৮	১২৪	৫৫	২২৪

মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চশিক্ষা)

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এমএস	অন্যান্য	মোট	
১.	গ্রেড ১-৯	১	-	-	১	
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
মোট		১	-	-	১	

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্র. নং	গ্রেড নং	উচ্চশিক্ষা			
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট
১.	গ্রেড ১-৯	-	৮	-	৮
২.	গ্রেড ১০	-	-	-	-
৩.	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-
মোট		-	৮	-	৮

উপসংহার : ২০১৭ সালের ২২ নভেম্বর আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনকে সামনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে ১০৪টি পদ বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এ স্থানান্তরিত হবে, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বোর্ড গঠন হয়নি এবং নতুন পদ সৃষ্টি ও নিয়োগবিধি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। পদ স্থানান্তর, নিয়োগবিধি অনুমোদন ও বোর্ড গঠনের পর শূন্য পদ পূরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। জনবলের স্বল্পতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি তার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা

নতুন উদ্ভাবিত গমের জাত : ডব্লিউএমআরআইগম ১

গমের প্রজনন বীজ উৎপাদন মাঠ

জাতীয় বীজ মেলা-২০১৯

ভুট্টা উৎপাদন মাঠ

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

www.hortex.org

হর্টিকালচার এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন সংক্ষেপে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন উদ্যান ফসল উন্নয়ন এবং বৈদেশিক বাজারে রপ্তানি কার্যক্রম উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে 'লাভের জন্য নয়' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোম্পানি আইন ১৯১৩ এর ২৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধিত হয়েছে। সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ এবং ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ দ্বারা ফাউন্ডেশন পরিচালিত হয়। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় পদাধিকার বলে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান।

রূপকল্প (Vision)

টেকসই ও সংগঠিত বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে ও দেশের অভ্যন্তরে কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়ন ও প্রসার করা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রযুক্তি ও উপদেষ্টা পরিসেবা প্রদানের মাধ্যমে উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যের বিপণন প্রসার ঘটিয়ে কৃষক ও উদ্যোক্তাগণের আয় বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

প্রধান কার্যক্রম

১. রপ্তানির জন্য তাজা শাকসবজি, ফলমূল ও আলু উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংরক্ষণ, মোড়কীকরণ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনায় চাহিদানুযায়ী কৃষক, রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত ও সহায়তা সেবা প্রদান;

২. সংগনিরোধ (Quarantine) বালাই ব্যবস্থাপনায় কৃষক ও রপ্তানিকারকদের সহায়তা প্রদান। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (WTO) চুক্তিমালার আলোকে রপ্তানি কার্যক্রমে কৃষিপণ্যের গুণগতমান রক্ষায় Sanitary and Phytosanitary (SPS) নীতিমালা অনুসরণে রপ্তানিকারক, উদ্যোক্তা ও কৃষক পর্যায়ে সহায়তা প্রদান। খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালাসমূহ সম্পর্কে উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের অবহিতকরণ (যেমন: Maximum Residue Levels, MRL সম্পর্কে ধারণা দেয়া);

৩. আন্তর্জাতিকমান পূরণে প্রচলিত বাজার থেকে বাজারজাতকরণের (Market to Market) পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করে সরাসরি খামার থেকে বাজারজাতকরণে (Farm to Market) কৃষক ও রপ্তানিকারকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা সেবা প্রদান। কৃষিপণ্যের বিপণনে কৃষক ও রপ্তানিকারকদের বাজার তথ্য সেবা প্রদান;

৪. কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মূল্যসংযোজন কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা (Supply and Value Chain Analysis)। উচ্চগুণমান পূরণ করার জন্য কৃষিপণ্য পরিবহনে রপ্তানি/আমদানিকারকদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (Cool Chain) পরিবহন ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সেবা প্রদান;

৫. কৃষিপণ্যের নতুন নতুন রপ্তানি বাজার সৃষ্টির জন্য রপ্তানিকারকদের ট্রায়াল শিপমেন্টে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান;

৬. কৃষকের সাথে রপ্তানিকারক ও বিদেশি ক্রেতার সাথে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের সরাসরি ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান;

৭. রপ্তানি উপযোগী কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ওপর বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রায়োগিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, ফসলের প্রদর্শনী, মাঠ দিবসের আয়োজন করা। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সভা আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা। আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

৮. নিয়মিত উদ্যান ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি ও রপ্তানিবাজার সম্পর্কে টেকনিক্যাল বুলেটিন, নিউজলেটার, লিফলেট, বুকলেট, বার্ষিক ডায়েরি, ডাইরেক্টরি ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাঝে তা বিনামূল্যে বিতরণ করা;

৯. Technical Barrier to Trade (TBT), আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, ক্রেতার বিভিন্ন শর্ত এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পরিবর্তিত নীতিমালা সম্পর্কে উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও রপ্তানিকারকসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, বিভিন্ন গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তথ্য/ডাটা দিয়ে সহযোগিতা করা; এবং

১০. রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান।

১১. জাতীয় খাদ্য, ফল, সবজি ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি উপযোগী কৃষিপণ্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা; এবং

১২. প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বহুমুখিতা বৃদ্ধি করা।

জনবল

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের জন্য সৃষ্ট পদের সংখ্যা ৪৯টি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুখ্য নির্বাহী হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ এবং ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ নীতিনির্ধারণসহ সার্বিক বিষয় দেখভাল করে থাকে। সৃষ্ট ৪৯টি পদে রয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, মহাব্যবস্থাপক-১, উপমহাব্যবস্থাপক-৩, সহকারী মহাব্যবস্থাপক-৫, ব্যবস্থাপক-১১, উপব্যবস্থাপক-৭, সহকারী ব্যবস্থাপক-২, মেকানিক-১, ইলেকট্রিশিয়ান-১, পাহারাদার-২, ভারী গাড়িচালক-৫, হালকা গাড়িচালক-২, এমএলএসএস ও এইডস্টাফ-৮। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনে বর্তমানে ৪৯টি সৃষ্ট পদের বিপরীতে ১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এর মধ্যে ৩ জন কর্মকর্তা এবং অন্যরা কর্মচারী পর্যায়ে কর্মরত। এছাড়া এনএটিপি-২ প্রকল্পের অধিনে চারজন বিশেষজ্ঞ এবং ৩৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মে নিয়োজিত আছেন। ২৫ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বর্গের সমন্বয়ে গঠিত 'এক্সপার্টপোল' চাহিদা অনুযায়ী হর্টেক্স ফাউন্ডেশন'কে প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা করে থাকেন।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উচ্চমূল্য ফসলের ভ্যালুচেইন উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে ডিএই'র ক্যাডার অফিসারদের ৬ ব্যাচ (১৫০ জন) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, ডিএই'র মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের ১০ ব্যাচ (৩০০ জন) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, ৫ ব্যাচ (৩০ জন) এলবিএফ প্রশিক্ষণ, ২৮৪ ব্যাচ (৮৫২০ জন) সিআইজি কৃষক প্রশিক্ষণ এবং ৬৪ ব্যাচ (১৯২০ জন) প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন এর কৃষক প্রশিক্ষণ এবং ১৫ ব্যাচ (৪৫০ জন) ট্রেডার্স প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১৯১৩ জন সিআইজ কৃষক-কৃষাণীকে সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রপ্তানিকারক এবং প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের সাথে বাজার সংযোগ স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ন্যাশনাল এগ্রিকালচারালটেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর আওতায় ডিএই এর স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ৩০টি উপজেলায় ভ্যালুচেইন ডেভলপমেন্ট ইন ক্রপ/হর্টিকালচার এবং মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কোন রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ থাকে না। ১০ (দশ) কোটি টাকার সিড মানির আয় হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদানসহ অন্যান্য খরচ মিটানো হয়। উদ্বৃত্ত অর্থ না থাকায় নিজস্ব বাজেটে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

উল্লেখযোগ্য সাফল্য

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণের জন্য বেসরকারিভাবে উদ্যোগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১৪ সাল থেকে তাইওয়ান ফুড প্রসেসিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি : টিনজাত আনারস, ঘৃত কুমারী, বেবি কর্ণ এবং শুকনো করলার চিপস পরিবেশবান্ধব প্যাকেটজাত করে চীন, তাইওয়ান, হংকং ও ভিয়েতনামের প্তানিতে সহায়তা করছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০০ মে.টন প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়েছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে উৎপাদিত আলু থেকে পটেটোচিপস রপ্তানিতে বোম্বে সুইটস এবং ড্রাইড মিষ্টিআলু রপ্তানিতে জাপানি প্রতিষ্ঠান Maruhisa Pacific Co. Ltd. এর সাথে কাজ করছে।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে শেরপুর জেলার সদর উপজেলা এবং বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলা থেকে গুণগতমানসম্পন্ন টমেটো বিপণনের জন্য ভেগান এগ্রো লি. নামক একটি টমেটো পাল্প প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি লিড ফার্মার বাজার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৬০ মে.টন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৬৭ মে.টন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২৬ মে.টন নিরাপদ টমেটো ভেগান এগ্রো লি. কুষ্টিয়ায় সরবরাহ করা হয়েছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লি. এর মাঝে একটি সমঝোতা চুক্তির আওতায় ভেগান এগ্রো লি. তাদের উৎপাদিত টমেটো পাল্প স্কয়ার ফুড এন্ড বেভারেজ লি. সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করছে। যা থেকে গুণগত মানসম্পন্ন টমেটো সস ও কেচাপ উৎপাদিত হচ্ছে এবং তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি হচ্ছে।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ টু প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর আওতায় ডিএই এর স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ৩০টি উপজেলায় ভ্যালুচেইন ডেভেলপমেন্ট ইন ক্রপ/হর্টিকালচার এবং মার্কেটলিংকেজ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৬টি ফসলের ভ্যালুচেইন এর উন্নয়ন, ৩০টি উপজেলায় ৩০টি কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (বীরগঞ্জ, চিরিরবন্দর, পার্বতীপুর, মিঠাপুকুর, পলাশবাড়ি, শিবগঞ্জ, বগুড়াসদর, নওগাঁ সদর, বড়াইগ্রাম, গোদাগাড়ী, কালীগঞ্জ, ঝিকরগাছা, যশোর সদর, নকলা, বাঘারপাড়া, ইসলামপুর, দেলদুয়ার, মধুপুর, মুক্তাগাছা, কিশোরগঞ্জ সদর, কাপাসিয়া, শিবপুর, বেলাবো, রায়পুরা, সাভার, দক্ষিণসুরমা, শ্রীমঙ্গল, চান্দিনা, মিরসরাই, খাগড়াছড়ি সদর) স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদের বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন করে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিনিশ্চিতকরণ ও বাজার সংযোগ উন্নয়ন কার্যক্রমচলমান রয়েছে। এনএটিপি-২ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের উচ্চমূল্যের কৃষি পণ্যের আধুনিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অপচয় কমিয়ে আনা, মাননিয়ন্ত্রণ, মূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য হর্টেক্স ফাউন্ডেশন দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমসহ কৃষকের বাজার সংযোগ উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ ও মানসম্মত শাকসবজি ও ফলমূল প্রকল্পের ৩০টি উপজেলার ৩০টি কৃষি পণ্যসংগ্রহ ও বাজারজাতকরণকেন্দ্র (সিসিএমসি) এর মাধ্যমে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৬২২২ মে.টন কৃষি পণ্য বাজারজাত করা হয়েছে। তন্মধ্যে সিসিএমসি থেকে ৩৮২ মে.টন শাকসবজি ও ফলমূল মালয়েশিয়া, দুবাই, কাতার ও সৌদি আরবে রপ্তানি হয়েছে এবং মিঠাপুকুর, রংপুর সিসিএমসি থেকে

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ৩৯২ মে.টন আলু মিয়ামী ট্রেডিং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় রপ্তানি হয়েছে।

কেন্দ্রগুলোতে চাহিদাভিত্তিক কৃষিপণ্য যোগানদানের লক্ষ্যে সিআইজি কৃষকদের সমন্বয়ে ৩০টি প্রোডিওসার অর্গানাইজেশন গঠন করা হয়েছে। এছাড়া সিসিএমসি পরিচালনার জন্য প্রোডিওসার অর্গানাইজেশনের সদস্যদের দ্বারা বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে টেকসই স্থানীয় বাজার ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে।

রপ্তানিকারকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চাহিদাভিত্তিক ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে উদ্যোক্তা সৃষ্টির কাজ চলছে। রপ্তানিকারকদের চাহিদারভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করাসহ ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা হচ্ছে। ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে প্রতি টিসিসিএমসিতে প্লাস্টিকক্রেটস, ও জন যন্ত্র এবং ফসল সংগ্রহকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য ম্যাট ও ছোট ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। এতে করে CIG এবং Non-CIG সদস্যগণ এগুলো ব্যবহার করে নিজ উদ্যোগে ক্রেটস্ ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে উৎসাহিত হবে এবং উদ্যান ফসলের অপচয় হ্রাস পাবে।

উপসংহার

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন এর মূল লক্ষ্য হলো প্রযুক্তি ও বিশেষায়িত পরামর্শমূলক সেবা দানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি ও কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে রপ্তানির জন্য উচ্চ মূল্যের কৃষিপণ্যসহ কৃষি ব্যবসা উন্নততর ও বহুমুখী করা। হর্টেক্স ফাউন্ডেশন তার সীমিত সম্পদ দিয়ে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে কৃষি ব্যবসার Incubator Centre হিসেবে কাজ করছে। কৃষি ব্যবসাকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন কর্তৃক উদ্ভাবিত কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। আর্থিক সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ দেওয়া যাচ্ছে না। ভবিষ্যতে আর্থিক সচ্ছলতা পেলে হর্টেক্স ফাউন্ডেশন উদ্যান ফসলের দেশি ও বিদেশি বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নসহ অপচয় হ্রাস করে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ থেকে সতেজ ফল ও সবজি বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ

মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

এনএটিপি প্রকল্পের হর্টেক্স অংশের কৃষিপণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র (সিসিএমসি)

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) একটি টেকসই কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান যাহা দেশে লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে লাভজনক কৃষি কাজের নতুন ধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ,সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা ইনস্টিটিউট সমুহ, বেসরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবিত আধুনিক সফল প্রযুক্তিগুলোর অভিযোজনের জন্য আর্থিক ও কারিগরি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে **'অ-লাভজনক'** প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানি আইনে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এন্ড ফার্মস এর রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে ২০০৭ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে।

কেজিএফ ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি সাধারণ পরিষদ (General Bodz) এবং সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্যে হতে ৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত বোর্ড অব ডিরেক্টরস (Board of Directors) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণের আলোকে নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কৃষি গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ফলপ্রসূ কৃষি গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদানই ফাউন্ডেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। সে লক্ষ্যে কৃষি গবেষণা পরিচালনায় সুদক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি

- বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) একটি অ-লাভজনক টেকসই কৃষি গবেষণা সহযোগী সংস্থা।
- কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কেজিএফ ২০০৭ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে।
- ফসল, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদসহ কৃষির সকল ক্ষেত্রে কেজিএফ কাজ করে চলছে।
- কেজিএফ, দেশের কৃষি উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিয়োজিত।
- কেজিএফ সরকারি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি সংস্থায় কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।
- দেশের প্রথিতযশা কৃষি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কেজিএফ পরিচালিত হয়।
- প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) গবেষণা প্রকল্পে সহযোগিতা প্রদান করে।
- ইতিমধ্যে কেজিএফ সরকারি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি সংস্থার সহযোগতিায় কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রসারে সহযোগিতা করছে।
- কৃষিজাত দ্রব্যের মান উন্নয়ন, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষকের জীবিকা উন্নয়নে কেজিএফ সদা সচেষ্ট।
- কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ), দেশে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে লাভজনক কৃষির নতুন ধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে।
- কেজিএফ সরকারি, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভাবিত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রযুক্তিগুলোর অভিযোজনের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে।
- কেজিএফ, বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ও উদ্যোগীদের সহযোগিতায় যুগোপযোগী প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও জ্ঞান বিস্তারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখছে।

বিকেজিইটির অর্থায়নে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রোগ্রামের আওতায় কেজিএফ এর বিভিন্ন গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। নিম্নে উক্ত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো–

1. Competitive Grants Program (CGP) - স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি;
2. Applied/Adaptive Research Projects;
3. Basic Research Projects (BRP);
4. Technology Piloting Program (TPP) - স্বল্প-মধ্যমমেয়াদি;
5. Commissioned Research Program (CRP) - মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদি;
6. Capacity Enhancement Program (CEP) - স্বল্প-মধ্যমমেয়াদি; এবং
7. International Collaborative Program (ICP) - স্বল্প-মধ্যমমেয়াদি।

1. **Competitive Grants Program (CGP)-স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি :** বিকেজিইটি এর অর্থায়নে Competitive Grants Programs (CGP) এর আওতায় প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ১ম কলের আওতায় ১৪টি প্রকল্প অক্টোবর ২০১৭ মধ্যে সফলতার সাথে সমাপ্ত হয়েছে।
- **বিকেজিইটি এর অর্থায়নে** বিগত মার্চ-সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে ২য় কলের আওতায় ১৬টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ২০১৯ সালের জুন মাসের মধ্যে ১৫টি প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকি তিনটি প্রকল্প মার্চ ২০১৭ হতে শুরু হওয়ার জন্য আগামী ২০২০ সালে প্রকল্পগুলো শেষ হওয়ার কথা।
- **বিকেজিইটি এর অর্থায়নে** তৃতীয় কলের আওতায় কেজিএফ এ বর্তমানে ২৫টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলো কেজিএফ এর অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন স্থানে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
- TAC কর্তৃক সুপারিশকৃত Thematic Area/Researchable Issues কেজিএফ এর ৬৪তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। **বিকেজিইটি এর অর্থায়নে ৪র্থ কলের** প্রকল্প কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।
- ২০১৭ সালে গৃহীত বিকেজিইটি এর অর্থায়নে **CGP এর অধীনে** বিএআরআই এবং বিআরআরআই কর্তৃক পরিচালিত ৮টি **বেসিক রিসার্চ** প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

2. **Technology Piloting Program (TPP)-স্বল্প-মধ্যমমেয়াদি :** এই কার্যক্রমের আওতায় সিজিপি প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত যে সকল প্রযুক্তি সফল প্রতীয়মান হয় সেগুলো টেকসই করার লক্ষ্যে এর কলাকৌশল প্রকল্পের পিআই কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতায় কৃষকদের শেখানো হয় এবং বিস্তৃত এলাকাজুড়ে কৃষক যাতে ঐসব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

   এই উদ্দেশ্যে কেজিএফ এ পর্যন্ত ২৩টি পাইলট প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে। যার মধ্যে ১৯টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ৪০টি জেলার ৮৮টি উপজেলায় পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে টেকনোলজি up-scaling এর কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এইসব প্রকল্পের সাথে মাঠপর্যায়ে প্রায় ৪২,০০০ জন কৃষক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

3. **Commissioned Research Program (CRP)-মধ্যম-দীর্ঘমেয়াদি :** বিকেজিইটি এর অর্থায়নে সিআরপি এর আওতায় নিম্নের ৫টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

CRP-1: Hill Agriculture: Harnessing the potential of Hill Agriculture: Enhancing Crop Production through sustainable management of Natural resources:

মোট ৫টি কম্পোনেন্টের মাধ্যমে দেশের ঘাতপ্রবণ এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। BARI খাগড়াছড়ি; BARI-হাটহাজারী চট্টগ্রাম; BSMRAU; SAU & CDB এর মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং কো-অর্ডিনেশন ইউনিট সরাসরি কেজিএফ এর তত্ত্বাবধানে সমন্বয়ের কাজ করছে। Project Management Committee এর দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে। দ্বিতীয় PMC সভায় প্রকল্পের কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে বিধায় উক্ত সভায় অব্যয়িত অর্থ ব্যবহার করে প্রকল্পটির No-cost Extension (অক্টোবর ২০১৮ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত) এর সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। মূল মেয়াদে অর্জিত অগ্রগতির No-cost Extension মেয়াদে আরো বেশি করে পাহাড়ি অঞ্চলে show casing করার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া ও জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা নেয়ারও সিদ্ধান্ত হয়। প্রকল্পের ৪টি টেকনিক্যাল Component এর ভিতর Component -1(ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট) এর আওতায় বর্তমানে ৩টি বড় RCC বাঁধ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অন্য আরেকটি বাঁধ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। বাকি ৩টি কম্পোনেন্ট এর অগ্রগতি সন্তোষজনক। সার্বিকভাবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ভূমি প্রকৃতিভিত্তিক ফসল চাষ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে চাষাবাদ, পণ্যের মূল্য সংযোজন করে আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হচ্ছে যা No-cost Extension মেয়াদে জোরদার করা হবে।

CRP-2: Climate Change: Modeling Climate Change Impact on Agriculture and Developing Mitigation and Adaptation Strategies for sustainable Agriculture production in BD.

বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্ণয়ে এই প্রকল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশের বিভিন্ন শস্যের ওপর (ধান, গম, ভুট্টা, আলু, সরিষা এবং মুগকলাই) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে Climate Change Modeling এর মাধ্যমে Production prediction, resource optimization and sustained production এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত গবেষণায় মানবসম্পদ উন্নয়ন এর জন্য করণীয় নির্ধারণ এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কার্যক্রম জুন ২০১৮ তে শেষ হয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে জলাবায়ুর বিভিন্ন উপাদান কিভাবে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে, মাটির গুণাগুণ, ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড়, রোগবালাই ইত্যাদি কীভাবে প্রভাবিত হয় তা বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদেশের কৃষি বিজ্ঞানীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রায় ১২০ জন বিজ্ঞানী/প্রফেশনালদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। BARI, BRRI, BSMRAU এর প্রায়

৪০ জন বিজ্ঞানী/গবেষকগণ এই প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন। প্রকল্পের গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা জার্নালে ২২টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এই প্রকল্পটির আওতায় যথারীতি ইন্সেপশন, অর্ধ বার্ষিক, বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা কর্মশালা ও প্রকল্প সমাপনী পর্যালোচনা কর্মশালাসহ একটি সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। সভা/কর্মশালায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞগণ ও প্রকল্প মূল্যায়নকারীবৃন্দ এ প্রকল্পের কার্যকলাপ ফসলসহ মাছ ও প্রাণিসম্পদ এর উপর দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব বিষয়ক গবেষণা পরিচালিত করার পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষজ্ঞগণ/প্রকল্প মূল্যায়নকারীগণের পরামর্শের ভিত্তিতে দেশের স্বার্থে ও প্রকল্পের সাফল্য বিবেচনা করে প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ ব্যবহার করে ফসল-মাছ-প্রাণিসম্পদ-আর্থসামাজিক বিষয়গুলোর সমন্বয়ে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের প্রস্তাবনা তৈরি ও যাচাই-বাছাই এর কাজ চলছে।

CRP-3: Strengthening Sugarcane Research and Development in the Chittagong Hill Tracts:

BSRI দ্বারা ২০১৫ খ্রিঃ হতে প্রকল্পটি পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী Crossing Shed এবং Fuzz তৈরির Structuret শেষ হয়েছে। যার ফলে এখন থেকে আখের সংকরায়ন সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম এখানেই পরিচালনা করা সম্ভব হবে। পূর্বে পার্বত্য এলাকা থেকে ফুল ফুটিয়ে (যা সমতল ভূমিতে সম্ভব ছিল না) সংকরায়নের কাজ BSRI, Ishwardi তে করতে হতো। Chewing type আখের জন্য BSRI এর ৪টি জাত (Akh-41, BSRI Akh 42, CO 208 Ges Chaina) এর উপযোগিতা পার্বত্য অঞ্চলে প্রমাণিত এবং আখ চাষিদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। BSRI-Akh 43, BSRI Akh 44 VMC 86-550 এবং মধুমালা জাতসমূহ আখের গুড় তৈরির জন্য ভালো বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আখের আন্তঃফসল হিসেবে মূলা, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, French bean এর চাষ পার্বত্য অঞ্চলে নতুন লাভজনক ফসল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ বছর আখের চাষ, গুড় উৎপাদন এবং আখের আন্তঃফসলের উপর মোট ৮৪০ জন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, মাঠ কর্মকর্তা এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি মাঠ দিবসের (৬৩০ অংশগ্রহণকারী) মাধ্যমে প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের ৩য় বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আখ চাষ কেন্দ্রিক একটি Value Chain গঠন করে এলাকার কৃষিভিত্তিক জীবন ও জীবিকা উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে। তা ছাড়া জাতউপযোগী আখমাড়াই যন্ত্র উদ্ভাবন করে গুড় উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ব্রান্ডিংয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখন উন্নত প্যাকেটে ভোক্তা পর্য্যায়ে তা পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চলছে।

CRP-4: Increasing Livestock production in the Hills through better husbandry, health service and improving market access through value and supply chain management

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (CVASU), পোলট্রি রিসার্স ট্রেনিং সেন্টার (PRTC), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BLRI) ও বেসরকারি সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (IDF) এর সমন্বয়ে এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমতল ভূমি থেকে ভিন্ন প্রকৃতির পরিবেশে ০৪টি উপজেলায় গবাদি পশু পাখির উৎপাদন সক্ষমতা, সেবা সহায়তার প্রাপ্যতা, রোগের প্রাদুর্ভাব, উৎপাদন উপকরণের প্রাপ্যতা, উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপনন, ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান অবস্থা যাচাই পূর্বক বাস্তবতার ভিত্তিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ, পশুখাদ্য উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন, পার্বত্যাঞ্চলে ভেড়া পালন,পাহাড়ী মুরগি পালন, Value Chain Development, ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০০ খানা/খামারের ওপর একটি জরীপ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে জরিপকৃত অঞ্চলে পরিবার পিছু সদস্য সংখ্যা ৫.১৪। এখানে প্রতি পরিবারে ৬-১৭টি মুরগি এবং ০২-০৪ টি গরু-ছাগল আছে। তবে মহিষ, ভেড়া ও হাঁসের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। খামারিরা পশু পাখির টিকাদানে অভ্যস্থ নয়। ফলে ক্ষুরারোগ, এনথ্রাক্স, পিপিআর ইত্যাদি রোগে গবাদি পশু এবং রানীক্ষেত, মুরগির বসন্ত, কক্সিডিয়া ও কৃমি রোগে মুরগি আক্রান্ত হতে দেখা গেছে। প্রাপ্ত জরিপের তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পের জন্য ২০৮ জন খামারি এবং ২০ জন কমিউনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কার (CLW) প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ফডার গাছ লাগানো ও ভেড়ার ঘর তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। জুন ২০১৮ নাগাদ প্রকল্পের CVASU Component এর ১৬ জন খামারির প্রত্যেককে ১টি পুরুষ ও ৪টি মাদী ভেড়া সরবরাহ করা হয়েছে।

CRP-5: Development of Upazilla Land suitability Assessment and crop zoning systems of Bangladesh:

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের শস্য বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের সর্বাধিক আয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানভিত্তিক উপযোগী ফসল ও ফসল বিন্যাস বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত কৃষক ও উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহ করা। এ লক্ষ্যে নির্মিতব্য জিআইএস ভিত্তিক 'অনলাইন ফসল উপযোগিতা নির্ণায়ক সফটওয়্যারের' ভূমি ও মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল উপযোগিতা নির্ধারণ বিষয়ক মডিউল প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কৃষি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল উপযোগিতা নির্ধারণ বিষয়ক মডিউল এবং অনলাইন কৃষি পোর্টাল নির্মাণের কাজ চলমান। প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ০৫টি এক্সপার্ট কনসালটেশন কর্মশালা এবং ০৩টি প্রতিষ্ঠানে অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

4. **Capacity Enhancement Program (CEP)-স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি :** CEP এর অধীনে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো চলমান রয়েছেঃ

i) Agricultural Research Management Information System (ARMIS)

গবেষণায় দ্বৈততা পরিহার ও ভবিষ্যৎ গবেষণা কার্যক্রমে অতীত গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যবহার করে পরবর্তী গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় ফেজ সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১৫ সাল পর্যন্ত মোট ২২,৬০০টি গবেষণা ফলাফল এন্ট্রি দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে গত ৫৯তম বোর্ড সভায় প্রকল্পটির গুরুত্ব বিবেচনা করে কেজিএফ এর অর্থায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কেজিএফ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে, ৬২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএআরসি এর সাথে কেজিএফ এর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে বিগত ০৭/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের নির্ধারিত জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে। প্রকল্পের মূল কাজ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে পুরোদমে শুরু হয়েছে।

ii) Capacity Building for Conducting Adaptive trials on Seaweed Cultivation

Seaweed এর বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। গত তিন বছর যাবৎ কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে প্রকল্পটির কাজ চলছে। ইত্যবসরে, বাংলাদেশে প্রাপ্ত ১৮টি সিউইড প্রজাতির বাছাইকরণ কাজ শেষে একটি প্রজাতি 'লাভজনক'ভাবে চাষাবাদের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উক্ত প্রজাতির উপযুক্ততা, পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনীয়তা, খাদ্য গুণাগুণ, পুষ্টিমান, ইত্যাদির বিচার বিশ্লেষণ শেষে চাষাবাদের উপযুক্ত সময় ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। নির্বাচিত জাতটির উন্মুক্ত সমুদ্র সৈকতে চাষাবাদ পদ্ধতির উপর সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, সিউইড সংশ্লিষ্ট আগ্রহী উদ্যোক্তা ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেয়াসহ ব্যাপক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও সেন্টমার্টিন দ্বীপ থেকে পাঁচটি এবং জাপান থেকে সংগৃহীত একটিসহ মোট ছয়টি প্রজাতির 'multi step seed production' এবং তাদের বছরব্যাপী একুইরিয়াম-ভিত্তিক চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলছে।

iii) Mitigation of Green House Gas (GHG) Emission

কেজিএফ এর অর্থায়নে প্রকল্পটি BRRI, Gazipur এবং BAU, Mymensingh কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। BRRI এবং BAU গবেষণায় দেখা গেছে যে, আউশ, আমন ও বোরো ধানে মাটির গভীরে গুটি ইউরিয়া (Urea Briquatte) স্থাপন করলে দানাদার ইউরিয়ার (Prillad Urea) চেয়ে ফলন বাড়ে এবং ৩০-৫০% নাইট্রোজেন কম লাগে। পাশাপাশি গ্রিন হাউস গ্যাস (GHG) নিস্বরণ কম হয়। গবেষণায় আরও প্রতীয়মান হয়েছে যে, পর্যায়ক্রমে জমিতে সেচ ও শুকানো পদ্ধতিতে মিথেন গ্যাস প্রায় শতকরা ৩৯ ভাগ কম উৎপন্ন হয়। গুঁটি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে দানাদার ইউরিয়ার তুলনায় (N_2O) এর নিঃসরণ কমান যায়। প্রকল্প হতে সংগৃহীত প্রযুক্তি পানি স্বাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব যা, Crop Modeling এ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

iv) Skill development trainings for scientists, field vets, Livestock workers and poultry/dairy famers

তিন বছর মেয়াদের ট্রেনিং প্রোগ্রামটি ২০১৭ সালের মে মাসে শুরু হয়। এই প্রোগ্রামের আওতায় অদ্যাবধি ১৪ ব্যাচে মোট ২৬০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। চৌদ্দ ব্যাচের মধ্যে দুই ব্যাচে কমিউনিটি লাইভস্টক ওয়ার্কার (৪০ জন), চার ব্যাচে দুগ্ধ খামারি (৮০ জন), দুই ব্যাচে পোলট্রি খামারি (৪০ জন) এবং ছয় ব্যাচে মাঠপর্যায়ে কর্মরত গবেষক ও ভেটেরিনারি ডাক্তারগণ (১০০ জন) সার্জারি ও মলিকুলার বায়োলজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণ কর্মসুচিতে প্রশিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাসহ ভারতের তামিলনাড়ু ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি এবং রেডিওগ্রাফিক ইমেজিং বিষয়ে অভিজ্ঞ দুইজন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন। আশা করা যায় এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে কর্মরত লাইভস্টক কর্মীদের প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং পোলট্রি ও দুগ্ধ খামারিবৃন্দের লাভজনক খামার পরিচালনায় বিশেষ সহায়ক হবে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাঠপর্যায়ে কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানগণ সার্জারি বিষয়ক চিকিৎসা আরো দক্ষতার সাথে প্রদান করতে সক্ষম হবেন।

5. International Collaborative Program (ICP)-স্বল্প-মধ্যম মেয়াদি : ICP এর আওতায় কেজিএফ এবং ACIAR এর যৌথ অর্থায়নে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে :

i) Cropping system intensification in the salt-Affected coastal zone of Bangladesh and India (ACIAR):

জুলাই, ২০১৫ খ্রিঃ থেকে KGF and ACIAR এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ অংশে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশ থেকে BARI, BRRI, KU, IWM এবং ACIAR থেকে CSIRO, Australia প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচলিত শস্যবিন্যাস হলো পতিত-পতিত-রোপা আমন, ফলে এ এলাকায় শস্য নিবিড়তা খুবই কম। শস্য নিবিড়তা বাড়ানোর জন্য এ প্রকল্পের মাধ্যমে বরগুনা (পোল্ডার ৪৩/১) এবং খুলনা (পোল্ডার ৩১) অঞ্চলের এক ফসলি জমিতে দুইটি ফসল (রবি ফসল) করে শস্য নিবিড়তা বাড়ানোর কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় রবি ফসল করার প্রধান অন্তরায় হলো– লবণাক্ততা, দীর্ঘমেয়াদি জীবনকালের আমন ধানের চাষ, জলাবদ্ধতা, অপ্রতুল পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং স্লুইসগেটের অব্যবস্থাপনা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গত তিন বছরের গবেষণায় এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে দীর্ঘমেয়াদি রোপা আমনের জমিতে BRRI dhan-23, 54, 62 এবং ৭৭ (স্বল্পমেয়াদি) জাতসমূহ চাষ করলে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ফসল কর্তন সম্ভব এবং অনায়াসে বিভিন্ন প্রকার রবি ফসল যেমন ভুট্টা, সূর্যমুখী, আলু, সরিষা, মটর, টমেটো, খেসারি ও গম চাষ করা সম্ভব। উপকূলীয় এলাকায় ডিসেম্বর মাসের দিকে মাটির ও পানির (Canal

water) লবণাক্ততা 1.0 ds/m এর কাছাকাছি থাকে যা এপ্রিল-মে মাসে লবণাক্ততা এলাকাভেদে, 10-15 ds/m পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যদি ঐ এলাকায় ডিসেম্বর মাসে ফসলের বীজ ফেলা যায় তাহলে অনায়াসে রবি ফসল এপ্রিলের আগেই কেটে আনা যায়। নদীর পানির লবণাক্ততা ডিসেম্বর মাসে >4.0 ds/m এবং এপ্রিল মাসে 20-25 ds/m হয়ে যায়। এ জন্য জোয়ারের পানির উচ্চতা যখন সবচেয়ে বেশি এবং বৃষ্টির মৌসুমে Fresh water harvesting এর জন্য খাল সংস্কার এবং ছোট ছোট পুকুর করা হচ্ছে যাতে রবি ফসলের চাষ ব্যাহত না হয়। প্রকল্পের কিছু কিছু এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির দূরত্ব মাটির উপরিভাগ হতে ১ মিটার এবং পানির লবণাক্ততা 2.32 - 3.50 ds/m যা ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী। ফসলের জীবনকালের কোন স্তরে কি ধরনের পানির (স্বাদু/লবণাক্ত), কতবার সেচ দিতে হবে তার উপরও গবেষণা চলমান রয়েছে।

ii) Incorporating salt tolerant wheat and pulses into smallholder farming system in southern Bangladesh:

২০১৮ খ্রি: শুরুতে KGF এবং ACIAR এর যৌথ অর্থায়নে দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল ধারা প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ডালজাতীয় ও গম ফসলের উপর গবেষণা চলছে। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলো হলো– বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, খুলনা এবং সাতক্ষীরা। উল্লেখ্য যে, ACIAR এর সহযোগিতায় এর আগে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ১০টি জেলায় ডাল ফসলের (মশুর, মুগকলাই, খেসারি) উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং সম্প্রসারণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে চারটি ডাল ফসলের (মুগকলাই, খেসারি, মটর এবং কাউপি) বড় আকারের Demonstration করা হচ্ছে। সাথে সাথে লবণাক্ততা সহিষ্ণু গম এবং ডালজাতীয় ফসলের জাত উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন Genotype এর গবেষণা Trial পরিচালিত হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের পতিত জমিতে ডাল ফসলের সম্প্রসারণ হবে এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু ডাল ও গমের জাত উদ্ভাবিত হবে।

iii) Nutrient Management of Diversified Cropping in Bangladesh (NUMAN)

ক্রমবর্ধমান খাদ্য উৎপাদান বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে শস্য নিবিড়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সে কারণে জমির পুষ্টি উপাদানের উপরও চাপ বাড়ছে এবং ক্রমান্বেয়েই তা জমির উৎপাদনশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শস্য নিবিড়তা, অপরিকল্পিত সার ব্যবহার, অপরিকল্পিত শস্যবিন্যাস, অতিরিক্ত কর্ষণ, ফসলের অবশিষ্টাংশ অপসারণ, ইত্যাদি নানা কারণে জমির উৎপাদনশীলতার ক্রমাবনতি হচ্ছে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এবং এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে অস্ট্রেলিয়ার ACIAR ও বাংলাদেশের KGF এর যৌথ কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশের চারটি NARS প্রতিষ্ঠান যেমন– BARC, BARI, BRRI, SRDI ও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় BAU, PSTU ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও অস্ট্রেলিয়ার মারডক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার সমস্যা সংকুল এলাকার এক ফসলি জমির শস্যনিবিড়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপযুক্ত শস্যবিন্যাস ও উপযুক্ত সার-ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করে শস্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তিন বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের গবেষণা কাজ ২০১৮ খ্রিঃ এর জানুয়ারি মাসের খরিফ-১ মৌসুম থেকে শুরু হয়। প্রকল্পের কাজ প্রধানত: ২টি ধারায় শুরু হয়েছে (১) সার ব্যবহারে আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব এবং (২) লবণাক্ত ও জলাবদ্ধ এলাকা উপযোগী ফসল বিন্যাস ও তার নিবিড়করণের উদ্দেশ্যে, উপযুক্ত সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সুপারিশমালা প্রণয়নের মাধ্যমে জমির টেকসই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করণ।

উপরোল্লিখিত গবেষণা কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কেজিএফ কর্তৃক বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে।

কেজিএফ এর TAC, বোর্ড ও এজিএম সংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্যাদি

Technical Advisory Committee (TAC) এর বিভিন্ন সময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলোতে TAC কর্তৃক বেশকিছু সুপারিশ পাওয়া যায়, যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। কেজিএফ সিলেকশন প্রসেস-এর দ্বারা গবেষণা ফান্ড বরাদ্দ করে। কেজিএফ প্রতি বছর একটি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এবং সাধারণত ১০-১২টি বোর্ড সভা করে।

<u>অন্যান্য কাজ</u>

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮', 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০১৮', 'জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণের নীতি-২০১৮' সহ 'বহির্বিশ্বে কৃষি বিনিয়োগ নীতি-২০১৮" প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্য সম্পাদনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- **আন্তর্জাতিক ডেলিগেশন এর সাথে কেজিএফ টিমের সভা :** FAO, IRRI, Wageningen Univeristy, Cornell University, ICP, CYMMIT, CATALIST funded by UK, SDC and Danida, Murdoch University (Australia), ICDDRB, SAARC, NATP Mission, Mischigan State Univeristy, USA, IFPRI, ইত্যাদি টিমের সাথে বিভিন্ন সময় কেজিএফ এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- কেজিএফ এর নির্বাহী পরিচালকসহ কেজিএফ এ নিয়োগকৃত বিশেষজ্ঞদল সারা বছরই বিভিন্ন সময়ে সিজিপি/সিআরপি /পাইলট/আইসিপি/সিইপি এর আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের মাঠ পরিদর্শন, মনিটরিং ও মূল্যায়নের কাজ করে যাচ্ছেন এবং এর সঠিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- কাজের অগ্রগতি ও পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করার জন্য প্রতিমাসে সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে নির্বাহী পরিচালক মাসিক কো-অর্ডিনেশন সভা করে থাকেন। উক্ত সভায় পূর্বনির্ধারিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা হয়ে থাকে এবং আলোচিত বিষয়ের সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিবেদন আকারে সকল কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। সভায় সকল কর্মকর্তাদের স্ব স্ব ডেস্ক এর কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন এবং আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পেয়ে থাকেন।

- গত ১৩/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে নতুন নির্বাহী পরিচালক নিয়োগের পর কেজিএফ হতে প্রথমবারের মতো নিউজ লেটার প্রকাশ করা হয়েছে।
- কেজিএফ এর ২০১২-১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- কেজিএফ এর চলমান প্রকল্পসমূহ ইনডিপেনডেন্ট মনিটরিং টিম কর্তৃক মূল্যায়নের কাজ হয়েছে।
- কেজিএফ কর্তৃক ডাটাবেস তৈরির কাজ শুরু হয়েছে ।
- কেজিএফ এর ওয়েব সাইট আরো তথ্যবহুল এবং আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।
- কেজিএফ কর্তৃক নতুনভাবে Brochure তৈরি করা হয়েছে।
- কেজিএফ কর্তৃক নতুনভাবে প্রযুক্তি বার্তা তৈরি করা হয়েছে।
- কেজিএফ কর্তৃক নতুনভাবে Highlight of Research Accomplishment of KGF under NATP তৈরি করা হয়েছে
- কেজিএফ এর স্টাফদের জন্য CPF প্রদানের ব্যবস্থা/চালু করা হয়েছে।
- কেজিএফ এর স্টাফদের জন্য % করা হয়েছে।
- কেজিএফ কর্তৃক Narrowing Skill Gap in Capturing Potential of Agricultural Science and Technology: An Inventory of Programs undertaken by KGF (2008-2018) প্রকাশ করা হয়েছে
- কেজিএফ কর্তৃক **CRP-II** এর অধীনে ২২টি International Journal papers প্রকাশিত হয়েছে।
- কেজিএফ কর্তৃক **MS and PhD Thesis** প্রকাশ করা হয়েছে।
- কেজিএফ কর্তৃক রিভিউয়ের প্যানেল তৈরি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের কৃষি সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান এবং সোসাইটিকে কেজিএফ কৃষি সংশ্লিষ্ট সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদি করার জন্য অর্থ ও কারিগরি সহায়তা করে।
- কেজিএফ এর বিগত ১০ বছরের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

কেজিএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় উদ্ভাবিত কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পের সফলতা

- মোবাইল টাওয়ার নয়, নারিকেল কচি থাকা অবস্থায় গায়ে ফাটা দাগ ও খয়েরি রং ধারণ করে অকালে গাছ থেকে ঝরে পড়ার মূল কারণ এক ধরণের ক্ষুদ্রাকৃতির সাদা মাকড়সা। এদের দমন ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রসারের মাধ্যমে নারিকেল উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও কৃষি বাণিজ্য প্রসার করছে।
- হাওরে খাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।
- দেশি মুরগির কৌলি বৈশিষ্ট ব্যবহার করে অধিক ঘাতসহিষ্ণু কম খরচে পালনযোগ্য ব্রয়লার মুরগির জাত উদ্ভাবন। এই প্রযুক্তি পোলট্রি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতা কমাতে সক্ষম হবে।
- অধিক উৎপাদনশীল বাউ রসুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে আমদানি হ্রাস করা সম্ভব।
- দেশের আম উৎপাদনকারী প্রধান ১৪টি জেলায় আমের ফুল ও ফল ঝরা রোধে টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমিয়ে গুণগত মানসম্পন্ন আমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- কৃষকের বসতবাড়িতে গোলআলু সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রসারের মাধ্যমে আলু চাষিদের হিমাগার নির্ভশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং সারা বছর গুণগত মানসম্পন্ন আলু সরবরাহ করা হচ্ছে।
- আদার কন্দ পচা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আদার উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।
- বাদামি গাছফড়িং ব্যবস্থাপনায় লাগসই প্রযুক্তি
- গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি
- চাষি পর্যায়ে উন্নত পদ্ধতিতে আলু সংরক্ষণ প্রযুক্তি
- পার্বত্য এলাকার জন্য লাভজনক চাষ পদ্ধতি : এক সারি তুলা ও দুই সারি ধান কুল চাষ : রোগবালাই ও তার দমন ব্যবস্থাপনা
- লেবুজাতীয় ফসলের ক্যাংকার রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা
- সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ফলন পার্থক্য সীমিতকরণ
- খরা উপদ্রুত এলাকায় ধান চাষের কলাকৌশল

- মৌলভীবাজার এলাকায় উচ্চফলনশীল বেগুন, টমেটো, লাউ ও পটোল চাষের বিস্তার শস্য বিন্যাসে স্বল্প জীবনকালের উচ্চফলনশীল জাতের সরিষার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শস্য-নিবিড়তা ও ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ
- দক্ষিণাঞ্চলে শীতকালিন শাকসবজির সাথী ফসল হিসেবে লাভজনকভাবে তোষা পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি
- সিলেট অঞ্চলে উচ্চমূল্যের সবজি সম্প্রসারণ
- বেগুন ও টমেটো ফসলের প্রধান প্রধান রোগ বালাই দমনব্যবস্থাপনা
- পদ্মার চরে আধুনিক ও উচ্চফলনশীল জাতের তৈলবীজ ফসল চাষ
- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য নির্বাচিত বছরব্যাপী উৎপাদন উপযোগী উফশী হাইব্রিড জাতের সবজির চাষ
- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কবুতরের রোগ নিরাময়
- গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ ও পিপিআর রোগ এর প্রাদুর্ভাব নির্ণয় ও রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তি উদ্ভাবন
- উন্নত খাবার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মহিষের স্বাস্থ্য উন্নয়ন
- স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খাদ্যোপাদানের সাথে ঈস্টসহযোগে গাঁজন প্রক্রিয়ায় মুরগির জন্য স্বল্পমূল্যের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি
- দুগ্ধ খামারে সংকর জাতের বাছুর মৃত্যুর কারণ নির্ণয় এবং মৃত্যুহার কমানোর ব্যবস্থা
- জীবাণু ব্যবহার করে মুরগির পুলোরাম রোগের টিকা উৎপাদন
- উন্নত পদ্ধতিতে শিং মাছের বাণিজ্যিক চাষ
- অনাবাদী ও একফসলী নিচু ভূমি রূপান্তরের মাধ্যমে সমন্বিতভাবে ফসল ও মাছ উৎপাদন
- চলন বিল এলাকার প্লাবনভূমিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সামাজিক উদ্যোগে বাণিজ্যিক মাছ চাষ হাওড়ে উন্নত পদ্ধতিতে খাঁচায় মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষ

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রযুক্তিসমূহ দেশের ফসল আবাদ, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। কেজিএফ যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৮-২০১৭ সময়কালে কৃষকের চাহিদাভিত্তিক ও সময়োপযোগী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কৃষি গবেষণা কর্মকাণ্ডে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বারি উদ্ভাবিত বছরব্যাপী কাঁঠালের জাত সম্প্রসারণ

কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে সাদা মুরগি উৎপাদন

প্লাবন ভূমিতে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

- ‘দেশের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পরনির্ভরশীলতা থেকে বের হয়ে আত্মনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হতে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।’

- ‘বঙ্গবন্ধু দেশ ও মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যেও সে আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতিফলন থাকতে হবে।’

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডিজাইন ও মুদ্রণ
কৃষি তথ্য সার্ভিস
www.ais.gov.bd
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫